

## সামাজিক জীবনের প্রবাহনী ।

বিশেষ আলোচ্য হ'য়েছি আত্ম—  
কি হ'বে—কি করি—জ্ঞান যে যায় ।"

ব্যবিত্ত হৃদয়ে, অখণ্ড হাসিয়ে  
কহে কাণে রক্তি, হাতে হাত দিয়ে ;—  
"ছোট নউরাছি দিবেছে বিস্মিয়ে  
বিভিন্নতা হল তোমার পাশে ;  
তাই কুনি, নাথ, হইলে কাতর !  
ভাল, বল দেখি দাসীর গোচর,—  
কতই জলিবে তাহার অন্তর,  
'নকশর' ভূমি দিখিবে যার ?"

কমলে কমল ।

যেও না যেও না, প্রিয়ে, এস দৌড়ে দাঁড়াইয়ে,  
সরোবর-তীরে হেরি সরোবর-শোভা লো !  
আঁমরি, সরসী আজি কমল-ভূষণে সাজি',  
হাসি'ছে কেমন ওই, খেলিতেছে আভা লো !  
কণেক দাঁড়াও তুমি, ও হ'তে দেখিব আমি  
চারতর খোভা আজি, মনে বড় আশা লো !  
ধাক্ক হাজার কাজ, পুর'ব সে আশা আজ,  
দেখাইব এ হৃদয়ভরা ভালবাসা লো !

অমল কমল ছ'টি ওই ঘের'য়েছে ছুটি',  
ও ছ'টির রূপে আজ রূপবতী সরসী ।  
হাই লো, সাতাশ দিয়ে, ওই ছ'টি আনি গিয়ে,  
কণেক দাঁড়াও তুমি এই থানে, প্রেমসি !

কর প্রসারণ কর, এই লও, ধর ধর,  
অধীন প্রেমিক আজ-তব করমুগ্ধে  
অরপি'ছে প্রেমভরে, ধব গোপনধর করে  
প্রণয়ের ভেট—ছ'টি বিকসিত কমলে !

ভূষণের প্রিয় ধারা, ভূষণে সাজি'ত তারি  
খীর খীর প্রেমসীর কর ছ'টি যতনে ;  
তা'দের মনের আশা, ভূষণেই ভালবাসা  
হয় বুঝি, কিংবা হীর মনি চুপি রতনে ।  
কিছু আমি জানি ভাল, সে সব করে লো আলো  
কামিনীর করতল, বল, প্রিয়ে, হ'য়েছে ?  
ভূষণে সে শোভা হ'লে কমলার করতলে  
কমল-ভূষণ কেন কমলেশ দিবেছে ?

ভোয়ার কমল-করে দিলাম যতন করে  
ললিত কমল দুটি, কি শোভাই হইল !

অধের আনন্দরাশি করিল অধর ম  
প্রণয়-প্রবাহ মোদি স্বপ্নেরেতে বহিল ।  
সরসী বিমল জলে "বিষত" কম  
হেরিতেছি, কিন্তু নহে নরন লকল ;  
লকল হইল আঁধি হেরি' আভা, বি  
তোমার অলক্ত-কর-কমলে কমল !

অশনিপাতন ।

হিমালয়াচল উত্তর হইতে  
ভয়কর মেঘজাল আচ্ছাদিত  
উঠিল গগনে ; বায়ু-সস্তাড়নে  
উড়িয়া আসিল ভারত-মণ্ডলে  
শূনা'পরে মেঘ রহিলেক খুলি',  
ঘন ঘন তাহে চমকে বিজুলি ;  
চমকে হৃদয় ! আলকা উদয়  
তা'রি হয়, যেই হেরে নয়নে !

দেখিতে দেখিতে ভারত উপরে  
আসিল সে মেঘ সমীরণ-তরে ;  
গভীর গর্জনে শুনে অচেতন  
হ'তে হয়—প্রাণ চমকি উঠে !  
মুহূর্তেক পরে মুগল ধারায়  
পড়িতে লাগিল (সহ্য নাহি যায় !)  
বৃষ্টি অবিরল, দৃষ্টি অবিরল,  
লোমে লোমে আসি' সে ধারা য

মেঘের গর্জনে কাঁপিল ভারত,  
কত ভারতীয় হ'ল হতাহত,  
যেন রে প্রলয়, হেন বোধ হয়,  
এ কি সর্বনাশ ঘটিল, হায় !  
ভারতের স্বথ-আলোক নিভিল,  
ঘোর অন্ধকারে ভারত ডুবিল !  
দেখ রে নয়নে, বৃষ্টি বরিষণে  
ভারতের দেহ তাসিয়া যায় !

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল ?  
ভারতবাসীর লকল টুটিল,  
ভারত-বিপাকে, ভারত-মাতাকে  
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল !  
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,  
জানি হ'লে কেন এ হেন দুর্গতি  
হ'ল ভারতের ? দুঃখের ফের,  
ভারতের স্বথ পেল রে পেল !

কিছু, ওই বেধ, কলক বসিবে  
ভাঙিত হইবে দেবীর পদে  
অমৃত কিরণে, মণি-বিকরণে  
“বাহীনতা-দেবী” বিরাজে উই;  
উজ্জল বদনে কোটি নদী বাসে,  
কোটি স্বর্গ-বিভা মুকুটে বিকাশে,  
চিরজ্যোতির্ময় উৎসাহ, অনন্ত  
নয়নযুগলে; তুলনা কই ?

১৮ চারি ধারে ওই প্রিয় ভক্তগণ  
বেড়িয়া দেবীরে করে আরাধন;  
বীর-অহঙ্কার ঢাল, তরবার  
বীরভক্তকুল-কটিতে ঝুলে।  
অরাভিকর ওই তরবারে  
গিরাজে চলিয়া শমন-আগারে;  
ওই তরবার শোণিতের ধার  
মাধি’ শোভে যেন জবার ফুলে।

১৯ বীর ভক্তগণ ভক্তি সহকারে,  
স্বৈত-রক্ত-নীল-শতদল-হারে  
দেবীর চরণ করি’ছে পূজন,  
“জয় দেবি জয়!” বলি’ছে সবে,  
“দে’খ, গো জননি, তোমার প্রসাদে  
কতু যেন মোরা না পড়ি বিপদে;  
ও পদযুগল তরসা কেবল,  
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?

২০ “পদ পক্ষী কীট—তা’রাও তোমার  
ও পদ ব্যতীত নাহি চাহে আর;  
নর হ’য়ে তবে ও পদ-বিভবে  
কি হেতু আমরা ছাড়িয়া দিব ?  
ও পদ স্বেচ্ছায় তেরাগে যে জন,  
তা’র ভাগ্যে লাভ নরক ভীষণ !  
কাপুরুষ তা’রে কহে ত্রিসংসারে,  
তা’র মত কি, শী, আমরা হ’ব ?

২১ “দেবতাদ্বন্দ্ব চরণ তোমার,  
আর্যভূমিবাসী আর্যকুল-সার,  
পূজিলে ও পদ, বিদূর বিপদ,  
লম্পাঙ্গ আলিয়া কপালে হুটে;  
পবিত্র আনন্দ ও পদ সেবিলে,  
শোক ভাঁপ হত ও পদ আবিলে,

ও পদ “মহাশক্তি”-স্বরূপ  
হৃদ-ভাবনায় অসার হুটে।

২২ “হৃদবিজ্ঞান মায় তোমার বধন,  
‘জয় বাধীনতে!’ বলি’ উচ্চৈরশ  
করি, গো জননি, আনন্দে অবলি  
শিরায় শিরায় শোণিত চবে।  
এই তরবার লইয়া তখন,  
সহস্রসাহে হুটি করিবারে যণ;  
ভারতের অরি খণ্ড খণ্ড করি’  
কাটিবারে পারি ও পদ-বলে।

২৩ “ভাই, মা, নিবেদি তোমার চরণে,  
বঞ্চিত ক’র না চির ভক্তগণে,  
বঞ্চিত করিলে, মরিব সকলে,  
ও নামে তোমার কলঙ্ক হ’বে।  
দে’খ, গো জননি, তোমার প্রসাদে  
কতু যেন মোরা না পড়ি বিপদে;  
ও পদযুগল তরসা কেবল,  
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?”

২৪ এই মন্ত্র পড়ি’ বীর ভক্তকুল  
পূজিয়া দেবীরে দিয়া পদ্মকুল,  
সকলে তখন, সুদিল নয়ন  
স্বাধীনতা-পদ করিতে ধ্যান;  
বাহুবোধশূন্য হইয়া সকলে,  
ভাবি’ছে দেবীর চরণযুগলে;  
কিন্তু বহির্দর্শে সর্বনাশী-বেলে  
উঠিয়াছে মেঘ, নাহিকো জ্ঞান।

২৫ বারি বর্ষে ‘মৈত্র গরজি’ সতীর,  
মুহমুহ তাহে কাঁপি’ছে মন্দির;  
জলদেয় দুর্গে রক্তবেলী কাঁপে;  
কাঁপিলেন দেবী বিষয় মুখে।  
কে জানে—কি হ’বে—বুঝি না কারণ  
উক্টে চাহিলেন তুলিয়া নয়ন,  
চম্পক অঙ্গুলি দেখাইয়া তুলি’  
কি যেন কাঁহারে অতীত মুখে।

২৬ বোধ হ’ল, যেন ভারত-ভূমিরে  
হিংস্রগণ সহ শৌক-সিদ্ধ-নীরে  
ডুবাবেন, হার, এমন অভিমান,  
ভারতের মুক্তি হুটিল মুখে।  
একে ত বাহিরে বিশ্বম ব্যাপার

## রাজকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী ।

জীবন বিপদে পূর্ণ চারিধার !  
মন্দির-মাঝার দেবীও আবার  
ভারতের প্রতি বৃষ্টি বিমুখ !

১৫

কিন্তু, ভারতের ছন্দর-উজ্জল  
স্বাধীনতা তক্ত বীরেন্দ্র সকল  
এ সব ঘটনা কিছুই জানে না,  
কেবল মগন ধ্যান-সরসে ।  
হায় রে, তা'দের বৃষ্টি স্বপ্ন-তরু  
ভুগাইল ! আজি হ'ল বৃষ্টি মক  
লোণার ভারত ! নহিলে এমনত  
অলক্ষণ কেন হিন্দু-আবাসে ?

১৬

মেঘেতে সহসা এমন সময়  
তড়িত চ'কিল দহি' দিকচর ;  
অমনি তখনি করি' ঘোর ধ্বনি  
হইল মন্দিরে অশনিপাত !  
সুবর্ণ দেউল হ'ল চুরমার !  
গন্ধকের গন্ধে পূর্ণ চারি ধার ;  
ধ্যান-নিমগন দেবী-ভক্তগণ  
হইল তা' সহ ভুতলসার ।

১৭

হায়, সেই নজ-জিনল সহিত  
বীর-ভক্ত-হিন্দুকুল প্রপূজিত  
স্বাধীনতা দেবী লুকাইয়া ছবি,  
ভারতেরে ছাড়ি' গেলেন উবে ।  
দোণার ভারত (কহিতে বিদরে  
ছন্দর । নয়নে জলধারা করে ।)  
সেই কণ হ'তে স্বাধীনতা-প্রোতে,  
ওই দেখ, ওই র'য়েছে ডুবে ।

১৮

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল !  
ভারতবাসীর সকলি টুটিলা-  
দৈবের বিপাকে, ভারত-মাতাকে  
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল !  
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,  
তা' নহিলে কেন এ হেন দুর্গতি  
হ'ল ভারতের ? সুভাগের ফের,  
ভারতের সুখ খেল রে খেল ।

### প্রিয়তমার প্রতি ।

অরি অরি গিয়ে ! অরি গো তোমার,  
শ্রেষ্ঠের পুতুলি তুমি গো মোর ;

জগতে যা' কিছু শোভার আধার,  
তাই গো নিরখি আননে তোঁর !

২০

বিদ্যাতার তুমি মানস-স্বকল,  
রমণী-রতন—ভুবন-সার ;  
উজল শরত-শশীকুমতন  
তুমি গো, তুমি গো কদল হার !

২১

তা'বুলের রস-রসিত অধর  
সুধার আধার—ধরে না হাসি ;  
চিকণ চিকুর, চিবুক নধর,  
মধুর মৃতি—তাড়িত রাশি ।

২২

কুসুম নিচব মধুর নিলর,  
সুধাকর মুখ সুধার মূল,  
রমণী-নিবাস প্রকম-সুন্দর,  
প্রেমের নিবাস কামিনীকুল ।

২৩

এ হেন রমণী নাহি রে বাহার,  
শ্রেণ্যবিহীন জীবন তা'র ;  
বিধির বিধানে কি সুখ তাহার ?  
কি লাভ বহিয়ে জীবন-ভার ?

### প্রবাহি' চলিয়া যাও' অরি গো ততিনি !

২৪

প্রবাহি' চলিয়া যাও, অরি গো ততিনি !  
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিব নয়নে ;—  
তব তটে বলি' আছে সুচাকহাসিনী  
প্রাণের পুতুলী মোর আনত আননে ।  
এই লগ, প্রোতে তব দিলু ভাসাইয়ে  
কমল-কুসুম-মালা, গিরে করে তা'র,  
ব'ল তা'রে ;—'বদি হেথা অচিরে আসিরে,  
হাসিরে হাসিরে চাহে হইতে আমার ;  
তা' হইলে আমাদের জীবন-লহরী  
সুশোভিত হইবেক চিরকাল ভরে ;  
তোমার তরফ বখা ধরেছে মাধুরী  
মন নজ মূল-হার গল-মূলে প'রে ।

২৫

বদি সে কুসুম-মালা না করে গ্রহণ,  
সুখবা মিনতি মোর না পোনে প্রবণে,  
তবে তুমি এ মালায়ে স্তব্ধে তাল  
করিয়ে কেবলি বিত্ত তটের কানবে ।

## অবসর-সরোজিনী ।

অবতনে এ হালিকা তথা'বে সেখার,  
রবি-করে শোভাধীন হইবে রহিবে ।  
ব'ল সে বালারে ধীরে কথার কথার,  
(অরি নদি, ভূমি বই কে আর কহিবে ?)  
ব'ল তা'রে ;—'এইরূপে যৌবন বধন  
পালাইরে যা'বে তাম্র ; রূপ সে সময়  
জীবনের তটে পড়ি' হারা'বে কিরণ,  
তব তীরে মালা বধা হইবে নিশ্চয় ।'

### বসন্ত ।

(বিদ্যাপতির অনুকৃতি ।)

শীত ঋতু যাওল, বসন্ত আওল  
মনোহর ভূষিত রূপে ;  
ভেল কুহলী, মানবমণ্ডলী,  
ভাসল অধ-রস-রূপে ।  
প্রকৃতি ঘরা করি', অগেন ধীরে ধীরে,  
পাতল উপবন মাজ ;  
বসন্ত রাজন, তৈ হরষিত মন,  
তরুণি কৈল বিরাজ ।  
ফুলময় তরুণ, ধরি' নব কলেবর,  
দেওত ফুল-কর রাজে ;  
ঋতুপতি ভেটিতে, বরষা অধ চিতে,  
নাহল ফুল-ফুল-নাহে ।  
মলয় সমীরণ, চামর চালন  
করল মুহূর্ত নৃপ-কামে ;  
বিহগ তরুণি মধুরিম স্বর ডারি',  
নৃপতিকো গীত শুনায়ে ।  
কোকিল কুহু কুহু করয়তি মুহূর্ত,  
ছাড়ই পঞ্চম রাগ ;  
ঋতুপতি-অমুমতি পাওই রতিপতি  
করল কুহু-মধুর ভাগ ।  
অসিতবরণ অগি পেখই ফুল-কলি,  
চলই পড়ই নভবারা ;  
ঋতুপতি বরষন করি' অধী সব জন,  
ছটকট বিরহী বেচারী ।  
তৈ হরষিত মন নাচত শিখিগণ,  
কতি কতি ভাষত কেবা ;  
বসন্তি হাসত, নাচত গণ্ডিত,  
বিরহিণীমুখ ভেল ভেকা ।

## এই—সেই তম্ররাশি ।

কহ না আমার,  
নয়ন নিকটে যোর কি এ সূপাকার  
ভস্মের মডন ?  
এ বটে ভস্মের রাশি, আর বে ভারতবাসী,  
ভস্মভরা চোখে ভস্ম করি নিরীক্ষণ !

এই কি সে ছাই ;—  
কপিল, পাভালবাসী-ঋষিকুল-ধন,  
সুগর রাজার  
পাতকী তনয়নে পোড়াইরা রোযানে,  
করিয়াছিলেন ভস্ম পর্ত্ত আকার ?

এই কি সে ছাই ;—  
অনলের মলানল হইল বধন,  
তখন তঁহার  
পাণ্ডব পাণ্ডব বন করিলেন অরণ্য,  
খাইয়া করিলা ছাই, অনল তাহার ?

এই কি সে ছাই ;—  
বল হে, যে কালে করি' রাজা অশ্বজয়  
সর্পনাশ-বাণ,  
প্রজলিত হতাশনে পোড়াইলা সর্পগণে,  
নিভাইতে প্রাণপণে পিতৃনাশ-রাগ ?

অথবা এ ছাই,  
বিরহিহনকারী নিদ্রা মগ্ন  
শিব-কোপানলে,  
ধ্যানভঙ্গ-অপরোধে পড়ি' ববে পরমাদে,  
গুড়িয়া হইল ভস্ম কুভাগ্যের কলে ?

এ নহে সে ছাই ।  
এ যে ছাই—করে অ'বি—কহিব কাহার ?  
কে আছে এমন ?  
অমৃতা রতন পুড়ি', আরভের রক্ত হুড়ি',  
হার, এ ভস্মের রাশি ছুঁয়েছে গগন ।

জলের প্রবাহে  
অন্য ছাই খোঁজ ধ'বে কোথা চলি' যার,  
চিহ্ন বা রহে ;  
কি এ ভস্মের রাশি হেরিডেহি দিবাশি,  
করে কি হুঁইয়ে পারে সাধনা প্রহর ?

## রাজকুক রায়ের গ্রন্থাবলী ।

এরে খুইবারে  
অতল-সাগরকুল-তরঙ্গ-নিচয়  
কত না পারিবে ;  
যদিও অচলদল, বিশাল ধরণীতল  
ভাসা'তেও পারে ভা'রা, এ ভয়ে নারিবে ।

২  
সুখ-ধারায়  
যদিও জলদজাল অসীম গগন  
ব্যাপিয়া বরষে

নিবানিশি জলধার, তবু এরে খুইবাসু  
কি ক্ষমতা তাহাদের শক্তক বরষে ?

১০  
এ কি হে কহিলে !  
ধরা, গিরি, ঘন-জলধির জলে  
যদি ভেসে যায় ?  
তবু এ ভয়ের রাশি কি হেতু যা'বে না ভাসি' ?  
সোলা কি স্রোতের সুখ কতু আটকার ?

১১  
সোলা এ ত নয় ;  
ভারত-মাতার ইহা 'স্বধীনতা' ঘন,  
রে ভারতবাসি !  
বিদেশীর অস্ত্রানলে, ভারতেরি বক্ষস্থলে  
পুড়িয়া পড়িয়া, এই—সেই ভয়রাশি ! !

### জাগ্রত স্বপন ।

১  
নিশীথ ;—নীরব তরু গভীরা প্রকৃতি,  
সবে মাঝ বিদ্রীদলে বসিয়া পানপতলে,  
শীতল করি'ছে তানে বামিনীর স্রুতি ;  
পেচকেরা থাকি' থাকি', নীরগু হুববে ডাকি'  
দিবাচর পাখিগণে বেধাই'ছে ভয় ;  
সুগলের কোলাহলে চমকে হৃদয় !

২  
অনীল গগন-সরে—হীরার কমল-  
শীতকরমর চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ,  
জ্বলাই'ছে রমণীর নরনয়নগুল।  
কুসুম-সুসজ্জি মাখি' যুবতীর সুখ দেখি'  
সকরি'ছে বায়ু ছাড়ি' নিখাস মুহুর,  
চকল তাহার বত হুসু হুলহুল ।

৩  
এ হেন সময়ে তাজি' কুটার-ভবন,  
যুগা যোগিবর এক (প্রেমবোজী, নহে ভেক)  
উল্লসিত গলা-তীরে, চাকি' ধরশন !  
সুখ-ধরশন কার, ভয়রাশি মাথা জা'র,

আরত লোচন ছা'টি, অন্ধর গঠন !  
ঘুরিতেছে ঘেন কা'র ক'রে অধেষণ ।

৪  
নবজাত জটাজাল পুষ্টোপরি ফুলে ;  
গৈরিকরজিত বাস 'পরিহিত ; পরকাশ  
চাক জ্যোতি গলশোভী রুজাকের মালে ।  
সুগন্ধ-কুসুম-সার গোলাপ-কুসুম-হার  
যোগীর দক্ষিণ করে র'য়েছে সুলিয়া,  
গেঁথেছে আপনি তাহা গোলাপ তুলিয়া ।

৫  
গলা-তট-বিরাজিত উচ্চ-প্রসারিত  
বটমূলে যোগিবর বসি' স্থললিত স্বর-  
ছাড়িয়া গাহিল এক প্রণয়ের গীত ;—  
“প্রিয়ে লো, তোমার তরে, ভয়রাশি কলেবরে  
নেখেছি ; এ জটীভার তোমারি কারণ ;  
তোমারি কারণ, প্রিয়ে, করজ ধারণ ;

৬  
তোমারি কারণ আমি বোজী সাজিয়াছি ;  
পরিজ প্রণয়-দেবে সেবিব অন্তরে ভেবে  
প্রণয়িনি, তোমা লাভে হেথা আসিয়াছি !  
এ ঘোর বামিনী ভাগে, বল, প্রিয়ে, কে লো জাগে  
সকলেই শুয়ে রব সুখের শয়নে ;  
কিন্তু আমি জাগি কেন ?—তোমারি কারণে ।

৭  
“শরনে কি সুখ ?—সুখ—সুখের স্বপন !  
অন্ধর ঘটনাচক্রে স্বপনেতে দৃষ্ট হয়,  
কিন্তু লো, তা' হ'তে ভাল মত জাগরণ !  
কারণ, স্বপনে যা'হা দৃষ্ট হয়, যুগা তা'হা,  
তবে, প্রিয়ে, মিথ্যা সুখে কিবা সুখোদর ?  
সত্য সুখ চার শুধু আমার হৃদয় ।

৮  
“সে হেতু, প্রেমসি, আমি তাজিরা কুটার,  
পজমরী শয্যা ত্যজি', তোমা ঘন লাভে আজি  
আসিয়াছি—যজিয়াছি—হ'য়েছি অজির !  
মিথ্যা নয়,—সত্য ঘন সুখাধর স্বপন  
দেখিব জাগিয়া আজি—করিয়াছি পণ,  
দেখিতে তাহাই মম নিশি জাগরণ ।

৯  
অন্তরের আশা আজ হ'বে কি পূরণ ?  
হইলেও হ'তে পারে, আশা বা'রে, পা'ব তা'রে,  
আশাই দেখা'বে মোরে আশ্রয় স্বপন ।  
তোমারি আশার আসা, নতুবা এ ঘোর নিশা  
কেন জাগি, লো অজির ! ইহা লাভ বই  
কে চলে তবের পথে ? আশি-বা'লে নই ।

## অবলম্ব-সমোজিনী ।

১০

“জাগ্রত স্বপনে রক্ত লভিবার আশে  
আসিয়াছি গঙ্গা-তটে, ভাগ্যে তাহা যদি ঘটে,  
নিশি-জাগরণ-শ্রম যা’বে অনায়াসে ;  
নতুবা আমার মত, ত্রিভুগতে ভাগ্যহত  
কে আছে ?—কেহই-নাই—সকলেই সুখী ;  
আমিই কেবল দুখী বিনা বিধুমুখী !

১১

“অসুখা তব, হায়, বিফল কেবল ;  
বিফল এ জটীভার, বিফল কুডাক হার,  
‘গৈরিকরজিত বাস—তা’ও রে বিফল ;  
‘গলে তব দিতে আজি, গৌণেছি গোলাপরাজি—  
বিফল—বিফল আশা—নিশি-জাগরণ ।  
বিফল আমার এই অসার জীবন ।”

১২

নীরব হুইল যোগী ; স্তব্ধ চারি ধার  
চুশব্দ ছইলে পরে, উড়ে যায় বায়ু ভরে  
বহু দূর ; তবে কি সে সঙ্গীত-সুধার  
আবদ্ধ থাকিতে পারে ? আশে পাশে চারি ধারে  
চলিল সে গীত ধ্বনি প্রাতিধ্বনি সনে ;  
পশিল অদূরবর্তী কুটার ভবনে ।

১৩

সে কুটার হ’তে এক যুবতী রতন  
সহস্রা বাহির হ’ল, কুটারের দ্বারে আলো  
উজ্জ্বল ; মেঘ-কোলে বিজলী যেমন ।  
যোগীরো মস্তক-তীরে ভূত্বিত জটীভার,  
গুরুমা বসন পরা, ছানি-চুই অঞ্চল ;  
ধীরে ধীরে খেলে তার সমীর-চঞ্চল ।

১৪

হাসি-হাসি মুখখানি, আসি’ ধীরে ধীরে,  
ছায়ায় কুডাকমালা, যোগীর সম্মুখে বালা  
দাঁড়া’ল ; অমরা-শোভা হ’ল গঙ্গা-তীরে !  
কহিল মধুর স্বরে, “আসিলে কেমন ক’রে,  
এ বোর নিশীথে, নাথ, পরিহারি’ ভয় ?  
কি সাহসে সাহসী হে তোমার জন্ম ?”

১৫

“ভাল, প্রিয়ে, কহ দেখি” কহে যোগিবর,  
“কহ দেখি মোরে আগে, এ গভীর নিশাভাগে,  
একাকিনী কি সাহসে হ’লে আগুসর ?”  
হাসিয়া যুবতী কর, “সে কি, নাথ ! কা’য়ে ভয় ?  
তুমি গো ভয়ের ভয় জন্মের আমার ;  
তুমি বা’র পতি—তা’র ভয় কি আবার ?”

১৬

হাসিয়া কহিল-যোগী, “তবে কি কারণ,

চিত্ত মম ভীত হ’বে ? কমল লভিতে কবে  
কে ভীত হ’রেছে ভাবি’ সলিলে মগন ?  
প্রণয়িনী তুমি বা’র, কি ভয় জনেরে তা’র ?  
রূপের ক্রিণে তব পূর্ণ চারি ধার ;  
যা’তে চিত্ত ভীত হ’বে—নাহি সে আঁধার ।

১৭

“ব’স ব’স, প্রিয়তমে, সূচাকহাসিনি ।  
না জানি চরণ তব, করিয়াছে অজ্ঞতব  
কত ক্লেদ আসিত, গো মরাণ-গামিনি !  
আমার কারণে, প্রিয়ে ! কটকিত পথ দিয়ে  
এয়েছ—পেয়েছ ক্লেদ-কমা কর দান ;  
সুপরাধী জনে কমা বিধির বিধান !

১৮

“হরিপাক্ষি, আমি তব বশীভূত জন ;  
চুষক-উপল সম, মুক্তি তব অজ্ঞপম,  
করিতেছে আকর্ষণ আমার নয়ন !  
বিজ্ঞানের মহামন্ত্র দিগদরশন যন্ত্র  
উত্তরাশ্রয় বই, কই, কেরে কি কখন ?  
তুমি গো উত্তর—আমি দিগদরশন !”

১৯

যুবতী যোগিনী হাসি’ যুব-যোগি-পাশে  
বসে হেসে কুতুহলে ; আমরি, সে বট-তলে  
কি শোভা হইল !—গঙ্গা-প্রবাহ উজ্জ্বলে  
উভয়ের হৃদি-বন্ধে বাজিল প্রণয়-তন্ত্রে  
প্রণয়-সঙ্গীত, বা’র নাহি রে তুলন ;  
সে সঙ্গীত সেই বুঝে—প্রেমিক যে জন ।

২০

মধুর মিলন !—শশী মধুর গগনে  
হাসিল মধুরতর ; মধুর জলদবা  
লাগিল ধাইতে এই মধুর মিলনে ;  
গঙ্গারি-হৃদ-সঙ্গীত ধীরে ধীরে শির তুলি’  
খেলিল মধুরতর মধুর পবনে ।  
ডাকিল মধুর পাখী মধুর মিলনে ।

২১

মধুর মিলন !—হুলে মধুর সুবাস ;  
মধুর স্মৃতি ধরি’, মধুর ভূষণ পরি’,  
যামিনী কামিনী এবে মধুর প্রকাশ ;  
মধুর মধুর সবি ; মধুর প্রকৃতি ছবি ;  
চৌদিক মধুর যেন মধু-অরিষণে ;  
মধুর দম্পতি আজি মধুর মিলনে ।

২২

যোগিরাজ-গোলাপের মালা মনোহর,  
সাদরে যুবতী-গলে পরাইল ; ধীরে ধীরে  
সে মালিকা, ছুটে গাছে হরতিম্বির ;

- উভয়ে উভয় সনে, প্রেম-স্বপ্ন-সন্ধ্যাবেশে  
মজিল। যুবারে আমি কহিহু তবন ;—  
• যত্ন বোগিবর। তব 'প্রাণ-রতন' !

সেটি “প্রাণ-রতন” লো ।

অগ্নি অগ্নি প্রাণপ্রিয়ে ! বিধাতা কি নিধি দিয়ে  
তোমার এ মুখ-চবি করিল সৃজন লো ?  
কি দিয়ে নয়ন ছুটি (যেন নীলোৎপল ফুটি) ।  
গড়িল—গড়িল এই হাসি সুরশোভন লো ?  
কি হেন জগতে আছে, তুলনীয় তব কাছে ?  
যা' হেরি কিছুই নয়—অসার কেবল লো ।  
তাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিত পটে,  
কিন্তু তেরি' মুখ তব তা' ভাষা বিফল লো !  
বিশেষ তোমাতে, প্রিয়ে, সেটি কি, বাহাতে হিয়ে  
জুড়ায়, আনন্দময় নিরখি জ্বলন লো ?  
কি নিধি সে বিধাতার, নাহিক তুলনা যা'ব ?  
বুঝেছি, প্রেমসি, সেটি “প্রাণ রতন” লো ।

সরস্বতী নদী ।

অগ্নি নদী ! তব তটে বটেছিল যবে  
ভীষণ সময়, হায়, হইলে স্বরণ,  
ভারতবাসীর প্রাণ কাঁদে উচ্চ রবে,  
বিষাদে মলিন হয় প্রভু বদন !

ভারতের স্বাধীনতা অতুল রতন,  
পুরাকাল হ'তে সদা অযুত কিরণে  
উজলিতেছিল, কিবা স্বপ্ন অতুলন  
প্রদান করিতেছিল যত হিন্দুগণে ।

তোমারি স্তম্ভেতে গেল হাবা'য়ে সে ধন,  
হারিল যে দিন, আহা, অন্যাব সমরে  
ভারতের শেষ বাজা—ভারত-রতন—  
পৃথিবীর, মিথ্যাবাদী যবনের করে !

সেই দিন হ'তে এই শোণার ভারতে  
পরদেশবাসী আসি' ভারতবাসীরে  
শাসিতে লাগিল ; হায়, সেই দিন হ'তে  
আজো স্বাধীনতা-ভার ভারতের শিরে !

গিরিকুলশ্রেষ্ঠ গিরি দেব হিমালয়

ভারতের মাথো, কিন্তু সে ভারে তাঁহার  
ভারত কাতরা নহে, সীড়িত হৃদয়  
যে রূপ হ'তেছে বহু' অধীনতা-ভার !

এ ভারের মত ভারী পদার্থ এমন  
কি আছে, বল, গো নদী, জগত-মাঝারে  
মানাধারে এব সহ বিখের ওজন  
কর যদি, হ'বে ইহা শতগুণ ভারে ।

তব তীরে ভাবতের স্বাধীনতা রবি  
অন্তমিত হ'ল, হায়, কিরণ সহিত !  
আর কি ভারত পাশ্বে দেখিতে সে ছবি—  
উজ্জল শবিত্র দীপ্তি জগজ্জ লোহিত ?

আর কি সে রবি-করে ভারতবাসীর  
নিমীলিত রসহীন হৃদয়-কমল  
ফুটিবে ? রবিবে তাহে স্বপ্ন হিম-নীর—  
শীতল, মধুবতর, অতি নিরমল !

গোমুখ পড়িয়া যথা মধুর গোবসে,  
বিষম বিকৃতি-ভাব কবে উৎপাদন,  
ভারতবাসীর তথা হৃদয়-সরসে,  
নাশিয়াছে স্বাধীনতা' স্বপ্ন অতুলন !

সে স্বপ্নেব রবি, নদী, করেছে গম্বন,—  
বিষাদ-আধারে ডুবি' কঁাদিছে ভারত !  
কি হ'বে কাঁদিয়া, আর—ধিকি' ঘটন  
অবশ্য ঘটবে—তা'হা' হৃদপরাহত !

তরঙ্গিণী, তব তটে ভারত-জননী  
অধীন হ'য়েছে ব'লে সরমের দার  
লুকালে কি ভূমিতলে ? নাহি তুনি স্বনি  
আবৃত হ'য়েছে স্রোত মল-বালুকায় ।

তুমি তো বাঁচিলে, সতি, লুকাইয়া কার ;  
ভারতবাসীর যদি স্বাধীনতা-মলে  
আবিল জীবন-স্রোত, মুক্তা-বালুকায়  
পশিত, সরম-আলা নিভিতা' হ'লে !

ঐবাহ তোমার ধীরে জুতল-ভিতরে  
ঐবাহি'ছে অলক্ষ্যেতে নির্বেণ হইয়া ;

• এই নবীর আর একটি নাম 'কাঁদার' বা 'বগ্নর' ।

স্মরণবানী কিস্ত অধীনতা-ভারে  
নয়ন-সলিল-স্রোত বহে বাহিরিয়া !

তপনের পরিণয় ।

দেব দিবাকর হরষিত মনে,  
অমর-নগর-কনক-ভোরণে  
সারথী অরুণে কহিলা হাসিয়া ;—  
“রাখ রথ, আমি দেখি হে নামিয়া,  
কে আছে রূপসী অমবপুরে ।

চিরকাল ঘূষি আকাশে আকাশে,  
আ পাই ঘাঁটতে অমর-নিবাসে ;  
সুব বটি, সুর-সুন্দরী-বদন  
বহুকাল হ’ল দেখিনি কেমন ;  
আজি তা’ দেখিব নয়ন পুরে ।”

এত বলি’ রবি, চারু রূপ ধরি’,  
রূপে আলো কবি’ ত্রিদিব নগরী  
পশিলা তথায়, অভুল তুলনা,  
খেলি’ছে হুলি’ছে অমর-ললনা—  
অসিখ ববিবে হাসিয়া কেহ—  
কেহ বা নাচি’ছে—কেহ বা গাই’ছে—  
কেহ তাল দি’ছে—কেহ বাজাই’ছে—  
কোন সুরবালা গাঁথে ফুল-মালা—  
অঙ্গুর লেপিয়া কোন সুরবালা,  
ভূষণে ভূষিত করি’ছে দেহ ।

তপন যেমন মজি’ কুতূহলে  
দাঁড়াইলা সুর রমণী-মণ্ডলে,  
নয়নে নয়নে মিলিল যেমতি,  
আনন্দবদনে যত সুর-সতী  
সলাজে ফিরিয়া দাঁড়া’ল সবে ।  
অমর-কামিনী-শরীর শোভিত  
মনি-মবকত-রতন-বচিত,  
তরুণি পড়ি’ রবির কিরণ,  
হ’ল শতগুণ উজ্জল ধরণ,  
সুরবালাকুল অবাক সবে !

এক এক করি’, বিধুমুখ বঁড়  
হরে রবি সুর, তুষাকুর যত ;  
দখিতে দেখিতে হৃদয়ে সহসা  
দিল বিবাহ-বাসনা-লালসা ;  
ঘন ঘন চাই বদন পানে ।

দেখিলা সবারি সী’তির উপরে  
সিঁদুরের কোঁটা শির শোভা করে ;  
পরিণীতা তাঁ’রা জানিলা তপন,  
ফিরিলা হতাশে—বিষয় বদন !—  
সারথী অরুণ আছে যেখানে ।

“সবেগে চালাও হীরকের রথ,  
চল রে পলকে, প্রহরের পথ,  
চল নরলোকে, দেখিতে বাসনা,  
আছে কি না তথা রূপসী ললনা ।”  
সারথী অরুণে কহিলা রবি ।  
চলে বথ ঘন গরজি’ গভীর,  
সহায় আবার প্রবল সমীর ;  
ঘন ঘোব ডাক, জাগে দশ ভিত ;  
ভীত নরলোক, চিত চমকিত ;  
চাকিল স্থনীল আকাশ-ছবি ।

নিমেষে আকাশে বিমান শোভিল,  
ধরা-ধারে তরা আদি’ দাঁড়াইল ;  
দেখিলা তপন চাহিয়া তখন,—  
ভূমে কোন্ বালা রূপসী-রতন,  
যুবতী অথচ অনুচা মেয়ে !  
পরিণয়-সাধ, অনুচা মিলিলে !  
ভাসিবে মিহির প্রাণ-সলিলে ;  
সুরপুরে বড় পেয়ে মনকোভ,  
বেড়েছে বিগুণ পিবীতির লোভ,  
দেখিলা ব্যাকুলে ভূতলে চেয়ে ।

দেখিলা চাহিয়া কানন মাঝারে,  
শতক রূপসী, রূপের বাহারে  
শোভিত করি’ছে নিখিল কানন ;  
প্রেম-রস-লোভে লৌলুপ তপন  
অনিমেঘে চার তাঁ’দের পানে ।  
মালতী, মাধবী, গোলাপ, সৌভী,  
জাতি, যুধী, বেলা, শেকালিকা সতী,  
হেমরূপবতী চাঁপা সুহাসিনী,  
নাগরী টগরী বিশদধরনী  
বন-বিহারিণী কত সেখানে ।

দেখিলা তপন সকলেরি মুখ ;  
তাঁ’রে হেরি’ তাঁ’রা হইল বিমুখ ।  
সবে নতমুখী, শুকা’ল শরীর,  
ধর করে তাঁ’র হইয়া অধীর  
ভাপিত সকল কুসুম-বালা ।

- “কেন হেন হ’ল ?” ভাবিয়া তপন,  
(নিরাশে বিষাদে মন উচটন)
- জানিলা তখন ইহার কারণ ;—  
উঁহারি প্রথর দারুণ কিরণ  
রূপবতীকুলে দিতেছে জালা ।

৯

নিজি’ আপনারে দেব দিবাকর,  
লাগিলা কহিতে, “হুঃখের আকর  
জীবন আমার, কিছু স্থখ নাই ;  
নিজে জলি পুন অপরে জলাই ;  
কি বালাই—ছি ছি—কি হ’বে—হায় !  
রে দারুণ বিধি ! কি বিধি তোমার,  
অনলের রাশি এ দেহ আমার ;  
সোণার কীরীট সবার কপালে,  
আমার কপালে হতাশন অলে,  
এ জলন-জালা জানা’ব কা’য় !

১০

“আসিলাম কোথা রূপসী খুঁজিতে,  
সরল প্রণয়-রসেতে মজিতে,  
কোথা যোঁরে দেখি’ বন-বিহারিণী  
পরম রূপসী কুসুম-কামিনী  
প্রাণ ভরি’ আজি স্থখিনী হ’বে,  
তা’ না হ’য়ে, হায়, প্রেমের বদলে,  
দহিহু তা’ সবে সমাগ-অনলে !  
গোড়া তেজে যোব কুল-নারী-কুল  
মলিনবদন—নীরস—আকুল !  
কোমল শরীরে কত বা স’বে ?

১১

“এ গোড়া কপালে কিছুই হ’ল না !  
স্থিতি এ সব বিধির ছলনা ;  
অনেকই রহিল মনের বাসনা.  
ভিন্নকাল তরে এ যৌর বাতনা  
সহিব—অরিব কপাল দোষ !  
নরদোষ, মরি, একরূপ ললনা  
(রূপের আধার—মিলে না তুলনা)  
অভাগা রবির কপালে হ’ল না,  
এ হ’তে কি হুখ আছে রে বল না ?  
মোরে, বিধি, তোর এতই যৌব !”

১২

নিজি’ আপনারে একপে তপন,  
আবার চাহিলা কিরা’য়ে নয়ন ;  
বিবাহ-বাসনা যেকালে জেগেছে,  
প্রেমের বাতাস যেকালে লেগেছে,  
সেফালে কি আর থাকিতে পারে ?

লাগিলা দেখিতে সমুৎসুক চিতে,  
যদি কোন বালা প্রেম-ধন দিতে  
নিদয় না হয় বিধুব ববিলে,  
কিন্তু কোন বালা চাহিল না ফিরে,  
সবাই ব্যাকুল প্রথর করে !

১৩

কি করে মিহির না পেয়ে উপায়,  
বন ছাড়ি’ পুন সরোবরে চায় ;—  
কুমুদী-নয়নে পড়িল নয়ন,  
কুমুদী নয়ন কবি’ নিমীলন,  
আঁচলে ঢাকিল হসিত মুখ !  
তা’ দেখি’ রবির সমাগ-আগুন  
জলিল হৃদয়ে হইবা দ্বিগুণ ;  
হতাশ মানসে ভাবিলা তখন,—  
“হ’ল না, হ’ল না স্থখের ঘটন,  
অভাগা-কপালে শুধুই হুখ !”

১৪

জলন জলিত নয়নের কোলে  
হুখ-অশ্রু-ধারা বহিল হিলোলে  
উষ্ণ অতিশয় ;—সীতাকুণ্ড জল  
শতগুণে, দেখি, তা’ হ’তে শীতল ;  
ভাসিল ভাষুর হৃদয় তা’য় !  
মুছি’ আঁখি বারি তাপিত তপন,  
ফিরি’ ফিরি’ ফেব করে অব্যেবণ !  
নিরখি’ ভাষুর হতাশ হৃদয়,  
এটবার বিধি হইলা সদয় ;  
কুভাগ্য ঘুচিয়া হুভাগ্য উদয়,  
অতুল হরিবে নাচিল হৃদয়,  
সহাসে এবার সরসে চায় ।

১৫

প্রেমবিলাসিনী স্মিতা কমলিনী—  
কুসুম-কামিনী-কুল-গরবিনী—  
অনুচা কুমারী,—ঘোমটা খুলিয়া,  
চাহিল রবিরে বদন তুলিয়া ;  
যে করে কুসুম কামিনী মলিনী,  
সেই করে রস লভিল নলিনী,  
প্রেমে ডগমগ, হাসিরা স্থখে,  
অমিয় মধুর মুখ-মধু দান  
করিয়া রবির তুলিল পরাণ ;  
পতি বলি’ সতী যদি না ভাঙিল ;  
কিন্তু জগজন, জানিতে পারিল  
বাস, কালিদাস, বাজীকি-মুখে !

সুখী কে ?

ওই যে স্থনীল নভে নব শশধর  
উজল কিরণ রাশি  
বরষি'ছে হাসি' হাসি',  
ডাগর সাগর, গিরি, ধরণী, উপর ;  
ওই শশধর,

এখনি ক্ষণেক পরে, লুকাইবে জলধরে,  
কোথায় রহিবে ওই হাসি মনোহর !  
কে বলে সুখী রে তবে ওই নিশাকর ?

ওই যে জলদখানি আকাশের কোলে,  
চাঁদের লুকা'য়ে রাখি',  
ধীর ধীর, থাকি' থাকি',  
আমীরী রাজাই-চালে ওই যায় চ'লে ;  
ওই জলধর,

যদি বহে সমীরণ, করি' ঘোর গরজন,  
কোথায় পলা'য়ে যা'বে হইয়া কাতর !  
কে বলে তবে রে সুখী ওই জলধর ?

ওই যে পবন, পেয়ে নিশি-সহবাস,  
হ'য়েছে শীতল অতি,  
মৃদল মৃদল গতি,  
কুসুম-স্মরতি মাখি' খেলে চারি পাশ ;  
ওই সমীরণ,

দরিদ্রাণীর মুখে এখনি বাইবে ঢুকে ;  
(নরক সমান ঠাঁই !—স্বপ্না-নিকेतন !)  
কে বলে তবে রে সুখী ওই সমীরণ ?

ওই যে মলিন-ভাতি তারকানিচর,  
হাসে না যে দিন শশী,  
নীলাকাশে গাঢ় মলী  
ঢালা, রহে সেই দিন উজলতাময় ।  
কিছু কই আজ

হীরকভ করচর ?— মুহু হাসি রসময় ?—  
ক্লোভ শশীর করে ! হি হি রে কি লাজ !  
কে বলে রে সুখী তবে তারকা-সমাজ ?

চক্রবাক, চক্রবাকী—দম্পতি দু'জন,  
ওই যে দেখি'ছ চেয়ে ;  
প্রণয়ের পরিচয়ে  
দিবসে আছিল সুখী ; নিশায় এখন  
সুদূরে থাকিয়া,

বিরহ-জ্বলনে জলে, নয়ন ভাসায় জলে,  
দিবসের সুখ এবে নিশায় স্বপন ।  
কে বলে ওদিকে তবে সুখে নিমগন ?

ওই যে অমিয়মুখী জল-কমলিনী,  
এই যে ক্ষণেক আগে,  
অকুণ্ঠে অকুরাগে  
ভুলা'বারে হ'য়েছিল যেন পাগলিনী ;  
আনন এখন

ঘোমটায় আবরিভ, বিবাদে আকুল চিত,  
পতির বিরহে সতী মূদেছে নয়ন !  
কে বলে সুখী রে তবে নলিনী-অীবন ?

ওই যে নলিনী-পাশে হাসে কুমুদিনী,  
নিখর গগনোপরে  
নিরখিয়া শশধরে,  
অধরে না ধরে হাসি—বড় আয়োদিনী !

প্রভাত আইলে,  
বিধু পলাইবে যবে, হাসি-রাশি কোথা'র বে ?  
বাড়া'বে সরসী-জল নয়ন-সলিলে ।  
বল, তবে কুমুদীকে কে সুখিনী বলে ?

ওই যে রজনী আজি কুমুদিনী সম,  
চাঁদের চিকণ করে  
উজলিয়া, শোভা করে  
দশ দিশি ; স্নিতমুখী, রূপে মনোরম !  
তিথি অমামলী

এলে, এই রজনীর নয়ন বরিবে নীর,  
মলীময়ী হ'য়ে র'বে না হেরিয়া শশী !  
কে বলে কে বলে তবে সুখী রে এ নিশি !

চক্রবাক, চক্রবাকী, তারকা, পবন,  
সুখামুখী কমলিনী,  
সুখানিনী কুমুদিনী,  
জলদ, রজনী আর রজনী-রজন,  
হার রে সবাই

সুখী বই—সুখী নয় ! সুখিবে অগতমর,  
কাহারেও সুখী, হার, দেখিতে না পাই ।  
সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই ।

ওই যে মানবজাতি, কর দরশন ;  
দেখিতে সুন্দর বেশ,  
হাসিমুখ, কান্দেখ ;  
ওরা কি সুখের যবে হ'য়েছে মগন ?

তা'র কাছে যেন ঘোর অন্ধকার !  
অসহ্য অসার জীবন ভার !

১৩

চিত্রার লহরী ভীম বেশ ধরি',  
এহারে তাহারে দিবস শরীরে,  
পাগল হইয়া ছুটিয়া যায় ;  
কি যে সে করিবে, ভাবিয়া না পায় ;  
জীবনে জীবন বিসর্জিতে বার ;  
সজোরে স্বকর এহাবে মাথায় ;  
অবশ শরীর ; শূন্যদূটে চায়,  
এলো মেলো গীত কত কি গায় ।

১৪

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !  
আধিপত্য তব জগত মাঝার  
যেক্ষণ, সেক্ষণ কাহারো নাই !  
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,  
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে !  
পরশ বাহারে, কি যে কর তা'রে !  
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই ;

১৫

ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটারে,  
ভূধর-শেখরে, নীরধির নীরে,  
বিজয় বিপিনে, মেঘুর পবনে,  
রবির, বিধুর উজ্জল কিরণে,  
মকত্ব মাঝারে, কুসুম নিকরে,  
জলের প্রপাতে, ধনির ভিতরে,  
অচল গহ্বরে, তটিনীর তটে,  
জলধরজালে, নীল-নভ-পটে,  
পাদপ, তুষারে, সাগুর-পুলিনে,  
সর-স্রশোভিত কুমুদ, নলিনে,  
উজল জলিত বিদ্যলী কোলে,  
অশনি-নিনাদে, মৃণল ধারায়,  
মেঘ-গরজনে, অনল-শিখায়,  
সমীর-দ্রুতি-পাদপ-পাতায়,  
বিকচ-কুমুম-ভূষণ লভায়,  
আরো কত আছে—কব তা' কেমনে ?  
যা' জানি—না জানি নিখিল ভুবনে,  
সমভাবে তুমি সকল স্থলে ।

১৬

হুকুমাব-শিশু-মধুর ভাষেতে,  
যুবতী যুবাব মধুর হাসকে,  
জনক-জননী-স্বদয়-আগারে,  
বাঁকবের খোলা মনের মাঝারে,  
সংসার-ভেরাগী বিরাগীর মনে,

বিভূপারায়ণ ঋষির সদনে,  
পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ গোচরে,  
মুকুতা, মাণিক্য, অহর, মোহরে  
তোমার প্রণয়, দেখিতে পাই !  
কি যে তুমি, আজো জেনেও জানি না,  
অথচ তোমার বিরহে বাঁচি না !  
নিরাকারে এত ! সাকার হইলে,  
না জানি কি হ'ত ! ভাবি হে তাই !

১৭

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !  
আধিপত্য তব জগত মাঝার  
যেক্ষণ, সেক্ষণ কাহারো নাই !  
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,  
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে !  
পরশ বাহারে, কি যে কর তা'রে !  
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই ।

স্বর্গীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত  
(পরলোকপ্রাপ্তি ব দিবসে লিখিত)

১

রতন-ভাণ্ডার লুটি' জ্বর দস্যগণ  
সর্ব্বস্ব যদিও লুট, কি দুঃখ তাহার ?  
কিষা সেনাদলে ল'য়ে  
সমরসজ্জিত হ'য়ে  
অন্য ভূপ আর ভূপ-রাজ্যে যদি যায়,  
করে সব হারবার করিয়া সমর ;

২

তাহাতে অন্তর কিছু বেদনা না পায়,  
যে ছদয়-ভেদী রোশ পাইল রে আজ  
পোড়া কাল কালামুখ  
ঘুচা'য়ে বঙ্গের স্বপ্ন,  
কাড়ি' নিল মহারাজ কাঁদা'য়ে সমাজ !  
আকুল বাঙ্গালিকুল করে হায় হায় !

৩

তব্বর মাণিক বখা হেরি' রাজ্যলয়ে,  
পা প-দণ্ড-ভয় ভুলি' চুরি করি' লয় :  
জীবন-তব্বর বয়—  
অবিচারী নিরম্মম—

অলক্ষ্যে হরিল মণি পশি' বঙ্গালয়,  
এহারি' শোকে র'বজ্ঞ বাঙ্গালি-ছদ্ময়ে !

৪

আঁধারে আবৃত হবে এ বঙ্গ-ভবন !  
নিশাপতি বিনা, হারি, গরজনী যেমন !

নিশায় অলস বাতি  
নিবিলে না রহে জাতি  
বেমতি গৃহেহু মারে, হাষ রে তেমন  
আঁধারে আরুত এবে এ বঙ্গ-ভবন !  
৫  
হে কবীশ ! ত্যজি' তব প্রিয় জন্মভূমি  
বান্ধাশারে, চিরতরে করিলে গমন  
কি হেতু ? কি দোষ পেলে ?  
বঙ্গবাসিগণে ফেলে  
কোথা গেলে ? আর কি হে পা'ব দরশন ?  
বিকল !—সে আশে কাঁটা বিরছে শমন !

৬  
কবিতা-কাননে, কবি, করি' গুঞ্জরণ,  
ভনা'তে মধুব গান, সুধী হ'ত সবে !  
তব কাব্য-রস-ধারা—  
স্বর্গীয় সুধার পালা—  
নর্তন-লহরে, আর এ বঙ্গে কি ব'বে ?  
বিকল !—সে আশে ছাই বিরছে শমন !

৭  
রত্ননভা পুষ্পবতী ভারত-জননী,  
হার, আজি হুতাগোর হুলিধন-কলে  
তোমা হেন প্রিয় পুত্রে  
হারাইয়া কর্ম-মৃত্যে,  
'হা মধু !' বলিয়া ভাসে নয়নের জলে,  
ফণিনী বিলাপে যেন হারাইয়া মনি !

৮  
মধুমাংসে মধুসোষ মধুর স্নননে  
মধু-ধারা ঢালে যথা অবশে সবার,  
হইয়া বান্ধালি-বঁধু,  
হে মধু, কবিতা-মধু  
ঢালিলে তেমনি তুমি বজের মাঝার !  
আর কি তা' কর তরে পশিরে শ্রবণে ?

৯  
আর কি তোমার মত, হে মধুসূদন !  
বঙ্গ-কবি-কুল-বন্ধ এ বঙ্গ পাইবে ?  
আর কি বীণার নাহ  
ঘুচাইবে অবসাদ ?  
আর কি লেখনী তব অজ্ঞান গাহিবে ?  
বিকল !—সে আশে ছাই বিরছে শমন !

১০  
বান্ধালির আঁধরের কবিতা-কানন !  
কোকিল তাহার তুমি, কুহকুহ রবে  
আনন্দ কতই বিলে,  
• খেঁড়কনে ভুলাইলে ;

গন্ধর্ব-বীণারী যথা ভুলায় বাসবে ।  
পলা'লে, কোকিল !—মুগ্ধ কবিতা-কানন !

১১  
বে কাল ! অকালে তুই কি কাজ করিলি !  
কি হেতু হরিলি কবি শ্রীমধুসূদনে !  
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে,  
নির্দয়, কেমন ক'রে  
মধুময় মধুমুগ্ধি আসিলি বধনে ?  
মধুর মধুর দেহ কেমনে হরিলি !

১২  
শত শত বান্ধালির নয়নের জল  
নারিল দ্রবিতে তোর পাষণ ছদর !  
বিধাতা কি হেন কিয়া  
ও তোর কঠিন হিয়া  
গড়িল ? ভ্রমেও নাহি হরার উদর ;  
চিরকাল কাঁধাইতে জানিলু কেবল ।

১৩  
যদিও কবিরে তুই হরিলি, শমন !  
-তথাপি কবির কীর্তি—কো কীর্তির বলে  
"শ্রীমধুসূদন কবি"  
বঙ্গ-কাব্য-মতোরাবি ?—  
নারিবি হরিতে তোর সুশীত কৌশলে !  
"কীর্তিই অক্ষতীতলে অক্ষয় জীবন !"

### দৈববাণী ।

এ কি রে !  
একে ঘোর অমানিশা ক্ষককারময়,  
নাহি দেখা যায় নিজে নিজের শরীর ;  
তাঁহে কালিমাধা মেঘ আকাশে উদয় ;  
বহি'ছে সবেগে পুন প্রবল সমীর !  
উন্নত হইয়া বায় মেঘখণ্ডগুলি  
ছড়াই'ছে অবিভ্রানে ; বাহি'ছে জিশিয়া ।  
দেখি' তা' গবন পুন হুহুকার তুলি,  
অগ্নি'ছে অগ্নর মেঘ বিকট হাসিয়া ।  
সর্কনাশ !—কি বিপন্ন !—ভীষণ আঁধার !  
এ কি রে, পলকে হেরি বিষম ব্যাপার !

২  
চমকি' চমকি' উঠে বিভ্রাতের রেখা,  
সাগর-সশিলে যেন বাড়ব-দহন,  
অথবা নরক-ভ্রুে অগ্নিময়ী দেখা  
পাণীয়ে দেখা'তে তরু, দেখ দরশন !  
পরজে গভীর রবে জলধরন,

- হড় হড়, গুড় গুড় ।—চমকে জ্বলয় !  
অশনির শব্দ পুন কাঁপায় তুতল ;  
সুগভীর সমস্তরে (হেন বোধ হয়)  
উঠিছে গর্জিয়া যেন সিংহ শত শত ;  
আকুল ভূতলবাসী ভয়ে ধতমত !

৩

তড় তড় বৃষ্টিধারা, ঘূষল ধাবায়,  
অজস্র গতিতে ভূমে হয় বিবিধণ ;  
ক্রেমে অমাবস্য শব্দ কর্ণে শুনা যায়,  
ছিটায় সে বৃষ্টিধারা ক্ষিপ্ত সমীপণ !  
• উচ্চ-তাল-তরু-শিরে, অচল-চূড়ায়,  
ককড় ককড় রবে বজ্রপাত হয় ;  
ঝটিকাব পদাঘাতে উপাড়িয়া যায়  
আমূল বিশাল-দেহ বনস্পতিচয় ।  
এ কি রে ।—প্রলয় না কি ! আজি ধরাতল  
নীলা সম্বরিয়া নুনি যায় রসাতল !

৪

ঝটিকার স্বনধনি ;—মেঘের গর্জন ;—  
জীবনসংহারকারী বজ্রের হুকার ;—  
• মুহূর্ত্ত সমান বত জীবের রোহন  
পুরিল আকাশ-পর্ভ ! ক্ষুদ্র চারি ধার !  
এ হ'তে পভীরতর, এমন সময়,  
উঠিল গর্জন এক আকাশ উপরে ;  
ক্ষিপ্ত নিসর্গের দর্মি' সে গর্জন হয় ;  
শত ব্যাঘ্রে হারাইয়া ভয়ানক স্বরে  
পরজে যুগেন্দ্র বেন ; সহসা তাহার  
• শুনা গেল ক'টি কথা ;—(চিত চমকায় !)

৫

“ওঠ, রে নিজীব\*\*\*জাতি, খোল রে নয়ন !  
আরো কি ঘুমা'য়ে র'বি আলস্ত-শয়নে ?  
এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন ?  
এখনো কি ক্লেশ হয় আঁখি উন্মীলনে ?  
কত কাল গত হ'ল, তবুও এখন  
মিটিল না নিদ্রাসুখ ? এ কি বিড়ম্বনা !  
আরো কি অসাড় হ'য়ে, শবের মতন,  
প'ড়ে র'বি ? আজো কি রে হ'ল না চেতনা ?  
ভাজিতে তোদের নিজা আজি এ ঘটনা,  
তবু কি, অলস-জাতি, হয় না চেতনা ?

৬

“উষারে সম্মুখে করি' তপন যখন  
পূর্ব্বভাগে রক্ত-রাগে সমুদ্বিত হয়,  
সামান্য ত্রিযুগ্মবানি পশুপাখিগণ,  
তা'রাও সে কালে ওঠে,—ঘুমা'য়ে কি রয় ?  
কিহ, হায়, কত নিশি প্রভাত হইল ;—

কতবার সূর্য্যদেব উঠিল গগনে ;  
তথাপি তোদের নিজা আজো না ভাজিল,  
আহিস্ অলস হ'য়ে আলস্ত-শয়নে !  
আব না—যা' হ'ল হ'ল ঘুমা'ন্ না আর,  
ওঠ বে অলস-জাতি, ওঠ রে এবার ।

৭

“এ দুর্ব্ব্যোগ-শাস্তি হ'লে, কিঞ্চিৎ গউনে,  
আবাব উঠিবে বিবি অসুত বিভায ।  
সাবধান, দেখ, যেন দেখে না নয়নে  
সে বিবি তোদের ছবি শয়িত দশায় !  
আজিকার প্রকৃতির এ ঘোর চীৎকারে  
যদি না উঠিস্ তোরা, তা' হ'লে কি আব  
উঠিবি কখনো কা রো আহ্বান-কুৎকারে,  
এ হেন শবের দশা করি' পরিহার ?  
সে আশা বিফল—তা' যে হ'বে না কখন ;  
আজি না উঠিলে, জাগা বৃথা আকিঞ্চন !

৮

“উন্নত নিসর্গ সহ তোদের নিকটে,  
(দেখ' রে নিজীব, তোরা দেখ' রে চাহিয়া !)  
যে গর্জন করিতেছি, মহীধরো ফাটে ;  
ধর ধর কাঁপে ধরা হেলিয়া ঢুলিল !  
তথাপি তোদের, হায়, নিজা নাহি ছাড়ে ;  
এতই যবির তোরা ? শ্রবণ-শক্তি  
নাহি কি রে অণুভাঙ্গ ? আলস্ত-অসাড়  
বিপ্লুপ কি হ'ল তাহা ? বিহু নীচমতি !  
আর না—যা' হ'ল হ'ল—ঘুমা'ন্ না আর,  
ওঠ রে অলস জাতি, ওঠ রে এবার ।”

৯

এত বলি' সে গর্জন আরো পরজিল  
ওতপ্লুত ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে,  
উন্নত উন্নত কর্তে ঘোর হুকারিল,  
সে শব্দে নিস্তরঙ্গ মত্ত ঝড় এককালে !  
পুনশ্চ এ কথাগুলি সে গর্জন কর ;—  
“হায়, রে অলস জাতি, এখনো কি সুখে  
মৃতের স্বপন সম ঘুমাইয়া রয় ?  
পাহুকা সমেত কত পদাঘাত বুকে  
করিছে তোদের শত্রু ; নীচাশ কুঞ্জর  
পল্লভুলে দলি' যেন ভাতিছে গুঞ্জর !

১০

“তবু কি চেতনা নাই ! বুঝেছি এবার,  
অসার, অসাড় তোরা স্পর্শবোধ নাই !  
তা' যদি থাকিত, তবে পাহুকা-প্রহার  
সহেও থাকিস্ আজো ? ভাবি আমি তাই  
অরির পাহুকা কি রে মিষ্ট ল্যাপিনাছে ?

‘সদশে শাবীৰ থাকা তিত্ত বোধ হয় ?  
পৰলে অমৃত-ভৃষ্ণি এবে হইয়াছে ?  
অমতে গবল-জ্ঞান অন্তরে উদয় ?  
এ রুচি কিবশে হ’ল ? তা’রাই কি তোরা,  
স্বাধীনতা এক দিকে—এক দিকে ছোঁরা ?

১১

“তা’রা হ’লে, আজো কেন শত্রু-পদ-তলে  
মর্দিত হ’বি, রে ভীৰু, কৰ্দমের মত ?  
পাষণ-দশন-জাঁতা আজো কি রে দলে  
তোদিগে পোখুম সম পিশিয়া সতত ?  
সে জাতি নহিস্ তোবা—সে শোণিত নাই ;  
মেঘের জীবন তোরা কেশরি-ঔরসে !  
তোদের মতন ভীৰু নাহি কোনটাই ;  
ভূমিলতা তোরা, ভীৰু, হুখার সরসে !  
তীক্ষ্ণ-বিষ-ভুজ্জ্বলের হৃৎকের বিবরে  
বিবহীন টোড়া সাপ এবে রে বিচরে !

১২

“ওঠ, ভীৰু, সাহসেরে করিয়া সহায়,  
জাতীর বিধেব ছাড়ি, একতা-বন্ধন  
করিতে বজল-কর, দিন ব’য়ে যার ;  
সময় ফুরালে কার্য হয় কি সাধন ?  
বিজাতীয় সভ্যতার অনুকৃতি হেতু,  
কেন রে তৎপন্ন এত ? জাতীর গৌরব  
ভুলি’ কেন বীধ ক্রৌড়-দাসত্বের সেতু  
জীবন-সাগরে ? স্বর্গে নরক রোরব !  
ওঠ, ভীৰু, সাহসেরে সহায় করিয়া,  
পূর্বপিতামহগণে বারেক স্মরিয়া !

১৩

“একতা না হ’লে কিছু হয় না সাধন !  
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া !  
‘একতাই জগতের উন্নতি-কারণ !’  
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া !  
‘একতা অরির অরি, দুর্বলের বল !’  
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া !  
‘একতার (ই) পদতলে চলে ভুমণ্ডল !’  
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া !  
‘একতা ঈশ্বর-অংশ, অমূল্য বসন !’  
ওঠ, রে নিজীব জাতি, করিয়া স্মরণ !

১৪

‘বাল্লভের পরাক্রম, জানিও সকলে,  
শুড়ার ভূধর-দেহে, দেশ উড়াইয়া  
গর্মি কঠিন দুর্গ অনিবার্য বলে,  
নিবিড় কানন ভাঙ করে পুড়াইয়া।  
কি সে তা’ ? এ কথা যদি হুখাও কাহারে,

‘একতা’ উত্তর তা’র তখনি পাইবে।  
হস্ত তুল একতায় বাঁধিবারে পারে  
মদমত্ত গজবরে ; কে না তা’ কহিবে ?  
অত্র কথা দূরে থাক ; আজের ঘটন,  
চেয়ে দেখ, একতাই ইহার কারণ।

১৫

“একত্রে মিলিলে পরে সলিল আওনে  
লৌহ-বস্ত্র অনায়াসে করে রে চালন।  
দুহ্মে পিপীলিকাগুলি একতার গুণে,  
দেখ রে, দুরূহ কার্য করে সম্পাদন।  
‘মানব হইয়া’ তোরা মানবসমাজে  
‘তবে কেন হেন হ’লি ? কি লজ্জার কথা !  
ভীকতা কালিমা-মাথা বদন কি লাজে  
দেখাইস্ তেয়োগিয়া স্বর্গীর একতা ?  
একতা অমৃত-শূন্ত বাহার জীবন,  
‘মরণে জীবন তা’র, জীবনে মরণ !’

১৬

“ওঠ রে ওঠ রে ওঠ, কর পাতিখান;  
একতা, সাহস সহ-কর আশ্রয়ন  
এখনি ফেঁচিবি পূন বিজয়-নিশান  
উড়িবে তোদের, ছেঁরে পগন-প্রাণণ !  
দেশের দুর্দশা দেখি’ হও রে কাতর,  
এখনি সাহস আনি’ হইবে সহায়।  
কাপুরুষ ভীৰু সম কেন কর ডর ?  
স্বজাতির দশা দেখ, পাইবে একতায়।  
সিপাতিপিতামহগণে কর রে স্মরণ,  
জড়তা ঘুচিবে—পাইবে নূতন জীবন !

১৭

“কই রে, এখনো আঁখি কেহ বে ধোলে না !  
এরা কি জীষিত নাই ?—মরণেই সকলে ?  
এ হেন গর্জনে কেউ মত্তক তোলে না,  
কি লজ্জা ! এখনো এরা পড়িয়া কি ব’লে ?  
মরে নাই—বঁচে আছে ;—তবে কি কারণ  
ওঠে না, ধোলে না আঁখি ?—বুঝেছি এবার,  
আলস্ত-ভাণ্ডার এরা দাসত্ব-জীবন !  
শত্রু-পদাঘাতে স্থখী অন্তর সবার !  
কাজ নাই—তুখা বলা—অরণ্যে রোমন !  
দেব-বাক্যে অন্ধা নাই—নিশ্চয় পতন !”

১৮

নিরুত্তর দৈববাণী, বাড়িল বাতাস ;  
দুষ্টিধারা আরো জোরে পড়িতে লাগিল ;  
অলক্ষ্যেতে সে দেবতা হইয়া হতাশ,  
ফেলিল নিশাস যেন, বিধায়ে কাঁদিল  
নিজীব জাতির ভরে ! চমকে তড়িত

ক্রোধে হুংগে যেন তাঁর নয়ন জ্বলিল।  
চড়াং করিয়া বজ্র হইল পতিত;  
দৈববক্তা দেব যেন অভিশাপ দিল;—  
“যত কাল ইহাদের না হ'বে সাহস—  
না হ'বে একতা—এরা র'বে পরবশ।”

১৯

ধামিল প্রচণ্ড ঝড়, স্থির চাবি ধার;  
চলিল জলদকুল থমকে থমকে,  
লহরী পশ্চাতে যেন লহরীর সার;  
কচিং হসিত মুখে বিজলী চমকে।  
নির্মূল আকাশতল, কিস্ত তমোময়,  
মার্জিত তারকাগুলি অন্বরেতে তাসে,  
দিগন্তরী কালী যেন লহরী উদয়,  
আনলে আসব-পানে ঘন ঘন হাসে।  
এই যে অশ্রুধারা আগে কি ছিল প্রকৃতি,  
আবার কখনেক পরে নূতন আকৃতি।

২০

সহসা এমন কালে হৃদয় অন্বরে  
ধোর রবে দেবশূন্য বাজিয়া উঠিল;  
নিমেষ না যেতে যেতে, সমীরণ-ভরে  
সে শূন্য-নিদান বেগে চৌদিকে ছুটিল।  
“আজিকার এ হৃদয়—জেনো রে নিশ্চয়—  
আমার পরম বজ্র ‘সাহস’-মুরতি!  
দৈববাণী যে কহিল—জেনো রে নিশ্চয়—  
আমি সে ‘একতা’, নাম খ্যাত ত্রিজগতি।  
সে শূন্য-নিদান সহ এ ক'টি বচন  
শুনা গেল, কণপরে নীরব গগন।

অগস্ত্য-গণ্ড ব।

পৌরাণিক অতি অপূর্ণ কাহিনী;—  
অগস্ত্য তাপস ঋষিকুলমণি,  
মর্যাদা সাগরের বত জলরাশি  
করিলেন পান অজলি প্রকাশি।

২

জাগর সাগর গেল শুকাইয়া;  
জলজন্তু বত মরে আছাড়িয়া।  
হ'ল এক দৃষ্ট অতি ভয়ঙ্কর,—  
জল, জলজন্তু বিহীন সাগর!

\*পুরাকালে কিসলীদ,ত্রীক, বৈশ্য প্রভৃতি পান্ডিত্য বশিকেরা গোভারোহণে সক্ষম-শক্তি দিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসে। তাহারা ইহার অতুল ঐশ্বর্যাদি বর্ণন করিয়া স্ব স্ব দেশে গিয়া প্রকাশ করে। সেই হেতু বাংলা-কলকাতার (সেইকালের না) প্রভৃতি পান্ডিত্য রাজারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় হইতেই ইংলণ্ড স্বাধীনতা উন্মুক্ত হইবার সূত্রপাত হয়।

ধরার মুরতি হইল নূতন,  
সবি ভূমিময়, বিহীন জীবন।

হুধাই তোমারে, ওগো ঋষির,  
করেছিলে যদি গণ্ড ব সাগর,  
কেন তা'বে পুন করিলে বাহির?  
পাবনি বাধিতে উদরে সে নীর?  
সাগরে যদি গো রাখিতে উদরে,  
কত হুং, আহা, ভারত ভিতরে  
হইত! উজল স্বাধীনতা-রবি  
আজো বিরাজিত প্রকাশিয়া ছবি!

৪

কিস্ত কই, তা'ত হ'ল না হ'ল না!  
অনাথিনী, হায়, ভারত-লগনা!  
ভারতের হুংগে বিধির হলনা,  
নহিলে এ ছুপ কি হেতু গেল না?  
নহিলে কি হেতু সাগর-সলিলে  
পান ক'রি ভূমি পুন উজ্জারিলে?  
যদি না বাহির করিতে সাগরে,  
তা' হ'লে সোণার ভারত ভিতরে  
বিদেশীর পদ-পরশ-কলঙ্ক  
হ'ত না হ'ত না; ভারতের অন্ধ  
শ্রেষ্ঠ-কীট-পীতে হুংগিত না হ'ত;  
বহিত না এই স্বাধীনতা-স্রোত!

৫

ভারতের অরি ভাসাইয়া পোত,\*  
আসিত না করি প্রতিহত স্রোত।  
বিশাল জাহাজ কি কাজে লাগিত?  
জলরাশি বই কতু কি ভাসিত?  
সাগর-লহরী করি বিদারিত  
ভারতে জাহাজ কতু কি আসিত?

৬

স্বাধীনতা অরি-পদ-বিদলিত  
হইয়া কি তবে হইত অনিত?  
‘রবি-চিহ্ন-আর্য-পতাকা’ পতিত  
হ'ত কি? হ'ত কি যত্নক নমিত  
ভারতবাসীর? হ'ত কি শীড়িত  
ভারত-হৃদয়? হ'ত কি ভাঙিত  
উচ্চতম বশ?—সকলি থাকিত;—  
সাগরে জাহাজ যদি না ভাসিত!

৭  
যদি না সাগরে ভাসিত জাহাজ,  
অধীনতা আজো করিত বিরাজ ;  
পবাদীন হ'য়ে হিন্দুর সমাজ  
খুলে কি ফেলিত মস্তকের তাজ ?  
যদি না সাগরে পুন উগারিত,  
ঋষিব, আজো তা' হ'লে দেখিতে ;—  
তোমার সময়ে ভারত যেমন  
ছিল গো, এখনো র'য়েছে তেমন ।  
কিছু, কই, তা' ত হ'ল না হ'ল না ;  
অনাখিনী, হায়, ভারত-ললনা !  
ভারতের মুখে বিধির ছলনা,  
নহিলে এ মুখ কি হেতু পেল না ?

৮  
হ'বে কি সে দিন আবার ভারতে ?  
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে !  
যদি না সে দিন হইল আবার,  
ভারতের বাঁচা বিকল, অসার !  
পরপদাঘাতে পীড়িত হইয়া  
কাহার বাসনা থাকিতে বাঁচিয়া ?  
এই হেতু, ঋষি, মিনতি তোমার,  
ভারতের কোন কর সন্তোষ ।—  
সে'বারে গন্ত্বে সাগর-মলিলে  
অনা'সে নিমিষে পান ক'রেছিলে ;  
জলনিধি-জল এবারে আবার  
করিবে কি পান ?—কাজ নাই আর ।  
এবার সাগরে নিখাসে বহাও  
ভারত উপরে ; সে জলে ডুবাও  
অধীনী ভারতে ; যাতনা ঘুচিবে ;  
'অধীনতা-পাপ' ঘুচিবে ঘুচিবে ।

৯  
হ'বে কি সে দিন আবার ভারতে ?  
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে !

### বঙ্গ-বিধবা ।

১  
নিশি অবসান কালে বধক পূজন-ভালে  
প্রভাতু মুখ চন্দ্রবার নিরখি বদন,  
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন ।  
শীতের সময় জলে বিকচ কমলদলে  
মলিন লম্বায়, হায়, দেখি রে বধন,  
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন ।  
খুঁজায় নিরখিয়া, অ'খি হ'টি নিরীলিয়া,

২  
পূর্ণকল শশধরে রাহ ববে প্রাস কবে,  
সে কালের ছবি বঙ্গ-বিধবা রমণী,  
অথবা সে শশী রাকা হইলে জলদে ঢাকা  
বেমতি মলিন, বঙ্গ-বিধবা তেমনি !  
নিদাঘে লতিকাগুলি হুহুম-ভূষণ খুলি',  
রবি-করে শুকাইয়ে লুটায় ধরণী,  
বজ্রের বিধবা নারী, সেই মত সান্নি সান্নি,  
ভূষণ-রিহীন, মরি মলিন বরণী !

৩  
ধনিতে মণির মত, বজ্রের বিধবা হত  
আকর-মৃত্তিকা মাথা, নিস্ত্রান্ত বদন ।  
আবছা কিছুকে ঢাকা, জলজ ইশবাল-মাথা,  
বজ্রের বিধবা নারী মুকুতা মতন ।  
একটি হুহুম'পরে, বসে বসি ধরে ধরে  
দৃষ্টি প্রমত্ত, তা'রে দেখার যেনম,  
কিন্তু হুহেলিকা মাঝে সোলাপ তেমতি জাজে,  
অ'ধারে ঢাকিয়া বার মুচুর ঘরণ ;  
বৈধব্য-পীড়নে বঙ্গ-বিধবা তেমন !

৪  
ভাঙা নোঙা, শঙ্খ ভাঙা, বাটীতে সিঁচুর ছাড়া  
প'ড়ে আছে শ্রাশানেতে, হেরিলে নয়নে,  
বঙ্গ-বিধবার দশা জেগে ওঠে মনে !  
কত কথা জেগে ওঠে, চিন্তার লহরী ছোটে,  
কি যে তাবি—কি যে দেখি—বলিব কেমনে  
বঙ্গ-বিধবার মুখ কে শোনে শ্রবণে !  
বাহারে শুনা'তে বা'ব তা'রি কাছে গালি থা'ব,  
কাজ নাই বলিব না নিরদয় জনে ;  
নিবেদিক কেবল সেই বিধির চরণে ।

৫  
হায় রে, যে জ্বরজাতি, কাঁকাইতে দিবারাতি,  
করিল এ জ্বর বিধি হইরে নিরদয় ;  
তার যেন জন্মান্তরে, নারী হ'য়ে বঙ্গ-ঘরে,  
অচিরে বিধবা হ'য়ে চিরকাল রয় !  
তা' হ'লে জানিবে বেলু বঙ্গবার একশেষ,  
বজ্রের বিধবা নারী কত আলা নয় !

### অভিশপ্তে ।

৬  
ত্রিপুর অহরে বধিবার তরু,  
আরক্ত নয়নে শূল ল'য়ে করে,

চলিলা শঙ্কর ভীম রোষভরে,  
কাঁপিল কৈলাস অবীর হ'য়ে ।  
একে শিব-ভালে জলি'ছে অনল,  
ক্রোধানলে মিশি' হইল প্রবল ;  
দহিল চৌদিক ; হতাশ অচল\*  
যেমতি দহে রে নগরচরে ।

২  
বদ্ধ জটাজুট সহসা খুলিল ;  
জট-নিবাসিনী গঙ্গা উছলিল ;  
স্বত বাষাঘর সরিয়া পড়িল ;  
কানের ধূতুবা পড়িল খুলি ;  
চক্রসঙ্কোচিত ভুজস্বেব মালা  
ছলিতে লাগিল পেয়ে অঙ্গ-দোলা ;  
স্বপ্ত কবিগণ তোলে কণাশুলা,  
কোটে যেন পদ্ম-মুকুল গুলি ।

\* \* \* \*

৩  
দেব দেব হর রুদ্র অবতার ;  
ত্রিপুর অহুরে করিতে সংহার,  
তুলিল ত্রিশূল, ভীষণ আকার,  
কাঁপিয়া উঠিল ভুবনত্রয় ।  
ত্রিপুর অহুরে হেরি' ভূতনাথে,  
জীবন বাঁচা'তে গলা নিল হাতে ;  
যেন গিরি-চূড়া ; কোটি বশ্টা তা'তে  
বাজিল ; ভৈরব আরাব হর ।

৪  
উভয়ে বাঁধিল তুমুল সমর ;  
অমরনগরে চকিত অমর !  
কাঁপিল পবন, কাঁপিল তপন,  
কাঁপে চরাচর পাইয়া ভয় !  
ত্রিশূলে ত্রিশূলী ঘোর হহঙ্কারে  
অমরারি দৈত্যে যান বধিবারে ;  
অহুরো আবার প্রাণ বাঁচা'বারে,  
ঘুরাইয়া গঙ্গা দাঁড়া য়ে রয় ।

৫  
শিব-শূল-ফলা, ভীষণ আকার,  
অহুর-গঙ্গারে বিধে বারম্বার ;  
ভূধর-শেখরে অশনি-প্রহার  
হ'তেছে যেন রে ভীষণ রবে ।  
হহঙ্কার ছাড়ে ভূত প্রেত দানা ;  
হহঙ্কার ছাড়ে যত দৈত্য-সেনা ;

মিশিল হৃদলে, নাহি যায় চেনা ;  
দূর বনে তরু কে ঢেনে কবে ?

৬  
এমন সময়ে শিবের ত্রিশূল  
বিধি' দৈত্যগণে করিল আকুল !  
রুঘিয়া অস্থব আরো মহাবলে  
ঘুরাইল গঙ্গা—গভীর ডাক !  
কতগুলা ভূত, শিব সেনাদলে,  
দৈত্যে হেরি' ভয়ে পিছাইয়া চলে ;  
তা' দেখি' মহেশ ক্রোধ-নেত্রে বলে ;—  
“ওরে ভীক, তোরা থাক রে থাক !

৭  
“মোঘ সেনা হ'য়ে আমারি সমুখে,  
পলাইসু তোরা ভয় পেয়ে বুকে ?  
ছি ছি, কি সরম ! কি বলিবে পোকে !  
কি বলিবে এই ত্রিপুরাহুর !  
এত ভীক তোরা, এত কাপুরুষ ?  
রণে ভঙ্গ দিয়া বাড়'লি পৌরুষ ?  
হাসিবে তুলোক, হাসিবে ত্রিদশ !  
সমুখ হইতে হ'য়ে যা' দূর ।

৮  
“বে কণ্ঠ করিল প্রতিফল তাঁ'র  
অচিরে পাইবি ! কমা নাহি আর,  
শিব-অতিশাপ শঙ্কে সাধ্য কা'র ?  
বদ্বৈতে তোদের জনম হ'বে ;  
বান্ধালি হইবি—হীনবল হ'বি—  
নত হ'য়ে শত্রু-পদাঘাত স'বি—  
অধীনতা-ভার শিরোপরে ব'বি—  
\* \* \* \*  
ভীক, কাপুরুষ, সকলে ক'বে !”

ভূতলে বান্ধালি অধম জাতি !

২  
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,  
আঁধারে জালিয়া মোমের বাতি,  
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে ;—  
ভূতলে বান্ধালি অধম জাতি !

৩  
যদি বল, কেন বল হে এমন ?  
কেন বলি ?—তা'র আছে যে করণ ;

## অবসর-সরোজিনী ।

কোন জাতি, বল, এদের মতন  
আলস্ত-নরকে ডুবিয়া রয় ?  
কোন জাতি, ছাড়ি' বাণিজ্য ব্যবসা,  
স্থিতি হাস্য করে রে ভরসা,  
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা,  
শির পাতি' পর-পাছুকা বয় ?

৩

শত্রু দেখ গালি, লয় কর পাতি',  
শত্রু মারে লাথি,—পেতে দেয় ছাতি,  
পর-পদ-সেবা করি' দিবারাতি  
কোন জাতি করে জীবন ক্ষয় ?  
কোন জাতি, বল, বাঙ্গালির মত,  
ভালবাসে হ'তে পর-পদানত ?  
কস্মিত করি' জীবনের ব্রত,  
পাশব জীবনে সুখিত হয় ?

৪

বনের বরাহ—সেও সুখে থাকে,  
স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে,  
জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে  
হইতে দেয় না জীবন-প্রভু ।  
নবজিলগুর অসভ্য জাতির,  
(অসভ্য কে বলে ?—সুসভ্য তাহার)  
তা'দের আকাশে স্বাধীনতা-ভায়া,  
পর-পদ-পূজা করে না কছু ।

৫

কিন্তু, হায় হায়, কি লজ্জার কথা !  
কাঙ্গালিরি শুধু দেহের কীপতা,  
বাঙ্গালিরি শুধু মনের হীনতা,  
বাঙ্গালি-জীবন কলঙ্কময় !  
বাঙ্গালি জাতিই বিহীন ভরসা,  
তা'ই ইহাদের এত হুরদশা ;  
এদের মতন কুকায়ে লালসা  
কা'দের ? এহেতু বলিতে হয় ;—

৬

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,  
আঁধারে জালিয়া যোয়ের বাতি ;  
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে ;—  
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি !

৭

একতা এদের অগ্ন্যাত্র নাই ;  
তা' বধি থাকিত, তা' হ'লে সকাই'  
এ জাতিরে কেন দেখিবারে পাই  
গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত ?  
একতা না হ'লে কিছুই হয় না,

একতা না হ'লে শক্তি রয় না,  
একতা হইলে ক্ষম রয় না  
শত্রু-পদাঘাত হইয়া নত ।

৮

একটা যবন যদি রেগে উঠে,  
শতটা বাঙ্গালি প্রাণ-ভয়ে ছুটে,  
যু'সির প্রহাবে ভূমিতলে লুটে,  
'দে রে জল' বলি' কাতর হয় !  
জেনেক বাঙ্গালি যদি মার ধায়,  
শতেক বাঙ্গালি দেখি' হাসে তা'য়,  
শত্রু-পালিগুলা লাগে সুধাপ্রায়,  
ঢ়াকে কানে মনে অন্যাসে সয় !

৯

এরাই আবার বড় হ'তে চায় !  
জোনাকি যেন রে বিধু ছু'তে ধায় !  
এরাই আবার গলা ছেড়ে গায় ;—  
উন্নতি-সোপানে উন্নীত ব'লে !  
এরাই আবার লেখনী চালায় !  
এরাই আবার হুমুরী ফলায় !  
এরাই আবার সুসভ্য ফলায় !  
পরবে ভূতল কাঁপারে চলে !

সাথে কি বলি—

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,  
আঁধারে জালিয়া যোয়ের বাতি,  
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে ;—  
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি !

১১

দিয়া দেখে দেখি অর্ধবের কূলে,  
কত জলখানে খেত পাল ভূলে,  
সাহসিক চিতে, ভয় ডর ভূলে,  
বিশেষীরা চলে কদম্বা তরে ।  
অস্ত্র দূরে থাক ; ভারত-পরিমা  
বোম্বারের শেখ বাণিজ্য-মহিমা,  
বাঙ্গালিয়া তা'র ঘেসে না ক্রিসীমা,  
অথচ উন্নত-পন্থা করে ।

১২

বিদ্যা কিছু বটে বাঙ্গালির আছে,  
অবিদ্যা এবে তা' বাণিজ্যের কাছে ;  
অগ্নে ব্যবসায়, বিদ্যা তা'র পাছে  
বাঙ্গালা বোম্বাই এমাণ তা'র !  
ভরুও বাঙ্গালি—অসার বাঙ্গালি !  
(সাথে শিক্ষা করি ?—সাথে বিদ্যা গালি ?)

## রাজকুমারীর আশ্রয়।

বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি  
বহিরা দাসত্ব-আলস্য-ভার।

১০

চেয়ে দেখে দেখি ইংলণ্ডের পানে,  
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে;  
জয়ধ্বনি উঠে হৃদয় গগনে,  
ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী বুড়ে;  
ইংলণ্ড-শাসন দূরপ্রসারিত,  
ক্ষণ তরে রবি হয় না স্তিমিত,  
যশের প্রবাহ ধরা-প্রবাহিত,  
বিজয়-নিশান আকাশে উড়ে।

১৪

কি ছিল ইংরাজ জান ত সকলে,  
ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে,  
অসভ্যের শেষ আছিল ভূতলে,  
কাঁচা দাস খেঁত, পুঞ্জিত ভূত;  
সেই জাতি এবে বাণিজ্যের বলে,  
উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে,  
প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে,  
সাহসেতে যেন শমন-দূত।

১৫

বাণিজ্যের বলে, কে না জানে বল,  
করেছে ভারতে নিজ পদতল।  
বাণিজ্যের বলে বাঙ্গালি সকল  
'নেটিব, নিগার' গুণের কাছে।  
বাণিজ্য-প্রসাধে, দেখে না চাহিয়া,  
'ফুল বুটনীর' গগন ছাইয়া,  
ছাড়িছে হুকার বোর গরজিয়া;  
কি আর ক্ষমতা এ হ'তে আছে?

১৬

অমুক্তিপ্রিয় বাঙ্গালি না কি?  
'না কি' কেন?—তা'র কি আছে বাকী?  
পিতৃপিতামহে দিয়াছে কাকি।  
বিলাতি ব্যতারে উঠেছে মতি'।  
বিলাতি আসন, বিলাতি বাসন,  
বিলাতি অশ্ব, বিলাতি বসন,  
সকলি বিলাতি, বাঙ্গালি এখন,—  
খেতে ভালবাসে বিলাতি লাখি।

১৭

অমুক্তরথেতে এত যদি আশ,  
অমুক্তরথেতে কাটে বার দাস;  
অমুক্তরথেতে রক্ত ছাড় দাস  
বাঙ্গালি জাতির গিয়াছে নিশে!  
তবে কেন আজো আছে বুঝাইয়া?

আলীন-শয়ন এখনি তাজিয়া,  
ইংরাজ জাতির নিকটে বাইরা,  
বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে?

১৮

হেন অমুক্তি—অমুক্তি-সার—  
তাজিয়া বাঙ্গালি, অমুক্তি ছার  
ভালবাসে! হি হি, এ কি রে বিচার!  
বাঙ্গালির এ কি বিচিত্র মতি!  
বিদ্যাশিক্ষা বুঝি দাসত্বের তরে?  
আজীবন বুঝি পুঞ্জিতে অপরে,  
নিশি জাগি' মজ্জা আলোড়ন করে,  
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি?

১৯

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,  
আঁধারে আলিয়া মোমের বাতি,  
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে;—  
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি!

২০

বঙ্গবাসিগণ! কঠোর বচন  
যা' কিছু বলি—ভালির কারণ,  
ভেবে দেখ মনে; ক'র না রাগ!  
রাগ ত কর না দাসত্ব করিতে,  
রাগ ত কর না 'নিগার' হইতে,  
পাহুকা বহিতে, অধীন রহিতে  
ছদ্মরে লেগিয়া কলক-দাগ!

২১

এ সব করিতে রাগ যদি নাই!  
আমার কথায় রেপো—দোহাই,  
বাড়িবে কলক আরো তা' হ'লে!  
যদি ভাল চাও—বাণিজ্যেতে বাও,  
ইংরাজের মত ক্ষমতা দেখাও,  
বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও,  
দেশী জলখানে পতাকা উড়াও,  
নিজীব ছদ্মরে সাহস জড়াও,  
মনোবিহগেরে একতা পড়াও,  
তা' হ'লে দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে,  
গণনীয় হ'বে ধরনীতলে।

২২

নতুবা—

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,  
আঁধারে আলিয়া মোমের বাতি,  
সবে উচ্চ রবে যা'রে তা'রে ক'বে;—  
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি!

## প্রিয়তমা হাসিল ।

সঙ্গে ল'রে প্রেয়সীরে বসিহু সরসী-তীরে  
নোভ'য়ে বহন প্রিয়া সরোজিনীর দেখিল;  
হৃবিমল জল'পরি মনোহর রূপ ধরি'  
প্রেয়সীর আঁখি-ছায়া ছলি' ছলি' ভাসিল।  
হেরি' সে ছায়ার কান্তি, হইল আমার ভ্রান্তি,  
ভাবিলাম, ইন্দীবর হু'টি বুলি' ছুটিল;  
প্রেয়সীরে দিব তুলি', প্রেয়সী বাইবে তুলি',  
অন্তরে এ আশা-উন্নি নাচি' নাচি' উঠিল।  
করি' তা'য় দৃষ্টিপাত, সলিলে বাড়'মু হাত,  
কোথায় সে ইন্দীবর — জলে হাত ডুবিল!  
নিরখিয়া রক্ত মোর প্রিয়তমা হাসিল!

যেমন হাসিল প্রিয়া, অমনি বাহার দিয়া,  
হুতুত দশন-ছায়া পুন জলে ভাসিল;  
নব কন্দল-গুলি ভাসি' যায় ছলি' ছলি',  
ডমজাতচিন্তা হেন পুন মনে আসিল।  
দাবধানে ধীরে ধীরে, আবার সরসী-নীরে;  
বাড়াইহু হাত—পুন জলে হাত ডুবিল!  
নিরখিয়া রক্ত মোর প্রিয়তমা হাসিল!

## দুইখানি চিত্রপট ।

কে রে সেই চিত্রকর, জান কি তাহার?  
এ দু'খানি চিত্রপটে বাহার ক্ষমতা রটে,  
জান কি সে পটু প'টৌ নিবসে কোথায়?  
এই দেখ, দুই খানি (যনে হেন অনুমানি)  
ছবি সম ছবি আর নাহি রে ধরায়।  
বাহবা সে চিত্রকরে, বাহার বিচিত্র করে  
শ্রুত এ চিত্র দু'টি; — সাবাসি তাহার!

প্রথম আলেখ্যখানি দেখি' কান্না পায়।  
একটি রমণী বসি' প্রভাতের পূর্ণশশী  
বেন রে পড়েছে শশি মলিন বিভাদর।  
কুণ্ড কুণ্ড কেশ'গুলি প'ড়েছে নিতম্বে তুলি',  
চুম্বিয়া ধরিত্রী-গুলি চরণে লুটায়।  
অবিবল অজ্ঞ-বারি করিতেছে সন্নিহিত সারি,  
হৃদয় প্রাণিত করি', গড়াইয়া যায়।  
বহনে বিবাদ-মাথা, রাক্ষসি বেন ঢাকা  
বরিবার পাঁচতর জলধের গার;  
অথবা কে যেন তুলি', রাশি রাশি বসী গুলি',  
প্রমুদ কমল-তুলি', বুঝ'য়েছে তার।

মলিন বসন-পরা করেতে কপোল-বরা,  
বেন রে জীরঙে মরা,—এমনি দেখায়!  
বসি' অর্ধ হেলাভাবে, কত কি যেন রে ভাবে,  
জানিয়াছি অনুভবে নিরখি' উহার!  
শরীরে নাহিক ভূষা, নিশি শেষে যেন উষা,  
নক্ষত্রভূষণবসা আসিয়া ঝাঁড়ার!  
অথবা কুসুম-গুলি নতিকা হইতে তুলি'  
লইলো লভারে, হাঁসি, যেমতি দেখায়।  
রমণীর তিন ধারে সফেন তরঙ্গহায়ে  
চিত্রিত জলধি-জল উধলিয়া যায়;  
রমণীর হৃৎথে যেন (যনে অনুমানি হেন)  
আকুল লহরী-গুলি সলিলে গড়ায়!  
ওই দেখ আর পাশে, চুড়া তুলি' নীলাকাশে,  
টাড়া'য়ে ভূধর এক, যেন সম কাশ;  
পড়ি'ছে ভূধার শরির, কামিনীর হৃৎ শরির,  
কাদিয়া অচল বেন লোচন ভাসার।  
কে রে সেই চিত্রকর, বাহার বিচিত্র কর  
এ বিবাদময়ী ছবি আঁকিয়া কাঁধায়?  
কি রকম রঙ দিবে, কি রকম তুলি' নিবে,  
এ রকম সারী আঁকি' বিবাহে ডুবায়?

দ্বিতীয় আলেখ্যখানি দেখিতে নতুন।—  
এখানিতে অজ্ঞতর, সুসজ্জিত কলেবর,  
হাসি'ছে হরিবে এক রমণী-রতন!  
আগেকার আলেখ্যেতে, দেখিলাম নরনেতে,  
বিরস-বন্দনা বালা করি'ছে রোদন;  
এখানিতে বিপরীত; চিত্রকর হয়ে প্রীত,  
দিয়াছে বদনে এর হাসি সুশোভন!  
এঁকেছে যতন ক'রে; রঙের তুলি' ধ'রে,  
রঙ্গিল করেছে এরে মনের মতন;  
উজ্জল হীরার পারা, রজনীর শুক-তারার  
একিরা যেন গতিরাছে জ্বলন্ত নয়ন।  
নিটোল কপোল দু'টি কাশ্মীরি গোলাপ ফুটি'  
আছে 'বেন তুলি' বারে অলিঙ্গন-মন;  
সঙ্কোচিত কেশ'গুলি মুহল মুহল ছলি',  
কপালে কপালে খেলে, সোণার বরণ!  
ফুলের মুহুট শিরে, কলিতুলি ধীরে ধীরে  
টলে যেন; পাশে অলি করে গুঞ্জরণ;  
করেতে গোলাপ ফুল, কানে মুহুতার ফুল,  
গলে গজমতি-হার—অলুয়া রতন।  
পরবেতে ঝাঁড়িয়া, নিজ রূপ নিরখিয়া,  
আপনা আপনি বেন মুখে নিগমন।  
বিরলে সে চিত্রকর হইয়া বতনপর,  
এ কেছে এ নারী-চিত্র—বিচিত্র—নতুন।

সেই দিনে হারিয়ে, সাগরে ডুবে ছায়ে,  
যেন রে অলসি হানে, ছুড়ল বশন;  
চিত্রকর খুলি ধ'রে, এঁকেছে নতন করে  
ছন্দ রীপ; তত্পরি এ নারী-নতন।  
‘আর আর অলসকার দিরাছে আলোখ্যকার  
এ নারীর কপেবরে; তেমন ভূষণ  
খুঁজিলে পৃথিবীময়, কোথাও থা'বার নয়,  
এখন সে ভূবা' এর শরীরশোভন।  
আখের যে নারী-ছবি, তারি এ ভূষণ সবি,  
খুলি' চিত্রকর এর করেছে অপর্ণ।’  
এ কথা কে যেন মোরে, অতীত কাতরস্বরে  
বলিতেছে কানে কানে; নহে-রে স্বপন।  
এ নারী দেখিতে বেশ— নতন ভূষণ বেশ—  
নতন গৌরবমাথা—নতন ঘোঁবন;  
সকলি নতন পেয়ে, নতন চাহনি চেয়ে,  
নতন অমৃত-সরে যেন রে মগন।

৪

কিন্তু বড় হুঃখ হয়, প'টো' কি রে নিরদয়,  
একটি ছবির খুলি' অঙ্গ-আভরণ,  
অস্ত্রটির সমতনে, বিজনে অনন্তমনে,  
নতন নতন করি' সাজাব এমন?  
প্রথম আলোখ্যাটিরে হেরি' তান্নি অশ্রুণীয়ে  
অন্তরে বিষাদ আসি' কবে আক্রমণ;  
দ্বিতীয় রমণী-মূর্তি হেরি' কিছু হয় কৃতি,  
কিন্তু অরবিকাবীর গণ্ড ব-জীবন।  
প্রথম আলোখ্যা থেকে, ভাল ভূষা দেখে দেখে,  
একে একে চিত্রকর করিবা মোচন,  
যদিও দিয়েছে এবে, তবুও বলিবে কে রে  
প্রথম ছবির চেবে এ ছবি শোভন?  
রবির কিরণ ল'য়ে, চন্দ্রমা উজ্জ্বল হ'য়ে,  
রবিরে হারা'তে কই, পারে কি কখন?  
যে পটোর এই ছবি, তাঁহারি চন্দ্রমা রবি,  
তিনিই জানেন এর নিগূঢ় কারণ।  
তাঁহারি সে কর হ'তে ভাসি'ছে কালের স্রোতে  
এ হু'খানি চিত্রপট! জানিনু এখন;—  
ভারত প্রথম পটে, ইংলণ্ড দ্বিতীয়ে বটে,  
কাদে এক, হাসে আর, পটোর ঘটন।  
আরো কি হইবে পরে, কে জানে কারণ?

## ইটিশ কীর্তি।

ইটন! ডোমার মনের বাসনা  
ক্রমে পূরাই'ছ, বাকি কি বল ন?

ডোমার মনের বাসনা  
ডোমার পাশে শান্তি ক্রমে।  
কিকিরে চতুর ডোমার, মজর  
কে আছে জগতে? দেখি না তেমন;  
কুকি' দিগে তুখ বকীর পাশে  
হাপিত করিলে ভারত-ভূমে।

৫

পলাশীর কথা সকলেরি মনে  
আঁকা আছে, নাহি বা'বে কোন ক্রমে,  
সবক ব'দিন শরীর জীবনে,  
পলাশীর কথা জাগিয়া র'বে।  
অধোখ্যাভিনয় কেহ ভুলিবে না—  
পঞ্জাবতিনয় কেহ ভুলিবে না—  
আরো কত কথা—কেহ ভুলিবে না,  
চিবকাল মনে, জাগিয়া র'বে।

৬

এবার আবার বরদাভিনয়  
জগতবাসীর নবনে উদয়,  
ইংরাজের ইহা কীর্তি শুনিস্য,  
যশের পতাকা উড়িল পুন!  
জয় জয় জয়, বুটনের জয়,  
ছায়াপতার হুশ পরিচয়,  
বিচিত্র বিচার, খ্যাতি দেশময়,  
গাও সবে ষেতজাতির গুণ।

৮

মলহর রাও বরদা-ভূপাল,  
এত দিনে তাঁব পুড়িল কপাল,  
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে দেখি'ছ পাভাল,  
চৌদিক ভীষণ আঁধারময়।  
ইংরাজ জাতির এ এক সততা!  
ভারতের প্রতি সরল মমতা!  
এরি নাম বুঝি রাজার ক্ষমতা?  
এরেই বুঝিরে মহত্ব কর?

৯

কোথা সিংহাসন! কোথা রাজ্যমুখ  
কোথা প্রিয়জন পরিজন মুখ।  
বিষাক্ত মন, বিষম অস্থ  
যেরিয়াছে এবে বরদানাদে!  
ভাজিয়াছে চিরহুখের স্বপন,  
অস্তমিত রাজ-গৌরব-তপন,  
সম্বন্ধিত শোক-জলদ জীবন,  
অপমান-বাজ পড়েছে মাথে।

১০

বরদাপতি এ কথা নেহারি  
কেন ভারতীয় নরনের বারি

## হুমায়ূন-সংস্কারিনী

বারিধারে শিরিঃ জুগুপ্‌সিতা  
এ বিপুল-পেশ পামে না কখন ।  
ভারত-শোষিত কীধের পরীরে  
এখনো বহিছে অতি কঠোর বীরে,  
ওই দেখ, তা'রা নয়নের নীরে  
ভাসিয়া ভাসিয়া কাঁদিয়া যায় ।

ভারত-কুমার বরদা-ভূপতি  
বিদ্রোহী কহু কি যেতাড়ের প্রতি ?  
তবে কেন তাঁ'র এ হৃৎ, হৃৎপিণ্ড,  
এত অগমান কিসের তরে ?  
অপরোধীরাও বিধমান-দোষে,  
ধার্মিক ফেরার এ কথা নির্ঘোষে ;  
তা'ই মলহর বুটনের রোষে  
পড়েছে, এ কথা সকল ঘরে ।

বিশ্বাস না হয় এ কথা ভুলিলে,  
কেন দিবে বিষ পানীয় সলিলে ?  
নিদ্রয় বিধাতা বিয়থ হইলে;  
অপরোধী হয় নিরাপরাধী ।  
তা'না হ'লে ক্রুশে বীণুর জীবন  
দিনা দোষে কত হ'ত কি নিধন ?  
রাঘবের শরে বালীর পতন  
বিনা দোষে !' পোড়া বিদ্রির বিধি !

বিনা দোষে নলে কলি হুরাচার  
পাঠাইল বনে করি' কুবিচার,  
সিল কত দুখ পিচ্চাচ চামার !  
এ ভারতী আছে ভারতে লেখা !  
কেরেবী কেরার নিশ্চয় নিশ্চয়,  
বিনা দোষে হ'রে নিদ্র-জদ্রয়,  
একেবারে ভুলি' ধরমের ভয়,  
রসনারে করি' কলঙ্কমাখা ।

ভেমতি নির্দোষ বরদাপতিরে  
কেলিল অচিরে শোক-সিদ্ধ-নীরে,  
গেল সিংহাসন ! গেল কিরীট রে !  
মহারাজ নাম গেল রে দুখে ।  
রাজত্ব বিশাল, সোণার সংসার,  
সেনা অগণন, তুরঙ্গ-সোয়ার,  
কমলা-নিবাস বনের আগার,  
বরদা-রাজের গেল রে দুখে ।

সামান্য করেদী ভূপাল এখন

এ হুগে বিলাপ কি আছে এমন ?  
রাখিত জগদে যা রে নিঃসঙ্গ,  
কারাবাসে বাস এখন তাঁ'র ।  
শত শত বেশ ছুঁয়ে বাহার  
মোড়াইত শির, করে তলহার,  
তোপের আঙুরাজ হ'ত বারংবার,  
হায় রে, সে সব নাহিক আর ।

বে জাতির করে স্বচ-কুল-রাণী  
হুমায়ূন মেরী, নিরপরাধিনী,  
হইল নিহত !—হুগের কাহিনী !  
শোকে অজ্ঞধারা ঝরে না তাঁ'র !  
সে জাতির করে, বিচিত্র কি ভায়,  
বিনা দোষে, আহা, মলহর রায়  
এ হেম বিষম ভীষণ দশায়  
হ'বেন পতিত, বাকী কি আর ?

চিরপরাধিনী ভারত-জননি,  
পোহাল না তো'র দুখের রজনী !  
আশা ছিল পুন হৃৎ-দিনমণি  
উদ্ধয় হইবে উজ্জল করে ;  
ছিল বড় সাধ,—ইংরাজের গুণে  
উঠি' ভূমি নব উন্নতি-সোপানে,  
গণনীয়া হ'বে ধরা-নিকেতনে,  
ভাসিয়া বেড়া'বে হুগের সরে ।

সে আশা বিফল, কুফল ফলিল ;  
খেতাব জাতিরা \* \* \*  
\* \* \* কলঙ্ক-মাখা ;  
শতাধিক বর্ষ হ'য়ে গেল পার,  
বাকী কি এখনো নিদর্শন তাঁ'র ?  
হ'য়ে গেছে কত ভীষণ ব্যাপার,  
ভারত-লগাটে আছে তা' লেখা

বরদার দশা সে লেখার গল্প  
লিখিত হইল গরল-লেখায় ;  
ইংরাজ জাতির সুবিচার তাঁ'র  
প্রমাণ দিতেছে, বিশেষরূপে ।  
হা বরদা ! তব অদোষ কপালে,  
কে জানে এ দশা ঘটবে কালে ।  
কেই বা জানে পোতাভার ভূপালে  
ডুবিতে হইবে হুগের কূলে ।

## রাজকুমারী রাজেন্দ্র প্রিয়দর্শিনী ।

মিত্রবান্ধবশক্তি মিত্রবান্ধব-অতি,  
ইন্দ্রাজের কি এ মিত্রবান্ধব রীতি ?  
এ মিত্রতা কহু নিমিত্ত কখনই  
কখনকাল তরে ভুলিবে নাই ।  
পাষণ্ড-অভিহত কখনই নয়ন,  
এ মিত্রতা খাঁজা র'বে চিরজন,  
যত দিন র'বে চলিয়া তপন,  
এ মিত্রতা কেহ ভুলিবে নাই ।

১৭  
ইন্দ্রাজ জাতিরে বরদা-রাজন,  
সরল লব্ধরে ভাবিত আপন ;  
তাহারি উপরে এই আচরণ ?  
রুটিশ মহত্ব এরেই বলে ?  
অধীন বলে কি ভারতবাসীরা,  
যা' খুসী তা' করে খেতান্ন জাতিরা !  
অনুগত জনে প্রপীড়ন করা  
মহিমা গরিমা ধরণীতলে ?

১৮  
ইংলণ্ডেরি । দূরে আছ তুমি,  
তোমার অধীনী এ ভারতভূমি,  
কতই কাতর দিবসযামিনী,  
তুমি ত, জননি, দেখ না চেয়ে ?  
\* \* \* ইন্দ্রাজ নিকরে  
পাঠাও, জননি, ভারত ভিতরে,  
তা'দের পীড়নে কাঁদে উচ্চস্বরে  
ভারতবাসীরা ব্যাকুল হ'য়ে !

১৯  
তোমা হেন রাণী থাকিতে, জননি,  
ভারতের দুখ র'বে কি এমনি ?  
আকাশ হেলিয়া রোদনের ধ্বনি  
ভারতবাসীর আজো উঠিবে ?  
\* \* \* মত এক এক জন  
এখনো এসে কি করিবে পীড়ন ?  
তোমার শাসিত ভারত-জীবন,  
তবু দুখ তা'র নাহি ঘুচিবে ?

২০  
এখনো যদি না কৃপা-দৃষ্টে চাও,  
এখনো যদি না \* \* \* পাঠাও,  
তা' হ'লে বিদায় এখনি যা পাও  
কাতর ভারতবাসীনিচরে ;  
তব রাজ্য ছাড়ি' চলো' বাহু বনে,  
শূন্যহস্ত যদি ভাহুক রোহনে,

এ হ'লে তা' আশু বি মল জীবনে ?  
নি কল নিয়ত পীড়ন পাবে ?

### বিদায় ।

(সধা ব'লে মনে রেখ, সধা হৈ আমার !  
তোমারি অধীন আমি, জয়ন্তন সতরুবার  
অধীনে ভুল না, ভাই, জানাই তোমায় !

হু'জনে শৈশব বেলা, মিলিয়ে ক'রেছি খেল  
খে'য়েছি, ভুয়েছি গোহে আমোদে মাতিয়া  
কতই নেচেছি বিরু আকাশে দেখিয়া ।

২  
উপবনে ছুই জনে ক'রেছি ভ্রমণ ;  
বিবিধ কুশুম তুলি' করিয়াছি ফেলাফেলি,  
গাঁথিয়া ললিত হার প'রেছি হু'জনে ।  
কত কত কথা ক'য়ে, ভ্রমণে ক্লেশিত হ'য়ে,  
অনুখনিবারী সেই অশোক-তলায়  
বসিতাম,—মনে আছে,—ধরিয়া গলায় ?

৩  
প্রদোষে প্রকৃত-শোভা হেরিবার তরে,  
যেতাম তটিনী-তীরে, সহরবে ধীরে ধীরে,  
দেখিতাম কত-কি-হু'নয়ন ভ'রে ।  
কৌতুকে কখনো যেতে, হু'জনে নিদ্রা-স্নেহে  
ভ্রমিতাম, হেরিতাম স্থির চারিদ্বার ;  
কি-যে-সুখ হ'ত, মনে আ'ছ কি তোমার ?

৪  
ফীর নীর এক সাথে করি' দরশন  
ভাবিতাম মনে মনে,— চিরকাল ছুই জনে  
এইরূপে এক সাথে করিব যাপন ।  
কিন্তু ভাগ্যদোষে, হায়, এবে তা স্বপনপ্রায় ;  
বাঁধব-বিরহ এবে বিধির লিখম,  
কে জানে এ অভাগার যটিবে এমন !

৫  
আগের সে কণাগুলি মানসে আমার  
জাগিতেছে একে একে, জলিতেছে খেঁচে  
ভাবী-বিরহের শিখা জ্বল'র মারার ।  
ভ্রমে যা' ভাবিনে, ভাই ! বাটল কপালে ভাই,  
আমারে ছাড়িয়া বাবে জলধির পার ;  
তুমি কোথা—আমি কোথা রহিব এবার ।

৬  
জীবনের প্রিয়সধা ! আজ এই শেষ দেখা,  
ধেঁচে যদি থাকি, তবে দেখা পা'ব কোথায় ?

রা' জনমদেহি— কেল' মনে ব'ল' কল',—  
এই ব'ল'—ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—  
কি'ল' ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—  
ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—

কালেক' ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—  
ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—  
ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—  
ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—ক'ল'—

বেমতি কুমুদ ছু'টি স্রোতে জ্বলি' যার,  
পারে তেঁকাঠেকি, পুন পুন দেখাদেখি,  
গহরী-লীলায় লীলা করে ছ' জনায় ;  
ভাবে,—ছুই জনে র'বে সখা একসনে,  
কিন্তু তা' বিফল, যবে রোষে প্রভঞ্জন,  
বৈষম্য বিরহ—ভাক্কে হৃৎকের মিলন ।

তামায় আমায়, সখা, তেমতি ছু'জন  
ল এক মাথো, ছিহু হুখে দিনে রাতে,  
ভাবিতাম, চিরদিন রহিব এমন ।  
। তা' হইল কই ? সময়-সমীর ওই  
অদৃশ্যে লহরী তুলি' দূরে ভাসাইল ;  
আশৈশব প্রণয়ের বিরহ ঘটিল ! )

বিলাতে যাইবে তুমি বিদ্যার কারণ,  
ম-ভূমিরে ছাড়ি', প্রিয় পরিজন, বাড়ী,  
সরল প্রণয়ধীন সখা যত জন ।  
ত'র নাই কৃতি, বরঞ্চ আত্মদ্য অতি,  
ঈশ্বর করুন, তুমি নিরাপদে বাও ;  
বিদ্যানু হইয়া হুখে জীবন কাটাও ।

কিন্তু গোষ্ঠীকৃত কথা কহিব তোমায়,  
বের কথা ব'লে, রেখে তা' মনের কোলে,  
তুমি না হইলে, ভাষা কহিব কাহার ?  
রেণের পরিহরি', পোত হ'তে অবতরি',  
জনম-ভূমিরে যেন তুলিও না, ভাই !  
ভারতের হুং মনে ভাবিও সদাই !

অবিরত কয় দিন জাহাজ ভিতরে  
বিচ্ছেদে বাবে তুমি, না পা'বে দেখিতে তুমি,  
দেখিবে কেবল শুধু অনন্ত সাগরে ।  
না দিবা, কিবা রিনি, দেখিবে নীলাশুভাশি,

সে বীণায় ভাবিও না সাগর-কণ,  
ভারতের হুং মনে ভাবিও সদাই !

ত' হ'লে যখন তুমি হুং মনে ভাবিও—  
ভারতের হুং মনে, ভারতের হুং মনে,  
গহরী সাগর-কণ করিয়ে পূরণ !  
হুং মনে ভাবিও,— অদ্বীপী ভারত-ভূমি  
কোমল হৃদয়ে, হার, কণ্ড জালা ময় !  
দিবারাজি হীরজাতি, কীদা জ্বলিত ।

১. বিলাতে বেড়েছে তুমি, ভারত-ভূমি,  
দেখিও, তুল না যেন, হৃৎকের দেখি'ছ হেন  
জননীর মনোহুং—মনে যেন রয় ।  
পুত্রের উচিত বাহা, অবশ্য করিও প্রাধা ;  
প্রাণ মন পণ করি' করিও পালক,  
পুত্রের উচিত কাজ, ক'র না হেলন ।

মহারাজী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী,  
অধুনা ভারত বীর সখি'ছে শাসন-ভার,  
ভারতের হুং তাঁ'রে কহিও কিম্বি'  
অসংখ্য ভারতবাসী কেলিতেছে অক্রমশি,  
পীড়নে পীড়িত হ'য়ে দিবস শফরী ।  
কহিও তাঁ'রো হুং রাণীরে বিবরি' ।

টাইট, কসেট, দৌহে ভারত-জীবন,  
বাঁরা ভারতের তরে, প্রাণ মন পণ ক'রে  
করি'ছেন পরিগ্রহ ; কে আছে তেমন ?  
আমাদের হুং তুলি' বলিও সে দৌহে বুলি',  
ভারত-মায়ের এই ষাতনা ভীষণ  
ব'ল সে দৌহারে, সখা, তুল না যেমন ।

কেন এত বলিলাম ?—আছে যে কারণ ;  
বহু ব'লে এত কথা, নতুবা কি মাথাব্যথা ?  
কেন বা বলিব এত ? কিবা প্রয়োজন ?  
বহু-অনুরোধ র'খ, দেখ, ভাই, দেখ কে'খ,  
তুল না এ ক'টি কথা—তুল না কখন ;  
ভারত-চর্চনা যেন থাকে হে স্মরণ ।

এদেশীয় বড় জন বিলাতে গিয়েছে ;  
বাইয়া আবার যা'রা ফিরিয়া এসেছে ;  
তা'দের হইতে, ভাই, কিছু লাভ হয় নাই,  
যেমন ভারত, হার, তেমনি হ'য়েছে ।  
কোথা তা'রা ফিরি' আসি, ভারতের হুং মনে

## রাজত্বের রায়ে এতাবলি ।

আশিতে করিবে ব্রত গ্রাণের সহিত,  
তা' না হ'য়ে, এ কি হার, কেবি বিপরীত !

১৯

বিলাতে বা'বার কালে করে তা'রা পণ—  
নাশিবে দেশের হৃৎধ, উজ্জল করিবে যুগ  
সজাতির, কতু তা'র হ'বে না লজ্জন,  
“শরীরপতন কিংবা প্রতিজ্ঞাপূরণ ।”

কিন্তু দেশে কিরে এসে, দেখা দেয় অন্ধ বেশে,  
সে যেন সে নহে—নহে ভারত-কুমার ।  
বিলাতের হাওয়া লেগে বিলাতি ব্যভার ।

২০

বিলাতের মাটী মুখি ইন্দ্রজালময় ।  
এদেশীয়া তথা গিয়ে, বিলাতি বৃত্তিকা ছুঁ'য়ে,  
সজাতির স্বেহ মায়া তা'ই ভুলে রথ ।  
দেখিয়া দেশের হৃৎধ, তা'দের পাষাণ বুক  
অশ্রুকের তরে, হাস, নরম না হয় ।  
‘বিলাতে শিক্ষার কল’ এরেই কি কয় ?

২১

তাই বলি, দেখ, ভাই, তা'দের মতন,  
যেন হে তোমারো মন, নাহি হয় কদাচন,  
তা'র চেয়ে দেশে থাক, দেশের বতন ।  
বাইয়া সাগর-পার, ভারতের হৃৎধভার  
কণামাত্র যদিও হে না কর মোচন,  
তা' হ'লে কি লাভ করি' বিলাতগমন ?  
যদি বল, নিজে তুমি বিদ্যান হইবে ;  
তা'র চেয়ে মূর্খ ভাল, কে নাহি কহিবে ?

স্মৃতি ।

১০

স্মৃতি গো, যখন আমি সংসার-ভাবনা  
পরিহরি' নিরঞ্জন নিরুস নিশ্চিন্ত মনে  
করিতে তোমার, কেবি, মানসে অর্চনা,  
জাগাও তখন তুমি বিগত ঘটনা ।  
মনের নয়ন খুলি', দেখাও ঘটনাগুলি,  
একে একে করি' হবে অজুলি-চালনা,  
তখন আমার চিত্ত কতু প্রীত, কতু ভীত,  
কখনো হৃৎধিত, ভাবি' যে সব ঘটনা ।

সিদ্ধহাতুহীন আমি বিরহিড়ম্বনে !

শৈশবে ছাড়িয়ে তাঁ'রা হ'ন মম স্মৃতিহার ;  
অজুল জীবন এবে শোকের তাড়নে !  
কি' সুখ আমার, স্মৃতি, এ ভব-ভবনে !

যত দিন গেল চ'লে, তা'সি' আমি স্নেহজলে,  
ভূমি পুন তাঁহাদিগে আমি' ধরশনে,  
কাঁদাও অধিকতর, হৃৎধ ব্যাকুল কর,  
উথলে শোকের সিন্ধু নিবাস-গর্জনে !

৩

রেহের মুরতি মোর জলক জননী,  
তোমার মায়াতে, স্মৃতি, দেখা দেন নিতি নিতি,  
প্রীতি-সহ শোক আমি' আবেবে অমানি !  
সে ভাব পিথিতে কতু পারে কি লেশনী ?  
যত ক্ষণ তুমি থাক, তাঁদিকেও কাছে রাখ,  
কিছু, হার, মায়াবিনি, পালাও যেমতি,  
তা'রাও তোমার সনে, কি জানি, কি ভাবি মনে  
চলি' যান ; কাঁদি একা—লুটাই ধবলি !

৪

আবার কখনো তুমি দেখাও আমায়,  
‘শৈশব জীবন সম রবিতলে অনুপম,  
কিছু নাই’,—সত্য কথা, সন্দেহ কি তা'য় ?  
পাইলে শৈশবে, বন্ধু, আমরা কে চাষ ?  
শৈশবে যে কত সুখ, পাই যদি কোটি যুগ,  
সে সুখ বর্ণনা তবু কতু কবা বায় ?  
মানব-জীবনে যদি সুখ লিখে থাকে বিধি,  
তবে সেই সুখ শুধু শৈশব দশায় ।

৫

সংসারের বিষময় ভাবী চিন্তানল  
জলে না তখন লগে, সদাই আনন্দ-বুধে  
সম্ভবি, আনন্দময় নিখিল জুড়ল ;  
সফল নয়নে হেরি সকলি সুরঙ্গ ।  
পিতা মাতা সে সময়ে, স্নেহভরে কোলে ল'য়ে  
মমতা করিয়ে সুখ চুসে' অবিরল ;  
বালবন্ধুগণ-সহ খুলি খেলি' অহরহ,  
ফোটে রে মানস-সরে আনন্দ-কমল ।

৬

শৈশবে যে সুখ, আচ্ছা, সে সুখ সমান  
কি সুখ জগতে আর ? রাজার রাজত্ব হার,  
কিবা হৃৎধ লভে, ছাই বীরের পরাণ ?  
শৈশবেই করে বিধি সত্য সুখ দান ।  
শৈশবে যে সুখ আছে, সাক্ষ্যে তাহার কাছে  
যৌবনের সুখ—সে যে কলঙ্ক-নিধান ।  
সোণা সহ শিতলের প্রভেদ যেমতি ঢের,  
শৈশব-যৌবন-সুখে তথা ব্যবধান ।

৭

স্মৃতি গো, এখন মোর এনেছে যৌবন ।  
বিচিত্র কালের বেলা, হারা'য়েছি ছেলেবেলা,  
এ জনমে—জন্মশেষ—পা'ব না কখন ।

পিতল স্বয়ং এবে হারা রে কাঞ্চন ।

জানিতাম যদি আগে, দৌবনে জীবনে লাগে  
সংসারের বিব-বাড়ি, তা' হ'লে তখন,  
ছাড়'-ছাড়'-শেষমেতে বয় করিতাম যেতে,  
অদৃষ্টে শৈশব বধা করে পলায়ন ।

এখন সে আশা করা নিশার স্বপন ।

ছুটিলে ধর্মর তীর, ফেরে কি কিরা'য়ে শির ?  
ভাঁটার প্রবাহ করে উজানে গমন ?  
কালের সাগর-গর্ভে ডু'বেছে রতন !  
কিন্তু, মায়াবিনী স্মৃতি, কেন তুমি নিতি নিতি,  
হারান সে যনে এবে কর প্রবর্শন ?  
ইশব এখন, হায়, মরু-মরীচিকা প্রায়,  
কেন দেখাইয়া কর অন্তর পীড়ন ?

বা ই হৌক, এক দিকে যেমন কাঁদাও,

ডেমনি গো পলাস্তরে ভাসাও হৃথের সরে,  
হাসাও বিষর মুখ, হৃদয় নাচাও,  
ভবিষ্য-মুকুর যবে সম্মুখে দেখাও ।  
আশারে লইয়ে সাথে, কত কি যে দেখি তা'তে,  
তুমি পুন মাঝে মাঝে কটাক্ষেতে চাও ;  
রক্ত আরো বাড়ি' উঠে, হৃথের তরঙ্গ ছুটে,  
হৌক বা না হৌক, কিন্তু দেখা'য়ে ভুলাও ।

স্মৃতি গো, আবার বলি, বলিও আমায়,

ভাবি-সুখ-জলধিতে পার তুমি ভাসাইতে,  
তবুও তাহাতে পুন হৃথ দেখা যায় !  
হৃথ হৃথ হুই জনে দৌহার সহায় !  
ভাবি অন্ধকারময়, হৃথ হৃথ হুই রয়,  
প্রকৃতির বিধি এই, অজ্ঞা কোথায় ?  
একই জলধিজল হৃথ আর হলাহল  
ধ'রেছিল ; শব্দী অই কলঙ্ক হৃথার !

চমকে ছদয়, স্মৃতি, আবার বধন

দেখাও আমায় তুমি ভীষণ-নরক-ভূমি—  
অনন্ত-শোণিত-সিদ্ধ করি'ছে গর্জন ;  
তরুপরি কীপ্তশিখা কিপ্ত হতাশন ;  
পাবিত প্রথর ধার অস্ত্ররাশি সারে সার  
রকি'ছে অনলে, রক্তে শোহিত বরণ ।  
রক্তে ডুবি' পানী বহ, অস্ত্রেতে হ'য়ে জাহত,  
পুড়িয়া হতশে, করে হতাশে যোদ্ধা ।—

‘পরিভ্রাষি পরিভ্রাষি !’ শব্দ শোনা যায়,

কিত কে করিবে ভ্রাণ, পাতকীরে হয় দান ।

বয়ের নিয়মে হেন নিধন কোথায় ?

অনন্ত জীবনে শাস্তা অনন্ত তথায় ।

ত্রফাও হইবে কংস, মরিবে জাতক বংশ  
কোটি কোটি কোটিবার অসংখ্য সংখ্যার ;  
পুন কোটি কোটি বার, বহি হ'বে সবাকার,  
কিন্তু রে পাপীর শাস্তি অনন্ত অক্ষর ।

পাপী নৃপিতার সেই নরক ভীষণ

দেখাও আমারে যবে, অতীব কাতর রবে  
কৈঁধে উঠি—আশঙ্কায় সশঙ্কিত মন ।  
পাপভক্ত, স্মৃতি, আমি,—কে আছে তেমন ?  
বা' হৌক, যদিও তুমি দেখা'য়ে নিরয়-ভূমি,  
আমারে আকুল কর ; তা' হ'তে ভীষণ  
অধীনতা-ব্রহ্মধায় যেরূপ জলি'ছি, হায়,  
তা' সহ নরক-জালা হয় কি তুলন ?

অর্কুদ নরক-ক্লেশ যদি এক হয়,

কিন্তু পর-অধীনতা যেরূপ ধরে ক্ষমতা,  
অর্কুদ নরক-জালা কোথা পড়ি' রয় !  
শূল সহ ক্ষুদ্র কাঁটা তুলিত কি হয় ?  
অগ্নি স্মৃতি, দেখ ভেবে, তারভরাঙ্গীরা এবে  
পরাদীন হ'রে, হায়, কত জালা সর ।  
অসংখ্য নরক-ভূমি 'হ'য়েছে তারতভূমি,  
শমন-নিরয় ভাল এ হ'তে নিশ্চয় ।

কি লাভ ধরিয়া তবে অধীন জীবন ?

খেতে শু'তে দিনে রোতে আশা কা'র হৃথ পেতে,  
পরের পাতকী শিরে করিয়া বহন ?  
এ হ'তে নরক, স্মৃতি, হৃথের ভবন ।  
যাহারা পাতকী হয়, তা'রাই নরকে রয়,  
প্রতি পলে সয় বটে অসহ পীড়ন ;  
তা' হ'তে পাতকী যা'রা, এ ভারতে এবে তা'রা  
পরাদীন হ'তে ক'রে জনম গ্রহণ !

তবে আর কিবা হৃথ থাকিয়া হেথায় ?

বরঞ্চ নরকে র'ব, শমন-পীড়ন সহ,  
ভুবির শোণিতে পুড়ি' অনল-শিখায় ;  
সেও ভাল ; এ যাতনা সহ্য নাহি যায় ।  
তুমিও তা' হ'লে, স্মৃতি, পরাদীনতার ভীতি  
দেখা'য়ে কি পারিবে গো, কাঁদাতে আবার ?  
ভুলিব তোমার আমি, ভুলিব তারত-ভূমি,  
অধীনতা-নিষ্পীড়ন ভুলিব তথায় ।

নলিনী ।

নবীন প্রভাত ; বিমল গগন ;  
বিমল শীতল সবনী জল ;  
কুসুম হরতি-পূরিত পবন ,  
শিশি-বসিত কুসুমদল ।

তরুণ অরুণ অরুণ কিবণে  
পূরব আকাশে বিকাশে ধীরে ;  
অমনি সরসী উজল ববণে  
হাসিয়া উঠিছে লহরী-ধিরে ।

প্রভাত নেহাবি প্রভাতী গাহিল  
আঁখি উনমীলি বিহগচ ,  
সে স্বরলহরী সমীর বহিল ;  
‘উঠ,—জাগ’ রব ভুবনময় ।

কিঙ্গি ময়ন ; তবু ঘুম-খোরে  
আবার ভাইতে বাল্মার হয় ;  
কিন্তু ধনী নই, কাজে কাজে মোরে  
উঠিতে হইল ;—না হ’লে নয় ।

ভ্যজিয়া শরন, চলিছ বাহিরে,  
হুহিতে হুহিতে নয়ন দু’টি ;  
দেখিছ শিড়কি-সরোবর-নীরে  
র’য়েছে একটি নলিনী ফুটি ।

এক দিনো আমি এ সরসী জলে  
দেখিনি ফুটিতে কলম ফুল ;  
বিধাতার গুণে, হুভাগের কলে  
আজি হেরিলাম ;—শোভার মূল !

পূর্ণিমার চাঁদে পাইলে যেমন  
সুন্দর গগন মধুর হয় ;  
নবীন নলিনী পাইয়ে তেমন  
সরসী-সলিল মাধুরীময় !

বাড়িল আমোদ—সরসী নিকটে  
সবেগে চলিছ—বাসনা মনে—  
ফুলিয়ে নলিনী হৃৎকরের গটে  
স্বাধি সাধরে স্বতন্ত্র-মনে ।

কাছে গিয়ে দেখি, সাধের আমার  
হলকমলিনী ফুটেছে জলে ;

(আকর্ষ-মলিলে বদন-বাহারি !)  
জন্মে ভ্রমরেন্দ্রা জন্মে স্বদলে ।

আগিরে প্রিয়াবে কহিছ তখন,—  
“সাধাসু, অধি শো নলিনি প্রিয়ে !”  
প্রেয়সী আমাবো হাসিল তখন,  
ঝরিল অমৃত অধর দিয়ে !

অভাগার বিধাতা ।

রজনী প্রভাতে ববে তপন উদয় রে ;  
সে কালে সকল লোকে পুলকিত হয় রে ।  
ফিরাই যে দিকে আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,  
দেখিরা নবাবের, আঁখি, সমা ভুবনয় রে ;  
রজনী প্রভাতে ববে তপন উদয় রে ।  
কেন তা’রা মোর মত, হয় নাই কখনো,  
কেন তা’রা কিবাশিশি এক অংশে রক্ত রে ?  
তা’দের বিধাতা যে রে নিরবনয় রে !

আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিষ্ঠুর রে ;  
লোহার শিলায় গড়া তাহার স্বদয় রে,  
আমার বিধাতা যেই, আমারে বিমুখ সেই,  
ভুলেও আমার প্রতি হয় না সদয় রে,  
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিষ্ঠুর রে ।  
বিশাল ভগতীতলে, অংশ যে কাছারে বলে,  
জানিতে নারিছ আজো, বড় খেদ হয় রে,  
চিরকাল দুখানলে এ পরাণ হয় রে !

যা’ কিছু কোমল হেরি এ ভুবনময় রে,  
আমার বিধাতা তা’র রচয়িতা নয় রে !  
ললিত কুসুমদল, বিমল তরল জল,  
জগত-সলাম নারী কোমলতায় রে ।  
আমার বিধাতা তা’র রচয়িতা নয় রে !  
চাঁদের কিরণে অধা, ধেমি-জন-ধেমি-সুধা,  
সুখবি-বিহগ-বুলি চিরমধুর রে,  
আমার বিধাতা তা’র রচয়িতা নয় রে ।

মাধব সরল চিত করুণ-লিঙ্গয় রে ;  
শ্রীকৃষ্ণ সরল স্বরূপে হৃদয়-মধুর রে ;  
দেহ প্রেম হয় মায়, রূপ ভগবতী-আর,  
অবশী নিরোগকান্দা হৃদয় নিতর রে,  
আমার বিধাতা তা’র রচয়িতা নয় রে ।  
সুহৃদে হৃদয় মধু, সরল প্রেমী বহু,

সকীত-লহরী, হরি, চিরস্থায়ী,  
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে ।

সরসী-লহরী-করে মণাল-বলয় বে,  
সরসী-ললাটে কোটা কোটা কুবলয় বে ;  
বিগীর বাঁকা অঁধি, লতিকাজড়িত শাখী,  
জলহীন মরুভূমে পূর্ণজলাশয় বে,  
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে ।  
ভাতে নিশির শেষে, শিশির-স্রুতা-বেশে  
সাজিবা কুমুদকুল দিশি উজলয় বে,  
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে ।

তা' ছাড়া বা' কিছু আরো ভাল বোধ হয় রে,  
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় বে ।  
তবে, বিধাতা হয়— নিরাক্ষর নিরসম—  
করেছে হজর, বাল, এ হৃদয়ভর রে ?  
কি ক'ব সে কথা; হারি, হুশে বুক বর রে ।  
কিছু হেরিলে পরে, অঁধিবা শুনিলে পরে,  
হৃদয় হুধিত মদা—ভয়ের উদয় রে,  
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিব্বর রে ।

প্রচণ্ড অনল, বহু ভীষণতায় রে ;  
মধুর পূর্ণিমা রেতে জলল উদয় রে ;  
চান্দরে হুহেলিকা, মরুভূমে মরীচিকা,  
জলপোতে অবস্থানে ঝটিকা-উদয় বে !  
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিব্বর রে ।  
কঠিন পাৰ্ব্বতময় উন্নত ভূদরয়,  
শোণিত-লোলুপ বত ঝাপদনিচয় রে,  
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিব্বর রে ।

লোভ হিংসা ঘেব-রোষ নিষ্ঠুর-হৃদয় রে,  
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিব্বর রে ।  
মাগনাশী হলাহল, সাগরের লোণা জল,  
ধল নর, ধল সর্প কালকূটর রে ।  
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিব্বর রে ।  
চন্ডা জরা শোক রোগ, দরিদ্রতা দুঃখভোগ,  
জীবন-সংহারকারী মৃত্যু হুরজয় রে,  
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিব্বর রে ।

সাথে কি এ কথা বলি ? না বলিলে নয় রে  
আমার বিধির বড় কঠিন হৃদয় রে ।  
নাহিলে মোরে কেন স্বপ্নন করিয়া হেন,  
কেন মোরে অকালীন হৃদয়লয় দ্বন্দ্ব রে ?  
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিব্বর রে ।

শেষবে অন্যথা হ'য়ে, মোর হৃদয় বশে ব'য়ে,  
কি-যে দশা আজ' মোর ! মোর হৃদয় বশে ব'য়ে,  
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিব্বর রে ।

একটি দিনেরো তরে এ পোড়া হৃদয় রে,  
জানিতে নারিল, হায়, হুখ কা'রে কর রে ।  
দারুণ রোগের জালা দিবানিষি ঝালাপালা  
করিতেছে মোরে, এতে হুখ কত নয় রে ?  
আমার হুখেতে মোর বিধি হুধী হয় রে ।  
উদর-অয়ের তরে, প্রাণ যে কেমন করে,  
কোনো দিন অর্জাশন, কত তা'ও নয় রে ।  
ভিজা করি, আশা, কিন্তু সরমের ভয় রে ।

আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিব্বর রে ।  
নিষেধেরো তরে, হায়, হয় না নব্বর রে ।  
পুরাণ মলিন বাস' দ্বিমাত্রা চারি পাশ,  
কি করি, পরিয়া লজ্জা ঢাকিয়াব হুয় রে,  
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিব্বর রে ।  
দয়াবু বা'কের বিধি, দে বিধির জাল বিধি,  
তাঁহার বজিত ধাঁরা; সদা মুখে ব'য়ে রে,  
আমার বিধির বিধি ঠিক বিপরীত রে ।

কাঁদা'তে কেবল মোরে, হেন বোধ হয় রে,  
জালাইতে রোগে পোকে হুধে এ হৃদয় রে,  
আমার বিধাতা মোরে, অভাগা হরিজ ক'রে,  
বজিল, ভুত তা' নয়,—পুদ নিরাশ্রয় রে ।  
সাথে বলি, বিধি মোর বড়ই নিব্বর রে ?  
আমার যে কত হুখ, পাই বাকি কোটি হুখ,  
পাই যদি কোটি হুগ—গলনা-সময় রে,  
নিব্বর তথাপি এর হ'বে না নিশ্চয় রে ।

কা'রো কা'রো মতে বিধি হুধের আলয় রে,  
হুধী ধাঁরা, এই কথা তাহারাই কর রে ।  
আমার তা' বলা মিছে, বিধি মোরে আগে পিছে  
জালিয়াছে হৃদয়ল; নিষিধার মদ্য রে ।  
কাজে কাজে মোর মতে—বিধি হুধয় রে ।  
তবে এ বিশাল ভবে, বাঁচিয়া কি লাভ হ'বে,  
কি লাভ যন্ত্রণা ম'রে ? মৃত্যু বলি হয় রে,  
তা' হ'লে এখনি বাঁচি—অঁধার হৃদয় রে ।

মোর বাকি মৃত্যু হয়, হুধে হুধেবলয় রে,  
জীবন-বরণা-জালা হইবে বিলয় রে ;  
তা' হ'লে বিধির মোর, হুধে হুধেবলয় রে,  
তা'ই যদি অজাপার হুধাও না হয় রে ।

সাধে কি বলি, যে, মোর বিধাতা নিদয় রে ?  
 রোগের দারুণ রোগ, দারিদ্র্যের একশেষ,  
 নয়নের জলে সদা ভাসি'ছে হৃদয় রে,  
 অভাগা আমার মত আর কেউ নয় রে !

১৫

ধরিলে কুহুমে কীট সুখমা কি রয় রে ?  
 রোগে হুখে সেই মত আমার হৃদয় রে !  
 কমলা আবার, হায়, আমারে না ফিরে চাষ,  
 নাহিক রক্ষক কেউ, নাহিক আশ্রয় রে,  
 আমার বিধির গুণে শমনো নিদয় বে !  
 হায়, আর কত কাল, সহিব এ হুখজাল,  
 হ'বে না কি অভাগার হুখেব উদয় রে ?  
 কেমনে হইবে ?—মোর বিধি যে নিদয় রে !  
 সাবাস, বিধাতা, তোর কঠিন হৃদয় রে !

### শুভকোটা ।

একথা বিরক্ত হ'য়ে জন-কোলাহলে  
 তুলিলাম শান্তি-লাভে বিজন কাননে ;  
 নিমিত্ত লাগপক্ষেই, দৃষ্টি নাহি চলে ;  
 বসিলাম হির হ'য়ে চিত্তাময় মনে ।

ব'সে আছি ; অকস্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত  
 শিহনে—অনভিদুরে পড়িল নয়নে  
 একটি হুচাক কোটা বিজন কাননে ।

নিরজন মনে কোটা ! বিচিত্র ব্যাপার !  
 হুত্বলী হ'য়ে সে'টি হুত্ব'য়ে নিলাম ।  
 গুলিলাম ভাড়াভাড়ি, ভিতরে তাহার  
 কি আছে, দেখিতে আশা, পেবে দেখিলাম  
 কিছু নাই—শুভময় ; কিন্তু হেন বোধ হয়,  
 আছিল রতন তা'র, দেখি' জানিলাম,  
 বেহেজু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম ।

নারকী কলুবী চোরে করিয়া হরণ  
 এ কোটারে, 'আমি' এই অটবী মাঝার,  
 আকস্মাৎ করিয়াছে কোটার রতন,  
 ধালি কোটা কেশে গেছে অ'টিয়া আবার ।  
 বিবিধ রঙনে অঁকা কোটা এবে হুগিমাধা,  
 রতন হার'য়ে বেন মলিন আকার ;  
 কানী হুত্ব তুল বধা পল্লব মাঝার ।

নিরর্থক কোটার, মনে হইল উদয়

ভারতভূমির দশা, হুখের কাহিনী ।—  
 স্বাধীনতা-রত্ন-হার—এবে শুভময়—  
 ভারত এ কোটা সহ অদৃষ্টভাগিনী !  
 চিত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সম্মিত  
 হইল মানসে ; হায়, হুখের কাহিনী !—  
 ভারত এ কোটা সহ অদৃষ্টভাগিনী !

### একটি চিন্তা ।

হান—বঙ্গ-রাজভূমি ও তৎপার্শ্ব হ'ই সরোবর ।\*  
 সমগ্র—যেমনাঙ্গবাভিনয়ের রজনী, ৩০ এ কাল্পন—১২১১

সপ্তমীর চাঁদ হুনীল গগনে  
 হাসি'ছে উজল মধুর কিরণে ;  
 বসন্ত-সমীর বহি'ছে মৃদল ;  
 প্রকৃতির হুখে মধুর হাসি ;  
 নাট্যশালা পাশে সরোবর-অঙ্গে  
 শশীর মুরতি হুগিয়া উজলে ;  
 বাহুপংগামী জলধের হারা  
 সরসী-সলিলে হাই'ছে ভাসি' ।

দেখিলাম আমি সে সর-মুরতি  
 ক্ষণ পরে পুন হিরভাব অতি ;  
 নাহিক লহরী, নাহি বিহুনন,  
 অচল, অনড় সলিল রাশি ।  
 কিন্তু, পাশে, হায়, নাট্য-গৃহ-মাঝে  
 অভিনেতৃগণ মাজিয়া হুমায়ে,  
 করে অভিনয়, রঙ্গ করে কত,  
 কাঁদিয়া কাঁদায়—হাসায় হাসি' ।

দেখি' সরোবরে, দেখি' নাট্যাগারে,  
 সহসা তখন মনের মাঝারে  
 চিন্তা এক 'আমি' হইল উদ্ভিত,  
 কহিলাম আমি আপন মনে ;—  
 ওরে বজ্রবাসী, হাড় রে বিলাস,  
 'আমি' দেখ চেয়ে সরসী-সকাপ,  
 পতীর মুরতি নৈশ সরোবরে  
 বারেকের তরে দেখ নয়নে ।

হেতেছে তোমরা নাট্য-অভিনয়ে ;  
 দেখে কর্ণকেন্দ্র পুলকহরণে ।

\* এই সরোবর একশেষ নাই । ইহার বক্ষণে রাজার দৃষ্টি আছে । ১২১০ খ্রিঃ

তিনেতুগণ, কর্ণকের দস,  
এস একবার সরসী-তটে ;  
ঠোমাদের আনন্দ-লহরী,  
কিন্তু সরোবরে নাহি রে লহরী,  
সরোবরে আত্মি আকর্ষণ করিয়া,  
দেখ দেখি ভাবি' মানস-পটে ;—

ধ্বংসের ভারত ছিল রে স্বর্ধন,  
ধ্বংসের সম্ব ছিল রে তখন ;  
ধ্বংস গিয়াছে সে দিন ঘূটিয়া,  
পরের অধীন ভারত এবে !  
কাজে কি এখন আমোদ, বিলাস ?  
ধ্বংস আসিয়া সরসী-সকাশ,  
সরসীর মত হও রে সকলে,  
সরসীর ছবি দেখ রে ভেবে ।

সরসীর হৃদে বেন রে সরসী  
চাপা'য়ে ধরেছে হৃদের আঁরলী ;  
প্রতিবন্ধ দেখি' পারিবি ভ্রমিতে,—  
উচিত ভোদের কিরণ হওয়া ।  
হইতে উচিত সরসীর মত,  
ছাড়িতে উচিত রক রস বত,  
করিতে উচিত অঙ্গ বরিষণ,  
উচিত আনন্দে বিহার কেওয়া ।

মজ্জাহ সকলে অভিনয়-হৃদে,  
কিন্তু একবার চাও রে সমুখে ;  
কি বে অভিনয় হয় অবিরত,  
হৃণা লজ্জা ছাড়া কেবলি অঁর ।  
চাপা'য়ে পান্ডকা ভোদের মাঞ্চর,  
কাসত-শৃঙ্গল পরা'য়ে গলায়,  
বানরের মত নাচা'য়ে নাচা'য়ে  
বিশেষীয়া, লাখি নায়ে মাথায় ।

তথাপি রে তোরা, গুরে বন্ধকারী,  
আমোদ বিলাসে রবি কিবানিশি ?  
বারেকের গুরে কর রে স্বরণ,—  
উচিত এখন কিরণ হওয়া ।  
হইতে উচিত সরসীর মত,  
ছাড়িতে উচিত রক রস বত,  
করিতে উচিত অঙ্গ বরিষণ,  
উচিত আনন্দে বিহার কেওয়া ।

শরদপুনিম চন্দ্র পহিলে মনোহর  
হুকে, সই, ভেইত জেয়ান ;  
অব শব্দ কিছু নহ, অব সোই নটবর  
শতশিহনিত বয়ান ।  
যো দিন যমুনাতট কেলি-কদম্ব-বুলে  
পহিল নেহাল হরি-সাধ,  
সো দিন অবধি হয় সো যমুনাকুলে,  
আশ কর' রহ' দিন রাত ।  
পুন পুন হের' প্রাণনাথ ।

নবর অধরে ধরু মধুর মুরলী বব,  
নিশীথে পুলিনে বঁধু যোর,  
বীণ-সনকার 'জিনি' বরখে মধুর রব,  
ভনি' যোর চিত হোর ভোর ।  
সো রব লখই হয় ত্যজই শরন, সই,  
লহরীয়ে ইতি উতি রাই ;  
পুন সো মুরলী-রব ত্যজই না পাওই  
শরনে শরনে কিরি' রাই ।  
শপনে বঁধু রাই পুহু পাই ।

নুতন পীরিতি যোর নুতন কুহুদ মন,  
মাধব মধুর তার ;  
নুতন মুরল মধু উজ্জলরে অঙ্গুণম,  
অব কঁহা মাধব রাই ?  
নিশি দিন বঁধু লিরে, কহত লগ্নু হিরে,  
গুরু দুঃজন ডর-পেল ।  
পেখই না পারিল সো নবজলদতল,  
আঁখি তিরপিত নাহি ভেল ।  
রমণী-জনন-বিহা পেল ।

সহি' রে, ভেইল কাহে কামিনী-জনন মন ?  
কাহে না ভেইল বন-কুল ?  
পাখই রেসম-ডোরে হবার সো প্রিয়জন  
ডুলায়ত ; ভ্রমর আকুল ।  
দুপুর জনন মন কাহে, সহি, ভেল নাহি ?  
পাখই কাহুক পায় ;  
পাখই জনন চুয়া কাহে না ভেইল, সহি ?  
পাখই কাহুক পায় ।  
রমণী-জনন-বিহা, হার ।

যদি সো পরাণ-সহি, কামিনী কোকিল হব  
ভেইল, কামিনী-জনন

পাশ করি তরুণর, কুহকুহ রব কর,  
 চিত-সুখ লভতু' দিগুণ !  
 হুই বজ্রজ, সহি, কাছে না ভেইনু হম,  
 বাওবে বঁধু যব গোষ্ঠে ;  
 চরণ পরশি' তার, যুচত রে দুখভার;  
 বৈসে ভেথজে রোগ ছুটে !  
 রমণী-জনম মহাপাপ !  
 রমণী-জনমে অভিশাপ !

### বিজয়া-দশমী ।

হান—ভাগীরথী-তটে । সময়—সন্ধ্যাব প্রাক্কাল ।

পুণ্যতোষা ভাগীরথি, আজি মা তোমার  
 কি হেতু হুম্মা এত ? কেন হু'নয়ন  
 নিরখি' তোমায় আজি, আনন্দ অপার  
 লভিতেছে ? হুঁ মা, এর আছে কি কারণ ?  
 আছে—আছে, তা' নহিলে কেন হুধোদয় ?  
 শশী না উদিলে কতু চন্দ্রিকার ভাস  
 খেলি কি ধরণী-হৃদে ? কারণ নিশ্চয়  
 আছে—আছে—এতকণে হ'য়েছে বিশ্বাস ।

বিজয়া-দশমী তিথি আজি বঙ্গালয়ে,  
 শারদীয়া উৎসবের শেষ-সুখ-দিন,—  
 স্বর্গীয় আনন্দরাজি বাঙ্গালি-জগরে  
 সমুদ্রিষ আজি,—সবে অনুব্রবীহীন ।  
 ত্রিধিবপুঞ্জিত দশভুজার সবতি  
 তোমার গভীর গর্ভে মিতে বিসর্জন,  
 আড়ম্বরে আসে সবে, দীপ্তি ধীরি গতি ;  
 বিজয়া-বাজনা বাজি' জাগার প্রবণ ।

মানাক্ষিপাগত লোক মুহিবিসর্জন  
 দেবিত্তে, তোমার তটে সবে উপনীত ;  
 হৃদয়ের পূর্ণ হৃদে সকলে মগন,  
 সকলেরি আঁখি আজি হর্ষ-বিকসিত ।  
 হুলোহিত রীতভাপ উজ্জ্বল তপন  
 অন্তাচল-অভিযুগ হ'য়েও হুল্লর  
 হাসেন হরিরে, কেন করি' বরষন  
 আজিকার মহোৎসব বহুধর-কিতর ।

অগণকাল রহ, রবি, অগণকাল তরে  
 ঈশ্বর, একটি বর আছে নিবেদন ;—  
 বাইতেছ তুমি এবে পশ্চিম-সামুদ্রে ;

ভাল হ'ল, সেই দিকে করিয়ে গমন,  
 বা'রে পাবে, তা'রে ক'বে ক্ষরণ করিয়ে,  
 অধীন হ'য়েও বঙ্গ এখলৌ কেনন  
 সুখ লাভে সনাতন ধর্ম আচরিয়ে ;  
 ধর্মই এখন তা'র একমাত্র ধন ।

গিবাছে বঙ্গের, হায, গিবাছে সকল,  
 তথাপি এখনো তা'র হৃদয়-আগারে  
 সনাতন-ধর্মরূপ বতন উজ্জ্বল  
 সদা বিরাজিত, যেন সরসী-মাঝাবে  
 করি-পদ-বিদলিত-কমল-নিচয়  
 ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে রয়, কিন্তু এক পাশে  
 হয় ত একটি পদ্ম বিকসিত রয়  
 অপীড়নে, ধর্ম তথা এ বঙ্গ-আবাসে ।

পবাবীন হ'বে থাকা যন্ত্রণা কেনন ।  
 কে'না জানে ? তুমিও তা' জান, দিবাকর !  
 বিভীষণ মেঘজাল যবে আবরণ  
 করে তোমা, সেই কালে তোমা'র অন্তর  
 পীড়িত কিকণ হয় ; দীপ্ত সুখ-ছবি  
 মূলিন—অদৃশ্য—যেন সে তপন নহ,  
 কত দুঃখ সে সময়ে, কহ দেখি, রবি !  
 কতই বেদনা, হায, হৃদয়েতে সহ !

তোমাব সে দশা সম বঙ্গ অনাধীন  
 পর-কবে প্রপীড়িতা, হের আজি তবু,  
 বিজয়া উৎসব-সুখ লভি' সীমন্তিনী  
 সুখিনী কেনন, হেন হ'ব নাই কতু ।  
 জলন্ত অনলে জল ঢালিলে যেমন  
 নিতে যায়, সেইরূপ বঙ্গের হৃদয়—  
 অধীনতামলদগ্ধ মলিন বরণ—  
 আনন্দ-সলিলে আজি সীতলতাময় ।

ভাগীরথি, তব অই সরল প্রবাহ  
 সীতলিয়া বক্ষ তব যেতেছে বহিয়া ;  
 পরাধীনী বাঙ্গালার অন্তর-প্রবাহ  
 সীতল হ'য়েছে আজি, দেখ, মা, চাহিয়া,  
 বিজয়া-দশমী-সুখ-প্রবাহ-বহনে ।  
 জীবনের বত জ্বালা বহুদুঃখ  
 তুলিয়াছে আজি, সবে হরষিত মনে  
 তোমার পবিত্র তটে করে বিচরণ ।

সকলেরি হৃদে হাসি, সবার মন,  
 দেখ দেখ, মহানন্দ-রসে সুরসিত ।

বা'রি মুখপানে চাই, করি দরশন  
কি এক অশ্রীর শোভা বর্ণন-অতীত !  
বহদিন হ'তে ভুজি, হিমাজি-নন্দিনী,  
বদ্বেরে পবিত্র করি' যেতেছ বহিরা,  
কহ যোরে আজি, কলরব-নিদানিনি,  
জুড়াও শ্রবণযুগ সে কথা কহিয়া ;—

১০

কত শত যুগ গত ; ভারত যখন  
স্বাধীনতা-হেমময়-মুহূর্ত-ভূষণে  
ছিলেন ভূষিতা, বত ভারত-মঙ্গল  
; স্বাধীনতা-জয়-গান, হরষিত মনে,  
গায়িত, বাজিত বাঁদ্য, সমর-ভূমিতে  
“জয় স্বাধীনতা জয় !—ভারতের জয় !”  
বেদবাক্য সম এই ধূয়ার ধ্বনিতে  
ধ্বনিত হইত শূন্য আকাশ-লহরী ।

১১

সে হৃদয়ের শুভ দিন করি' দরশন  
ভূমিনী তুমিও, দেবি, কত হ'য়েছিলে ;  
নিবানিশি কুলকুল অক্ষুট বাদন  
প্রবাহের করতালে বাজাইয়াছিলে !  
আজো তা' বাজাও বটে, কিন্তু, গো তেমন  
মনোহর নহে, এ যে নহে সে সময় ।  
এবে ভারতের চিতে চিতা-স্তাশন  
প্রজলিত, তা'ই, হায়, সবি বিষময় !

১২

তা'র পব পূণ্য-ভূমি ভাবতে যখন  
ষবে প্রবেশিল হ'য়ে লোভের অধীন,  
ভারতের স্বাধীনতা অমূল্য রতন  
(কোথা স্বর্ণ-মুগ্ধ তা'র কাছে সমীচীন ?)  
সেই দিনে—কাল—দিনে—বিধি-বিড়ম্বনে  
অশ্রুত হইয়াছে ! ভূমি তা' তখন  
হেরেছ, হিমাজিহুতে ! কিছু হৃৎ মনে  
ভারতের তা'র পর করেছ দর্শন ?

১৩

ভারত না ভারতের অন্ধ-সুশোভিনী  
বন্ধুভূমি আজো, হায়, পরের পালিতা !  
পূর্বের সে দিন ভাষি' দিবস বামিনী  
অজ্ঞমুখী—মুক্তকেশা, শোক-বিষাদিতা !  
তা'ও, নদি, চক্ষে ভূমি সধা নিরীকণ  
করিতেছ, সত্য কণ্ড, ক'র না হলনা,  
সে দিন এ দিন সহ করিলে তুলন,  
নয় কি স্বর্গের সহ নয়ক-তুলনা ?

১৪

বা' হৌহ, তবাপি আজ বন্ধ-মুহূর্ত

বিজয়া-দশমী-হৃদে মেতেছে এমনি,  
অধীনতা কা'রে বলে ভুলেছে নিশ্চয় ;  
স্বাধীনতা আজি গো যেন ভারত-জ্বলনী ।  
পূর্বের সে হৃৎ-ধ্বনি আজি সমাগত ;  
দশ দিক অঙ্গসর ; বা' হেরি নয়নে,  
তা'তেই মাধুরী হাসে, যেন বিরাজিত  
স্বাধীনতা আজি এই বন্ধ-নিকেতনে !

১৫

তোমার প্রবাহ, নদি, আজি মনোহর ;  
আজি তব কলধ্বনি বীণার ঝঙ্কার ;  
আজি তব ছবিধানি সুবমা-আকর ;  
উন্নমিত উর্ধ্ব আজি শোভার আধার ;  
তোমার দু'কূল আজি, অগ্নি কূলবতি,  
কত যে ধবেছে শোভা ক'ব তা' কেমনে ?  
ইঙ্গের অমরাবতী, যথা শচীপতি  
বিবাজেন, তা'ই সুখি এ বন্ধতবনে !

১৬

রক্তহবি রবি অই পশ্চিম গগনে,  
হেরি' তাঁ'বে আজি চিত অতি হরষিত ।  
প্রভাহ রবিরে বটে নিরধি নয়নে,  
আজিকার মত কিন্তু নহে কদাচিত ।  
অস্তগামী রবি-করে তোমার লহর  
উজ্জ্বল লোহিত রঙে সেজেছে কেমন !  
অত দিন দেখিয়াছি, কিন্তু কত নয়  
আজিকার মত চিত-অঁধি-বিমোহন !

১৭

কতবার তব তটে সাক্ষ্য সমীরণ  
সেবিবারে আসিয়াছি, দেখেছি তোমার  
পলকবিহীন নেত্রে, কিন্তু গো নয়ন  
জুড়াল যেমতি আজি—কি ক'ব কথায় ?  
দিনেকের তরে কতু হয়নি তেমন !  
পুরাণ-বর্ণিত তব মহিমা অপার  
প্রত্যক্ষ নিরধি আজি ; চারু দরশন,  
তটিনী, ভূমি গো আজি নয়নে আমার !

১৮

আজি বঙ্গবাসী, দেবি, দেখ গো নয়নে,  
মুগ্ধরী উমারে ভবি' অপ্রাধ সলিলে  
বিসর্জিত হৈ বাস্তব—বিষাদিত মনে,  
অনিচ্ছার, বোধ হয়, তাঁ'দেরে দেখিলে ।—  
কিন্তু ভূমি লুপ্তচিতে ; হসিতবধনে,  
কোমল লহরী-কর করি' প্রার্থণ,  
তব সগছীরে হৃদে বৃত্ত আপিসে  
করিতেছ তাঁ'র সহ প্রিয় সঙ্গাবণ ।

১১

স্বপ্নের প্রতিমা ক্রমে বিসর্জন করি',  
বিসর্জন-বাদ্য-সহ কিরিল সকলে  
গৃহস্থে, গজাঙ্গল ষটপাঠে 'ভরি'  
লইল লভিতে শান্তি সৈ শান্তির জলে ।  
কৃপণ যেমতি তা'র রক্তত কাঁকন  
মস্তিকা ধনন করি' রাখে লুকাইয়া,  
তেমতি গজার গর্ভে বঙ্গ-সুতগণ  
প্রতিমা রাখিয়া গেল যেন ডুবাইয়া ।

২০

দিবাকর অন্তমিত; প্রদোষ উদয়;  
অগ্রগাঢ় অন্ধকারে ভাগীরথী-তীর  
ডুবিল ক্ষণেক তরে; পুন আলোময়  
হইল চৌদিক, গঙ্গা—সুশীতল নীর ।  
সারি সারি দীপালোক, আকাশে আবার  
শরতের দীপ্ত শশী দশকলা-জালে  
উজ্জলি হাসি' হাসি', শোভার আধার !  
উজ্জল হীরক যেন তুপালের ভালে ।  
[ সময়—সন্ধ্যা । ]

২১

জনশ্রুতি এইরূপ;—রঘুকুলমণি  
রামচন্দ্র ভগবতী-পদ-পূজা করি'  
বধিলেন রাবণেরে, যেমতি অশনি  
উজ্জলি তালতরু ফেলয়ে বিদারি' ।  
আজিকার তিথি সেই—বিজয়া-দশমী;  
এই দিনে দশানন হইল নিধন,  
হরিবে রাঘব-সেন্য করি' জয়ধ্বনি,  
পরম্পরে ক'রেছিল দূত আলিঙ্গন !

১২

আজিও ভারতে তা'ই—বন্ধে বিশেষতঃ  
বিজয়া-দশমী-তিথি সমাপ্ত হ'লে,  
আর্য্যবর্ষপরায়ণ হিন্দুগণ যত  
পরম্পরে আলিঙ্গন করে কুতূহলে ।  
বহু বৃন্দ গড় হ'ল, তবুও এখন,  
রামের গৌরব তরে হরষিত মনে  
হিন্দুজাতি পরম্পরে করে আলিঙ্গন;  
বিজয়া-দশমী ধ্বজ ভারত-ভবনে ।

২৩

ওজস্বনে প্রসিদ্ধ, বাহুবলর সনে  
প্রীতিসরী কোলাহুলি করি'ছে সকলে;  
সিদ্ধিজন পাল করি', বিষ্ণুর বদনে  
বিতেছে, ভাসি'ছে সবে আনন্দের জলে ।  
ভাগ্যে, সীতালভি, দুহি রাবণে বধিলে,  
বর্ষে বর্ষে দেখি জাই এ হৃৎ-উৎসব;

এ হেন উৎসব-স্থল বরষী ধ' জিলে  
মিলিবে না; ভারতের এ এক গৌরব !

২৪

শৈশবের সধাপণ । এস এস আজি,  
কোলাহুলি করি, ভাই, পেয়েছি সময়  
বিজয়া-দশমী-সন্ধ্যা শশি-করে সাজি'  
হাসি'ছে কেমন ওই, চারু শোভাময়  
এ হেন স্নেহের সন্ধ্যা, বাসনা অন্তরে,  
হয় যেন প্রতিদিন, তা' হ'লে সকলে  
হৃদয় জুড়াই স্নেহে কোলাহুলি ক'রে  
বসিয়া বসিয়া হুলি আনন্দের কোলে !

২৫

শত্রু-মিত্র সকলেই আজি রে সমান,  
বিজয়া-দশমী-গুণ বিচিত্র এমনি !  
শত্রু যা'রা, এস তা'রা, করিব প্রদান  
মিত্রভাবে আলিঙ্গন আত্মসম জানি' ।  
বৌদ্ধ, ষ্ট্রটান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক, যবন,  
যদিও তোমরা দেখি' হিন্দুধর্ম প্রতি,  
এস এস, কিছ আজি স্নেহ-আলিঙ্গন  
পরম্পরে করি সবে, এ মোর মিনতি ।

২৬

শরতের শশধর, তুমিও হববে  
শীতল কিরণ-কর বাড়াইয়া দাঁও,  
আলিঙ্গন তব সহ প্রকৃত মানসে  
করি এস, ভালবাসা দেখাও দেখাও ।  
চিবদিন সুধামাখা কর-বরিবণে  
কতই করেছ মোর আনন্দ উৎসে,  
এস এস আজি, শশী, তাই স্নেহ সনে  
আলিঙ্গন-স্থল পুন লভি হে ক্ষণেক ।

২৭

আহা কি স্নেহের সন্ধ্যা!—আনন্দ অপার ।—  
আজি সন্ধ্যাকালে বঙ্গ অমর-ভুবন !  
অপূর্ব হৃদয় ভাবে আজি রে আমার  
ভুলিল হৃদয়, প্রাণ, মানস, নয়ন !  
আজিকার নিশি, বিধি, প্রভাত ক'র না;  
স্বর্গীয় এ স্নেহে, আহা, তা' হ'লে কেমন  
আরো হৃদী হ'ব; কিছ বৃথা সে বাসনা,  
বিজয়া-দশমী হ'বে নিশার স্বপন !

চিত্র ।

ভাই ত,  
কখন দেখিনি বাহ্য, আজি রে দেখিবু তাহা,  
সহসা ও ছবিখানি কে দেয়ালে আঁকিল ?

সে কেহোঁক ; কিন্তু তা'রে, রক্ত কালি-বারে বারে,  
চির-জীবনের অধরে কিনে ঘোরে রাখিল ।  
রসিক সে চিত্রকর, হেন রস শিখিল ।  
কত ছবি দেখিয়াছি, কত ছবি লিখিয়াছি,  
কখন কখন তরে চিত্র নাহি তুলিল ;  
কিন্তু তুলাইল আজি, ও ছবি বে তুলিল ।

কি বাকী ? দেখেছি সখি, দেখেছি বিলাতি ছবি  
কত শত প্রতিদিন কে পারিবে গবিতে ?  
বিলাতি রমণীগুলি রূপের বাজার খুলি'  
ব'য়ে আছে, রূপে তুলি' ক্রেতা ধার কিনিতে ।  
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে ।  
বিলাতী রমণী-রূপে যে ডুবে রসের কূপে,  
সে ডুবে লবণ-জলে সুধারানি থাকিতে ;  
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে ।

ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হ'য়েছে,  
অচলা বিজলী যেন—মনে অল্পমানি হেন—  
উজলি' দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে র'য়েছে !  
উজলি'ছে রূপরানি, বরে মন-ভোলা হাসি,  
ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হ'য়েছে,  
উজলি' দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে র'য়েছে !  
ধন্য সেই চিত্রকর, ও ছবি বে লিখেছে !  
ধন্য পরিশ্রম তা'র, এত ক'রে শিখেছে,  
ভাগ্যবলে একবার দেখা যদি পাই তা'র,  
এখনি হুইব শিষ্য, আশা বড় হ'য়েছে ।  
তাই ত, কোথায় যা'ব, কোথা গেলে দেখা পা'ব ?  
রথ রেখে চিত্রকর কোন্ খানে গিয়েছে ?  
প্রশংসা শুনিবে ব'লে লুকা'য়ে কি র'য়েছে ?

কিন্তু সেই চিত্রকর, বিশেষ জ্যোতিষপর,  
আমার মনের আশা মনে মনে জানিয়ে,  
আমার অলক্ষ্যে আসি' এ'কেছে এ রূপরানি,  
সাক্ষাৎ শোভারে যেন রেখে গেছে আনিয়ে ।  
এ রতন স্কন্ধ দিয়ে রাখিল সে কিনিয়ে ।  
হুই মোরে বলে কে রে ? যেই বলে হুই সে রে,  
যত সুখী এবে আমি, ত্রিভুগতে খুজিয়ে  
পা'বে কি তেমন কা'রে, দেখ দেখি ভাবিয়ে ?

এচও নিরাখকালে জল বধা দেখিলে,  
ভূবির্ভ পথিক ছুটে, পান করি' আশা মিটে,  
আনন্দে হৃদয় তা'র তৃপ্তি সহ উঠিল ;  
আমার তেমনতর ভাগ্যে আজ ঘটিল ;  
সংসারপাণ্ডিত চিত্র করিলাম ত্রিংশিত,

ও ছবির রূপ হেরি' আঁখি-বুড়ি জালিল ।  
অচিন্ত্য রতন আজ করিছের স্তুতি ।

কিন্তু, ভর হয় মনে, পাছে যদি অন্য জনে  
সন্ধান পাইয়ে আসি' পরিলের স্তুতিয়ে,  
গোপনে কর্মম কালি ছবি-দেখে দেয় চালি',  
তা' হ'লেই সর্কনাশ !—মরিব রে অচিরে !  
অতএব এই বেলা ছবি-পাশে বাইরে,  
সুপুরু বসন ধিरे, ছবিটিরে ঢাকি গিয়ে,  
কি আছে এখানে কেউ জানিবে না আসিয়ে ;  
এ যুক্তি বড় ভাল—করি তাই বাইরে ।

প্রবেশ করিলু বরে ভাবি' এই মানসে,  
কাছাকাছি হ'ব হ'ব, অমনি মধুর বব  
বরষি' প্রেমসী মোরে আগিলিল হয়বে !  
বিস্মিত হ'লেম আমি নেহারি' এ ঘটনা ।  
প্রেমের প্রতিমা মোর উজলিয়ে ঘর ঘোর,  
দেয়ালে ঠেসান দিৱে করিল এ ছলনা !  
সাবাস চতুরা মোর প্রেমময়ী ললনা ।

## ভারত-বিলাপ-গীতিক ।

[হাব—সমুদ্র-ভট । সম—প্রভাত ।]

দাঁড়া'য়ে সাগর-তটে দেখিলাম চাহিয়া,—  
সুদূর হুণীল নীরে, তরী বাছি' ধীরে ধীরে  
একটি চুখিনী নারী বাইতেছে কাঁদিয়া ;—

(ভেরনী—আড়াঠেকা)

“হা বিধি, হা বিধি । এই ছিল কি তোমার মনে,  
নিদ্র-হৃদয় তুমি জানিলাম এত দিনে ।  
যা'রে ভালবাসে যেই, তা রেই কাঁদায় সেই,  
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তা'র তোমার আমার সনে ।  
এক দিন তুমি মোরে বিশেষ যতন ক'রে  
সাজাইরেছিলে, বিধি, বিচিত্র ভূষার ;—  
দেখাইতে কান্ন কান্ন, অতুল অহল সাজ  
কতই আমারে দিলে, গঠি' হরষিত মনে ।  
ভূষিতে যতেক সুর, স্বস্তিলে অমরপূর,  
ভূষিতে মানবচরে, ভূতলে আমার ;—  
দ্বিতীয় অমরা করি', প্রকাশিয়া কারিগরি,  
সাজাইলে ডাক্তর প্রাকৃতিক বিতুষণে ।  
এবে নিরদর হ'য়ে, পর-করে অরশিয়ে,  
কি দশা করিলে মোর, কহিব কাঁদায় ;—  
ভুলেও যা' ভাবি নাই ; কখনো ঘটিল তাই,  
ইটিল সে হৃদয়ের, বিধি, ভব বিড়ম্বনে ।

এই বকি ছিল মনে, কেন তবে সেইক্ষেণে  
করিলে না মরুময়ী তুমি গো আমার ;—  
তা' হ'লে পরের হাতে হ'ত নাই দুখ পেতে,  
অরিত না অগ্নি-জল বিদেশীর হু-শাসনে !  
পৃথিবী-ঈশ্বরী ক'রে, কিঙ্করী কেমনে মোরে  
করিলে, নিদ্রা বিধি, সুখাই তোমার ;—  
সুখের পিতল হ'ল এই সব মনে ছিল,  
আচম্বিতে ফলাহল ঢালিলে মম বদনে ।  
তব দস্ত সাজে সাজি', মনের আনন্দে মজি',  
বিরাজিতেছিল চির অতুল শোভার ;—  
হেন কালে অকস্মাৎ শিরসে অশ্রুপাত  
করিলে অদূত বলে, সুগভীর পরজনে ।  
মস্তক হ'য়েছে চূর, আনল হ'য়েছে দূর,  
অসহ অসীম ভীম বাতনা-শিখায় ;—  
হহিতেছি দিব্যরাতি ; অশনি-অনল-বাতি  
মনের ভিতরে মোর জলিতেছে প্রতিক্ষণে ।  
জলিতেছি বাতনার, তবুও জীবন, হায়,  
কেন নাহি বাহিরার ? কহিব কাহার ?—  
যে বাতনা মোর চিতে, সে বাতনা প্রকাশিতে  
রসনা বাতনা পায়, নিজে ভেবে দেখে মনে ।  
বিধাতা, তোমার চিত, কিসে বল নিরমিত,  
লৌহ শিলা কুলিশেতে, অনল-শিখায় ?  
তা' যদি না হ'বে, তবে কেন তুমি বাম হ'বে  
তব দীনা অনরারে বাম দৃষ্টি বরিষণে ?  
মরুভূমে তরু-ছায়া সহিত তুলিত দয়া,  
সে দয়া স্বজিত তব নিখিল ধরায় ;—  
না জানি স্বয়ং তুমি কত কোটি দয়া-ভূমি,  
কিন্তু কেন বাম মোরে কি পাপের বিড়ম্বনে ?  
দয়াময় নাম ধর, দয়া দান নিরন্তর  
কর তুমি, শুনি আমি সকল জনায় ;—  
আমারে সে দয়া-ধন দিতে দিতে কি কারণ  
নিদ্রা হইলে পুন ঠেপি' মোরে ক্রীড়ণে ?  
আমার মুকুট নিয়ে, কাহার শিরসে দিলে,  
কবিলে হরিব'লাভ, কহ গো আমার ;—  
মাছুবের মত কি গো, কেবেরো চকল ঘিরে ?  
পক্ষপাত, অবিচার স্থান পেলে কেব-রূপে ?  
বিশেষ, জমক তুমি, তনয়া তোমার আমি ;—  
উজ্জিত তোমার সলা পালিতে আমার ;—  
তা' না হ'য়ে নর মত, তনয়ারে অবিরত  
হইলে বিরূপ, শিঙ, এই কি গো ছিল মনে !  
কৈশেছি কতই বার, কাঁথিতেছি অনিবার,  
আমো কি কাঁথিব পরে বাতনার দ্বার ;—  
বুঝি, কাঁথিবার ভরে দ্বার স্বজিলে মোরে,  
প্রাণ যে কেমন করে হা-হজাশ-হুজাশনে !

কর দয়া, দয়াময়, নারী-হৃদে কত সর ?  
অবিরল অক্ষিজলে, বহু ভেঙ্গে যায় ;—  
পর-অধীনতা হ'তে \* কি বাতনা ক্রিজগতে ?  
সে জালায় জ্বলে মরি, রক্ত ধরা-বরিষণে ।  
হও, পিত, অমুকুল, তোমার দোহিতকুল  
সরোবনে অবিরল ভূতলে গড়ায় ;—  
চেয়ে দেখে একবার, কি যে দুখ সে সবার ;  
ওঠাগত প্রাণ-বায়ু বিদেশীর প্রপীড়নে !  
ভূমি গো নিদ্রা মোরে, আমি গো কেমন ক'রে  
নিদ্রা-হৃদয় হ'ব সে সব জনায় ;—  
যত ক্ষণ আছে প্রাণ, থাকিবে ঘেহের টান,  
জড়ায়ে রাখিব কোলে প্রাণাধিক সখতনে ।  
কিন্তু, হায়, তা' বিফল, ক্রমে দেহে অবিচল,  
অবলাব কত বল ক্রীণতর কাঁর ;—  
এত দিন হ'রে ম'বে রাখিলাম কোলে ধ'বে,  
পাখি না পারি না আর পারি না যে কোনক্রমে ;  
এই বার তুমি চাও, এ তরে অভয় দাও,  
বাঁচাও' তনয়গণে কিঞ্চিৎ দরায় ;—  
দীনহীন পবানীন, জীবন্ত বহুদিন,  
এ হেন মুকুট খোঁড়ে তাকাও তা'দের পানে ।  
পিত গো, কি ক'ব আর, প্রতীচী-শাসন-ভার  
এতভারি, এত দৃঢ়, কি ক'ব তোমার ;—  
হিমাঙ্গি ভূধররাজ আমার শিবস-মাজ—  
দোলা সম ; বজ্র শত তুম্ব অতি মম জানে ।  
ওই দেখে, পদ্মযোনি, জগৎ-নয়ন-মণি  
দিনমণি হাসে পূর্বে আকাশের গায় ;—  
এক দিন ওই হাসি আমার মানসে পশি',  
আমাবে হ'ল রেজিন, অজো তাহা জগে মনে ;  
কিন্তু আজ দিবাকরে হেরি' পূর্বে নীলাধরে  
হাসির বদলে অশ্রু বহু বরি' যায় ;—  
দেখেছি দপন বেন, মনে অমুখানি হেন,  
তোমারি বিচার-দোষে মিথ্যা জারি স্বভা-ধনে ।  
কও, গো জগত-হানী, এতই যারানী তুমি ?  
তোমার এ দ্বারাবাকী বুঝে উঠা দায় ;—  
পিতার এ কাজ নয়—শত্রু অবচারময়—  
নিজ জনে এ হলনা, কলক রাখিলে কিনে !  
যদি নাহি চাও,  
তবে  
অজ্ঞাপা সজান দলে বীরিয়ে আপন গলে,  
হরিব, নারিব আর তিষ্ঠিতে ধরায় ;—  
তোমারি অমল র'বে, তোমারি জগত ক'বে—  
“বিধাতা নির্দয়তম এ নিখিল ক্রিডুবনে !”  
যদি ভালবাসে তাই, তবে আর কাজ নাই,  
আপনার প্রিয় নাই, তেও না আমার ;—

## . অবসর-সন্মোক্ষিনী ।

ভেসেছি সাগরে আজ, ডুবিরে মরিব আজ  
এ অভল নীল জ্বলে, কিবা লাভ এ জীবনে ?

### একটি কুসুম ।

বিশাল উরসে বিশাল ধরণী  
বিধির স্বজিত বিবিধ কানন  
ধরিয়া শোভি'ছে দিবস রজনী ;  
দেখিব বাসনা—জুড়া'ব নয়ন ।  
১  
তাজিয়া ভবন চলিছে দেখিতে,  
দেখিছে সূচাস্র কানন নিচয় ;  
বিবিধ পাদপ, কে পারে গণিতে ?  
স্বরভিত জ্বলে চির-শোভাময় ।

২  
পূরব কাননে ফিরা'য়ে নয়ন,  
দেখিলাম এক পাদপ-শাখায়  
একটি কুসুম, নয়ন-মোহন,  
ফুটিয়া হুলি'ছে রূপের ছটায় ।  
এ হেন সুন্দর কুসুম-রতন  
হেরিনি কখনো ধরণী-কাননে ;  
মরুভূমি ধরা কিরূপে এমন  
শোভিত হইল অমর-ভূষণে ?

৩  
ভনেছি কবির স্মামাখা গলে,—  
অমর-সেনিত অমর-ভবনে  
নন্দন-কাননে চির-পরিমলে  
ফোটে পারিজাত অমর-কিরণে ;  
অমর-বাঞ্ছিত অমৃত-সীকর  
সে ফুল হইতে পড়ে রে ধরিয়া,  
হেম-পাত্র ভরি' অমর নিকর  
মিটার পিপাসা আকর্ষণে চা্লিয়া ।

৪  
কবি-মুখে শুনি, কভু দেখি নাই,  
কবি-ভেজস্বিনী করনার গুণে  
বিবরণ তার বড় টুহু পাই,  
মশোত্তেত্তে দেখি প্রবণেতে ভনে ।  
কবির করনা সফল হইল,  
মনোহরিত্বশিত দেবের রতন  
পারিজাত ফুল সরতে ফুটিল,  
কি আছে কুসুম ইহার মতল ?

৫  
আগুন মনেতে আগুনা আগুনি,  
স্বপ্ন-সেব্য-বীর-সরীস-হিঙ্গোলে,

হুলি'ছে কুসুম, মধুর নাচনি,  
হরি-বন্ধে যেন কৌশল্য ফোলে ।  
আরো কত ফুল কাননে হাসি'ছে,  
লাবণ্যের ছটা পড়ি'ছে উছলি'ছে ;  
সকলের রূপ এ ফুল নাশি'ছে,  
শশি-রূপে যথা তারকামণ্ডলী ।

৬  
দেখিতে দেখিতে স্রবীর সমীর  
পশ্চিম-প্রবাহে অধীর হইয়া  
বহিল ; কুসুম হইল অধির,  
ইতি উত্তি করে হেলিয়া হুলিয়া ।  
প্রতীচী হইতে এমন সময়ে  
বায়ুর তাড়নে মধুমাছিগণ—  
বিষময় মুখ,—পিপাসিত হ'য়ে  
বসি' ফুলে, স্রুধা করিল শোষণ ।

৭  
যেন রে সহসা আময়-নিচয়  
লাবণ্য-ললাম ললনা-শরীরে  
সবলে পশিয়া করিল বিলয়  
নয়ন-রঞ্জিনী মাধুরী অচিরে ।  
শুখাল কুসুম, হইল মলিন  
রূপরশি ; হাসি গেল মিশাইয়া ;  
সোনার প্রতিমা হইল নীলিম  
মধুমক্ষি-বিবে জর্জর হইয়া ।

৮  
নীরস কুসুম বিষাদ অন্তরে  
শোক-চিহ্ন ধরি' রহিল ঝুলিয়া !  
নিরখি' আমার হৃদয়-ভিতরে  
শত-দুখ-শিখা উঠিল জলিয়া ।  
মনে মনে, পুন জুকারি' জুকারি'  
হৃদয়ের সহ মধুমক্ষিদলে  
দিবু অভিশাপ, ফেলি' অক্ষি-বারি ;  
অসৌম্য বিধায়ে বসিছু ভূতলে !

৯  
কভু নেত্র যদি, কভু ফুল পানে  
চাহিয়া, নিরখি' সে দশা তাহার,  
কহিছু বিধিরে আকুল পরাণে ;—  
এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?  
হরজ নির্ভর ক্ষুদ্র নীচ প্রাণী  
মধুমক্ষিফুল, তা'দেরে স্বজিবে ;  
এই কি করিতে ? বল, পঙ্কজোনি,  
নর্ম্ম করিতে পঙ্ক নিরমিলে ?

১০  
এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?

কেন এ কৃত্ত্ব মক্ষিরে হজিলে ?  
মধু ল'য়ে, দেয় হলাহল ভার,  
জর্জরিত করে যন্ত্রণা-অনলে !  
এরাই আবার 'মধুমক্ষি' নামে—  
কি লজ্জার কথা !—পৌরব করিয়া,  
তব পুণ্যময় এ মেদিনী-ধামে  
ক্ষুদ্র পাখা নাড়ি' বেড়ার উড়িয়া ।

১১

এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?  
হৃদয়-দহন, জীবন-শোষণ  
বিষময় মাছি-বিষের আধার  
মধুর কুহ্মে করে জ্বালাতন ?  
এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?  
কণ পূর্বে হেরি' যে কুহ্ম-কায়  
নেচে উঠেছিল অন্তর আমার,  
এবে হৃদে কঁাদি নিরখি' তাহার !

১২

অতল বিবাদ-সলিলে ডুবিয়া  
রহিল বসিয়া ভুতল উপরে ;  
উদ্যান-পালকে নিকটে হেরিয়া,  
ফুল-পরিচয় কহিল তাহারে ।  
উদ্যানের মালী অতীত প্রাচীন,  
কত শত বার দেখেছে তপনে  
উঠিতে গগনে ; কত শত দিন  
কেটেছে, জানিলু নেহারি' বধনে ।

১৩

কহিল তাহারে, কি নাম তোমার ?  
কহ বয়ান, জানিতে বাসনা,—  
কি কুহ্ম এটি, কি নাম ইহার ?  
জান যদি, কহ ইহার ঘটনা ।  
বিষম অন্তরে, অতীত কাতরে  
উদ্যান-পালক কহিল আমার ;—  
'ইতিহাস' নামে জানিও আমারে ;  
'ভারত' নামেতে জানিও ইহার ।'

কোন নববিবাহিত বজুর প্রতি ।

১

এই যে খাসিক আগে শ্রবণ-বিবরে, সখে,  
মধুর মুরগী বাঁধা সেতার-নিকণ  
ফনীয়া সুধার পারা  
চালিয়া মধুর ধারা,  
তিরসিভেছিল চিরপিপাসিত মন ;  
কণ পয়ে অকস্মাৎ কেন হে এমন ?

২

এ অমৃত কেন আর ভাল নাহি লাগে, সখে,  
এ হ'তে সুধার আত্মদান  
কি পুন শ্রবণে মোর  
পশিয়া করিল ভোর  
হৃদয়, মানস, জিনি' সঙ্গীত-স্বনন ?  
সঙ্গীতো মানিল হা'র !—অপূর্ব ঘটন !

৩

বুঝেছি—কেন যে মোর মানস মাতিল, সখে,  
বুঝেছি বুঝেছি এতক্ষণে ;—  
তব নব পরিণয়  
(অতুল অমৃতময় !)

বিরসি' সঙ্গীত-রসে, নব আত্মদানে  
মাতাইল চিত মোর, ক'ব তা' কেমনে ?

৪

নতন বিবাহ তব স্তুনিয়া শ্রবণে, সখে,  
কি যে সুখী, কহিব কেমনে ?  
সে সুখ বিশেষি' কই  
এমন ক্ষমতা কই ?  
রসনা অবশ আজি বচন রচনে ;  
জিক্রাও হৃথের ভারে সুখী মোর সনে ।

৫

এত দিন ছিলে তুমি সংসার-বাহিরে, সখে,  
যথা বন-ধারে তরুবার  
একাকী কাঁড়া'য়ে রয়,  
কেহ তা'র সঙ্গী নয় ;  
বনজ পাদপ, লতা সবাই অপর,  
কেহ তা'র কেহ নয়, অন্তরে অন্তর !

৬

কিন্তু, যবে ভাগ্য তা'র ক্ষিরিয়া কাঁড়ায়, সখে,  
নিশাগতে প্রভাত মতন ;  
বন-লতা ধীরে ধীরে  
অবলম্বি' ধরলীরে,  
জড়া'য়ে সে তরুবারে করে আঘিকন ;  
সোণার লডিকা আজি তোমাতে তেমন !

৭

সাদরে হৃগল ভুজ করিয়া প্রসার, সখে,  
ধর ধর এ নব রতন ;  
হৃদয়-আসন'পরি  
সম্বতনে রাখ ধরি',  
নতু অবতনে হুমে করিবে লুপ্তন  
প্রেমের প্রতিমা তব, হেহের বরণ !

৮

এ বেশ—এ বহুবর্ণ অতি ভরময়, সখে,

অভাগিনী হেথায় রমণী ।

পুরুষ কঠিন চিত্ত,

সে হেতু সতাই ভীত

অবলা সরলা নারী দিবস রজনী ;

পাষণ উরসে লতা নীরস যেমনি !

৯

সেই হেতু ভয়ে ভয়ে তোমারে সুখাই, সখে,

এ দেশীয় পুরুষ মতন,—

ভুলেও কণেক তরে,

প্রেমের পুতলী পরে

হ'য়ো না, হ'য়ো না, সখে, কঠিন কখন,

কঠিন উপলব্ধ ভুধর যেমন ।

১০

তা' হ'লে তোমার অই কমলবদনী, সখে,

কোমলতায় সুসুতি

পাইবে যাতনা ভারী,

জীবিতবারণকারী

বাকিবে তথের শেল ; বসি' দিবাবাসি

কাঁদে নীরবে, বেন নিদাখে ত্রতী !

১১

নূতন ঘোঁষনে ভূমি হুখে পশিয়াছ, সখে,

(প্রেমরাজ্য) আজি সে কারণ,

বিধাতা সদয় হ'য়ে,

প্রেমের আধার ল'য়ে

সমুদ্রনে তব করে করিলা অর্পণ ;

স্বর্গীয় এ মহাদান !—কি আছে এমন ?—

১২

অনুত মুক্তা-মণি কনক রজত, সখে,

এর সহ তুলনা কি হয় ?

বসন্ত কুসুমরাশি,

শরতের পূর্ণ শশী,

এ হেন দানের পাশে মানে পরাজয় ;

যা' কিছু হৃদয়, কিন্তু এর সম নয় ।

১৩

যত কিছু প্রজাপতি মনোহর করি', সখে,

গড়েছেন জগত মাঝার,

সেই বিবি নিরঞ্জন

বসিরা অনন্তমনে,

মনের মতন করি'—রচনার সার !—

গঠিলা রমণী-নিধি, রাশিতে সমসার ।

১৪

বিদ্য-গুণে সেই নিধি পাইলে সমরে সখে,

ওবে ভূমি হৃদ্য-অরীণ ।

চুটিল হৃথের ফুল,

দাম্পত্য-প্রণয়-ফুল

অক্ষয় হইয়া বৃহৎ হৌক দিন দিন ;

নবীন প্রণয়, ডাই, ধাক্ক নবীন ।

১৫

নিখুঁত প্রণয়-বশে নিখুঁত জগরে, সখে,

অবিরল হুরসিত হও ;

প্রেমের পুতলী সনে

প্রেম-ভাষ-সম্ভাষণে,

বিশজয়ী প্রেম-গুণ শতগুণে গাও !

প্রেমের অমব ভাব আঁকিয়া দেখাও ।

১৬

শরীরী মিশিলে যথা পায়সের সনে, সখে,

কিবা মধুরতা ধরে তা'র !

পুরুষের সনে তথা

পরিণয়-হুত্রে গাঁথা

হইলে রমণী, তাহে উৎসি' বেড়ার

প্রণয়-মাধুরী ! হৃদ্য কে আর হৃদ্য ?

১৭

এত দিনে সে মাধুরী তোমা' হুই জনে, সখে,

হুত্রেপাত হ'ল উঠিবার ;

হৃদয় স্থলিরে দিবে,

নব-প্রণয়িনী ল'য়ে

নব-প্রেম-সুখ-ব্রহ্মে দাও হে সাঁতার ;

প্রেমের জগতে কর প্রেমের বিস্তার ।

১৮

আরো হুটো কথা বলি, অভিন্ন-জগদ, সখে,

প্রেম-শিক্ষা শিখ হে যতনে ;—

প্রবেশিয়া উপবনে,

সহকার তরু সনে

সুজড়িত লতিকায় দেখিও নয়নে,

দাম্পত্য-প্রণয়-শিক্ষা আছে সে দর্পণে ।

১৯

প্রভাতে অরুণ রবি উঠিলে গগনে, সখে,

দেখ ভূমি চাহিয়া তখন

একবার দিনকরে,

আরবার সরোবরে

নর-বিকসিত চারু নলিনী-বদন,

দাম্পত্য-প্রেমের তাহে আছে দরপণ ।

২০

পূর্ণিমার নিশাকালে গিয়া সর-তীরে, সখে,

ভাল ক'রে ব্যেরক দেখিও ;

শশী শেরে হুমুসিনী

কত দূর আঁবোঁদিনী ।

কে ভাবে প্রকৃত ? কে দেখেছে কবে ?

প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে  
আশা কর, এস ভারত মাঝারে ;  
স্থির করি' দেখে নরনের তারা ;—

'সোণার ভারত মরতে আমরা ।'

পবিত্র ভূধর দেব হিমালয়  
ভূবার-মণ্ডিত চিরশোভাময় ;  
পূণ্যতোয়ময়ী জাহ্নবী তটিনী,  
পূণ্যতোয়ময়ী কলিঙ্গ-নন্দিনী  
হিমাদ্রি-সম্বতা, ভারতের হিয়া  
অমৃতের ধারে শীতল করিয়া,  
অবিরাম গতি—ধাইছে সাগরে ;  
বাহ প্রসারিয়া সাগরো আদরে ।

নটন-নিপুণ তরঙ্গ নিকর

উঠিছে—পড়িছে—ধানি তর তর ।

কুমুদিত বন, পাদপের শ্রেণী,  
শাখায় শাখায় বিনাইয়া বেণী,  
ডগায় ধরিয়া কুমুম-রতন ;  
দেখ রে চাহিয়া, শোভিছে কেমন !

বীরব্রতের ভূমি ভারত ভবন,  
ভারত-সজ্জান বীরত্ব-জীবন ;

স্বাধীনত্ব-রবি ভারত-গগনে,

দেখ রে চাহিয়া, অমৃত কিরণে  
দশ দিশি সন্ধ্যা করি'ছে উজ্জ্বল,  
প্রতিভাত তাহে আকাশ ভূতল,  
আকাশের রবি কত তেজ ধরে ?

শত শত রবি এ রবি-গোচরে  
মানে পরাজয়, ধরার পিছনে  
লুকায় সলাজে লোহিত বদনে !

প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে  
আশা কর, এস ভারত মাঝারে ;  
স্থির করি' দেখে নরনের তারা ;—  
'সোণার ভারত মরতে আমরা ।'

কে বল, ভূতলে ভারত মত ?

এই গীত গেয়ে, ক্ষণেকের তরে  
নীরবে সে শূন্য রাখিয়া অধরে,  
বিরাম লভিয়া অবিনাশী কাল,  
পুন বাজাইলা—গভীর—ভয়াল ;—

(পঙ্কিত জলর বধা কণ্ঠতরে  
নীরবিয়া পুন আবে কীস করে ।)

'সোণার ভারত মরতে আমরা,  
এবে রে ভারত বঙ্গের নিরয় !

অবিনাশী কাল ! তোমার শরতি,  
ক'রোছ ইন্দর এ বেশে সুকৃতি !

সে দিন বাহারে অনন্য যতনে  
সাজাইয়াছিলে অতুল রতনে,  
ভুবনের হৃৎ একীভূত ক'রে  
রেখেছিলে যা'র হৃদয়-কন্দরে ;  
দেব-ভুলি ধরি' হরষিত চিতে,  
রূপরাশি যা'র নিয়ত আঁকিতে,  
তব কূট-চক্রে সে ভারত-ভূমি  
এবে বা কিরূপে ঘুরিতেছে ভ্রমি' !  
অস্থিচর্ম্মসার তব পদ্মাধাতে,  
অধীনতা-পাশ বাঁধা দুই হাতে !  
অবিরল অশ্রু ঝরি'ছে নয়নে,  
মলিনতা-মাথা অমল বদনে,  
তব অস্ত্রাধাতে অকৃত শরীর  
বিক্ষত হ'য়েছে—বহি'ছে রুধির !  
যে জাতির তেজে সমগ্র ভূতল  
প্রতি লহমায় হইত চঞ্চল ;  
সেই জাতি এবে শবের মতন  
পড়িয়া ভূতলে করি'ছে লুপ্তন !  
সেই এক দিন এ জাতির ছিল,  
তোমার ক্ষতঙ্গী তাহা ঘুচাইল,  
উন্নত শিরস হইবে নত ।"

এত বলি' কাল, ক্ষণেকের তরে,  
কি জানি, কি স্মরি' ব্যাকুল অন্তরে  
নীরবিয়া, শূন্য পুন বাজাইল,  
এই ক'টি কথা আকাশ ছাইল ;—  
'মাঠেমাঠে, ভারত ভূখিনি,  
পোহাইবে তব হৃৎকের যামিনী ;  
মাঠেমাঠে, ভারতবাসী !  
কাল-চক্র যোর পরিবর্তনীয়,  
রবি শশী সম চিরগতিময় ।

মাঠেমাঠে, আবার হুদিন  
আসিবে ঘুরিয়া, হইবে বিলীন  
প্রাণের বাতরা বিপদরাশি ।"

### শুকপক্ষী ।

তাগো আজ আসিলাম হরধুলী-ডীরে রে,  
ওরে পাখী, তাই তোরে দেখিছু শাখায় ;  
কি হেতু নীরব হ'লি ? পাও কিরে কিরে রে,  
কেন তর ? ভালবাসি আমি যে তোমার !  
জুড়া'তে তোমার স্নানে, কলসার এই ধ্বনি  
আসিয়াছি, দেখিছামি শাখায় শাখায়,  
কিছু, হাস, একদিনো দেখিনি তোমার !

আজি পাইয়াছি তোরে বিহগ-ভূষণ রে,  
অমিয়-জিনিভ গলে বারেক শুনাও  
সেই গান, যেই গানে-পুরাও গগন রে,  
যেই গানে জগতের পিপাসা মিটাও ।  
কোনক্রমে ছাড়িব না, এক পাও নড়িব না,  
গাও গান, না গাইলে মোর মাথা ধাও,  
শাধি-শাধে ব'সে, পাখী, একবার গাও !

হলে জলে ধীরি ধীরি বহি'ছে পবন রে,  
বুঝে বুঝে রব হয় পাতায়, পাতায় ;  
কলারবে কম্পলিনী করি'ছে গমন রে,  
চকল লহরী-কোলে, লহরী খেলায় ;  
নব-কিসলয়-কোলে বিকচ কুসুম দোলে ;  
সমীর অধীর হ'য়ে চুমিয়া তাহায়,  
উড়া'য়ে হুরতি রাশি আকাশে ছড়ায় ।

অরুণবরণময় তরুণ অরুণ রে,  
ওই দ্যাখ, উ'কি পাড়ে পূরব গগনে ;  
নয়ন-বিভায় তাঁ'র পল্লব তরুণ রে  
সবুজে লোহিতে শোভে নবীন বরণে ;  
ডাল পালা ব্যবচ্ছেদে, পরিসর ভেদাভেদে,  
পড়ি'ছে ভাষুর কর জাহ্নবী-জীবনে ;  
সে জানে এ শোভা, যেই দেখেছে নয়নে !

এমন সুখের স্থলে—সুখের সময় রে,  
যে আশা করিয়া আমি আসিয়াছি আজ ;  
সে আশা পুরাও, পাখী, হয়ো না নিদ্রয় রে !  
পর-উপকার করা দয়ালুর কাজ ।  
বনের বিহগবর, ছাড়িয়া মধুর স্বর,  
আশা তিরপিত কর, জুড়াও শ্রবণ,  
তুষা নাশ রস-ধারা করিয়া সিঞ্চন ।

বহুদিন মধুর গান শুনি নাই রে,  
তাই সে তোমার কাছে মিনতি আমার ;  
নরের সান্নিধ্য কর্তে, শুনিতে না চাই রে,  
কৃত্রিম সঙ্গীত শুণ কি আছে তাহার ?  
সত্যবের পাখী তুমি, তাই ভালবাসি আমি  
শুনিতে তোমার গলে সুধার বন্ধার ;  
গাও, রে গায়কবর, গাও একবার ।

পূর্বের কর্তব্য বিব বোধ হয় রে,  
আবারে লাগে না ভাল, আসিয়াছি তাই

শুনিতে তোমার, শুক, স্বর মধুর রে,  
শুনাও,—শুনিয়া কের করে কিরে বাই ।  
যদি, পাখী, বল তুমি—'সঙ্গীতে ভারতভূমি  
অস্থিভীয়া ধরাতলে, তুলনাই নাই ।'  
বাস্তবিক ছিল আগে,—এখন বড়াই !

রমণীর কর্ণ, পাখী, জানি সুধাময় রে,  
কিন্তু এবে কোন নারী সে সুধা বিসার ?  
খেমুটা বাই'র গলে—শুনে স্বপ্না হয় রে ।  
যদিও রমণী-কর্ণ—কে শুনিতে চায় ?  
যে শুনিতে চায় চা'ক, সে সুধা যে খায় থাক !  
আমি তা' চাহি না, পাখী, তুমিই আমার  
শুনাও ; তোমারি গান মধুর শুনায়ে !

এবে রে, বিহগবর, এ বঙ্গ-ভবনে রে,  
ওই দ্যাখ, যেরে যেরে বিবাহ, পূজায়,  
খেমুটা বাই'রে ল'য়ে বঙ্গভূতগণে রে,  
মাতি'ছে রসিত হ'য়ে সবিব সুরায় !  
মন খুলে লাল-জলে, উঠি'ছে রমণী-গলে  
গীত-ছটা ! শ্রোতৃগণ সাবাসে তাহায় !  
নরকে ভুতের দল পেতিনী নাচায় !

ভারতের সে সুধিন ঘুচিয়া গিয়াছে রে,  
পুরনারী গীত-ধারা বরষে না আর ।  
উত্তরা বিরাট-সুতা এবে কেউ আছে রে,  
শুনা'তে বিস্তৃত গান ভারত মাঝার ?  
বারনারী গায় গান, লম্পটেরা ধরে তান,  
মদিরার গন্ধ উঠে !—উঠে রে উল্কার !  
ভারত ডুবেছে এবে নরক মাঝার !

তাই রে, বিহগ, তোর মন-ভোলা গান রে  
শুনিতে এসেছি আজ ত্যজিয়া ভবন ;  
গাও সুখে একবার, জুড়া'ক পরাণ রে,  
মিটুক বাসনা—সুখী হউক শ্রবণ !  
বালমীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,  
শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ—যত কবিগণ  
গেরে গেছে কত গীত জগতমোহন ।

তা'র পর জয়ধ্বজ করিতা-কাননে রে  
'রাধাকৃষ্ণ' হুলি—চিরমিষিত সুখায়—  
হুলি হুলি দেশেছেন বনের সন্দেশে রে,  
নিকার-কবিত কর্তে অনুরক্ত প্রায় ।  
বিদ্যাসাগর, চণ্ডীদাস, দ্বারীদাস, কৃত্তিবাস,

ভারত, কুমলরাম, প্রসাদ, ঈশ্বর  
গাইলেন কত গীত বস্ত্রের ভিতর ।

১০

আর এক পাখী, পাখী, কি ক'ব তোমার রে,  
সে পাখীর নাম ছিল 'শ্রীমধুরিম';  
ডুবায় গিয়াছে বঙ্গ অক্ষয় সুধার রে,  
সে সুধায় বহুধার সুখী যত জন;  
কি-যে মধুরিম গান, কি-যে মধুরিম তান  
ছাড়িত সে কলকর্তী, হ'বে কি তেমন ?  
সে পাখী গিয়াছে উড়ি' ছাড়িয়া কানন !

১৪

সেই পাখী—শেষ পাখী বস্ত্রের কাননে রে,  
গাইতে গাইতে গান পালা'ল যে দিন,  
সে দিন হইতে সুধা পশে না প্রবণে রে,  
তেজাল বাসনা মোর হ'য়েছে মলিন ।  
আধুনিক কবি ষা'রা, ছাতারে, বায়স তা'রা  
নীরস কর্কশ রবে গায় প্রতিদিন !  
শ্রুতিমূলে বাজে হেন তব্বাহীন বীণ !

১৫

এসেছি সে হেতু তোর গান শুনিবারে রে,  
তোমারি মধুর গান শ্রবণরঞ্জন !  
কেন ঘেরি, ওরে পাখী ? হুমধুর ধারে রে  
নীরস মাননে রস কর বরিষণ ।  
প্রেরণী-বিরহে কেহ' অজ্ঞিয়া সংসার গেহ,  
আসিয়া তোমার কাছে করে আকিকন  
শুনিতে তোমার গান ভুবনমোহন !

১৬

জুড়াও তাহারে তুমি সুধা বরিষণে রে,  
নিবাসে নীরস রুকে যেন জলধর  
মধুর শীতলতর সলিল সিকনে রে  
নবীন পল্লবময় করে কলেবর ।  
যত কণ ভুই তা'রে ভিজা'স সঙ্গীত-ধারে,  
বিরহ-বাড়না তা'র হয় রে অন্তর ;  
হৃথের জগতে তুই হৃথের আকর ।

১৭

কিহ, পাখী, বিরহের বাড়না কেমন রে,  
(প্রেরণী-বিরহ ! ) আজো জানি না তাহার ।  
বিরহ-শান্তির গানে নাহি প্রয়োজন রে ;  
যা'র যা' বাসনা যায়—তা'রই সে চার ।  
অতএব যে আশায় এসেছি, পূরাও তা'র  
সঙ্গীত-মাধুরী ঢালি' ; মিনতি তোমার,  
তুমি বই যে সঙ্গীত কে আর শুনা'য় !

১৮

জগতে স্বাধীন জীব তুমি, শুকবব বে,  
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও ;  
সেই গান ভালবাসে আমার অন্তর রে,  
বারেক সে গান গেয়ে হৃদয় জুড়াও ।  
সে গান তুমি না হ'লে ভাল লাগে কা'র গলে ?  
তা'ই বলি, বন-মণি, একবার চাও,  
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও ।

১৯

ভারত এখন, পাখী, পরের অধীনী রে,  
অধীনী মায়ের কোলে, ওরে শুকবব,  
অধীনো আমার ! ওই দুখ-নিশিধিনী বে  
ক'রেছে আঁধার, হায়, হৃদয়-অশ্রু !  
দেখ, পাখী, পলে পলে, নমন তাসি'ছে জলে,  
অধীনতা-হলাহলে অন্তর কাতর !  
বড় দুখী, পাখী, মোবা জগত ভিতর !

২০

আমাদের প্রতি বিধি বড়ই নিদয় রে,  
পবেব পাতুকা তা'ই শির পাতি' বই !  
পর-পদাঘাতে চূর্ণ হ'য়েছে হৃদয় রে,  
না পারি সহিতে, তবু ম'রে ম'রে সই !  
খেতে, শুতে, দিনে রেতে, বিষম বাড়না পেতে,  
আমাদের মত জাতি এ জগতে কই ?  
সবাই স্বাধীন, সুখী ;—আমরাই নই !

২১

এ ভারত এক দিন, বিহঙ্গ-রতন রে,  
ভূতলে স্বরগ ছিল ; কে ছিল তেমন ?  
পশ্চিমে দক্ষিণে পূর্বে জলধি-বেষ্টন রে,  
উত্তরেতে হিমালয় ভূধর-রাজন ;  
বাঁধা ছিল আট ষাট, দুই দিকে দুই ষাট,  
শত্রু-বল-অবরোধী প্রাচীর মতন,  
তিন ধারে জলধির পরিধা-বেষ্টন ।

২২

যমুনা জাহ্নবী আদি তটিনী নিচর রে,  
রজত-জ্বিনিত-হার ভারত-গলার ;  
সুবিশাল দেহখানি মণি-খনিময় রে,  
করবী শোভিত নব লতিকা-মালার ;  
স্বাস কুসুম-বাস পূর্ণেশু মধুর হাস,  
পবাজিত সর্ব দেশ ভারত-বিভার ;  
শশাক ধন্যোত-ভাতি যেমতি নিভার ।

২৩

হায়, রে বিহঙ্গবর, বিধি বিভ্রমণে রে,

ভারতের সে মুরতি মলিন হ'য়েছে !  
নিরত পীড়িতা হ'য়ে বিজাতি-শাসনে রে  
সে রূপ ঘুচিয়া গিয়া কক্ষাল র'য়েছে !  
আজিও সাগর নাচে, আজো কুল ফুটে গাছে,  
আজিও হিমাদ্রি বটে উন্নত র'য়েছে ;  
কিন্তু সে অমর-ভাব ঘুচিয়ে গিয়েছে ।

২৪

আজিও ধাই'ছে ঐ জাহ্নবী যমুনা রে,  
হুলা'য়ে লহরীমালা অক্ষুণ্ণ বাধনে ;  
আজিও লতিকাকুল কুহুম-ভূষণা রে ;  
আজিও আকর পূর্ণ বিবিধ রতনে ;  
কিন্তু রে তেমনতর হৃদয়-শীতল-কর  
'দেবভাব নাহি আর ভারত-ভবনে !  
'অধীনতা' গ্রাসিয়াছে করালবধনে !

২৫

মধুর পূর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে,  
কিন্মা চির অমানিশি হ'য়েছে বিস্তার ;  
অথবা অমৃত দীপ পূর্ণালোকময় রে,  
নিবেছে ভারত-মুখ করিয়া আঁধার !  
নিশাচরী অধীনতা ভারত কনক-লতা  
বিশাল বিকাল দাঁতে পিষি' অনিবার,  
করেছে কি দশা—হায়—অশ্রুচর্যসার !

২৬

তাজিয়া ভারত-লক্ষী ভারত-ভবন রে,  
অপার জলধি-পাণ্ডে করেছে গমন ;  
তাজিয়া চক্রমা বেন হুবিলা গগন রে,  
বৃষ্টি-অবরোধী জলে হ'য়েছে মগন !  
অন্ধকার চারি ধার, অম্ব বিনা হাহাকার,  
গীড়নে ভারতবাসী করি'ছে রোদন !  
ভারত-সন্তান এবে মলিন বহন ।

২৭

পাখী রে, হ'বে কি পুন হুদিন উদয় রে !  
পুন কি ভারতে, পাখী, অমনক ছুটিবে ?  
পুন কি ভারত-মুখ হইবে বিলস রে ?  
স্বাধীনতা-জয়-গান পুন কি উঠিবে ?  
পুন কি পৌরব-রবি দেখা'য়ে উজ্জ্বল ছবি,  
এ আঁধার বিনাশিয়া গগনে ফুটিবে ?  
বোধ হয়, সে হুদিন আর না ঘটবে ।

২৮

তাই ত হতাশ হ'য়ে তোমার নিকটে রে  
এসেছি ; গাও রে গান—গাও একধার ;  
স্বাধীনতা এ কপালে বধিও না খটে রে,

তবুও সে গানে মুখ হইবে সকার ।  
স্বাধীনতা গান বই, কোনো গানে হুখী নই,  
তাই, রে স্বাধীন পাখী, মিনতি আমার,  
অধীনের কানে ঢাল সেই গীত-ধার ।

সারস্বত সম্মিলন ।

১

দেবী সরস্বতী বদ-নিকেতনে  
বিভূষিত হ'য়ে কমল-ভূষণে,  
বিরাজেন আজ কিসের কারণ ?  
কিসের কারণ বদ-ভূষণে  
পূজি'ছে দেবীরে কুহুমদলে ?  
কিসের কারণ দেবীপদপাশে  
বদ্রবাসিগণ গললধবাসে,  
নয়ন মুদ্রিয়া ধ্যানে নিমগন,  
স্তবের নিনাদে পূরি'ছে গগন,  
'জয় মা ভারতি !' সকলে বলে ?

২

এ কি সেই বঙ্গ ? সে দিন যেখানে  
ভারতী বসিয়া হৃদয়ামনে,  
হুখে দৈবী বীণা বাজা'য়ে বতনে,  
হাসিতেন সখা হরির মনে ?  
এই—সেই বঙ্গ ; কিন্তু, হায় হায়,  
সে হৃদয় আর এখানে নাই ;  
নীরস কুহুম নীরস সারস  
হুপি'ছে বিবাদে, সে গোড়া নাই !

৩

তবে কেন আজ দেবী সরস্বতী  
বিরাজেন ?—আজ শ্রীপঞ্চমী তিথি ।  
তাই ভারতীর শুভ আগমন,  
তাই ভারতীর ভজন পূজন  
আজি বহুভূমে করি'ছে সবে ।  
পূজ্যাপুণ্ডিত-প্রাণ-অনুসারে  
এই এক দিন বঙ্গের মাঝারে ;  
বাজাণির দম-হৃদয়-কমরে  
দেব-ভাব কিছু আজিই সকারে,  
যা'র কাছে বাঙ, সেই তা' ক'বে ।

৪

নতুবা তা' ছাড়া  
নিরানন্দ-ভূমি বঙ্গের ভিতরে  
বহুধার স্রোত নিরত বহে ।

## হাসিনুর রায়ের প্রেমাবলী ।

পীড়িত বাঙ্গালি-হৃদয়-কলসে  
সেই জ্যোত্স্নাত নিয়ত সবে !  
পরাজিত জাতি বাঙ্গালিনিচর  
ক্ষেত্ৰজাতি-পাশে কাঁটের মত !  
হার রে, সে কথা কহিতে হৃদয়  
গুড়ে বার, শির সরসে নত !

কেন, হে বিধাত, বাঙ্গালি গড়িলে ?  
বল তরে ? কিন্তু কুশল রাখিলে !  
বল বল, বিধি, এ জগতীতলে  
বাঙ্গালির মত কে আছে হুখী ?  
বল, হে বিধাত ! বল একবার,  
বাঙ্গালির প্রতি এ কোন বিচার ?  
এই কি, বিধাত, করুণা তোমার ?  
বাঙ্গালির হুখে তুমি হে হুখী ?

ভূমিহী, বিধাত, গড়েছ হৃদয় ;  
কাহার হৃদয় হুখের ভূমি ;  
বাঙ্গালি-হৃদয় চির-হুখ নয় ;  
এই কি, বিধাত, দয়াসু ভূমি ?  
মানবে মানবে পক্ষপাতী হয়,  
দেবতাও কি হে মানব মত ?  
কেহ ভুঞ্জে হুখ ; কেহ হুখ নয়,  
এই কি, তোমার আমর-ব্রত ?

দেখ, পল্লবোনি, এ মহীমণ্ডলে  
বাঙ্গালিরে ভীক কাপুরুষ বলে  
কেন হে সকলে ? কি পাপের ফলে  
এত অপমান সহিতে হয় ?  
কি কুরুশে, বিধি, গড়িলে বাঙ্গালি,  
বহন করা'তে কলঙ্কের ভালি  
এ জাতির ঘটি ; নতু তিরকালি  
এত বিড়ম্বনা কি হেতু নয় ?

বা' হ'বার হ'ল ; পরে যেন আর  
এ কলঙ্করাশি যা'তে না ঘটে,  
সেইরূপ বিধি, বিধি হে, তোমার  
অবস্থা করাই উচিত বটে ।  
বাঙ্গালির পানে হুখ ভুলে চাও,  
পিপাসা মিটাও করুণা দানে ;  
কৃপার বদ্রণা-অনল নিবাও,  
হৃদয় বরষ বিরস প্রাণে ।

এই আশ 'সারস্বত-সম্মিলনে' ।

অনেক বাঙ্গালি একেছে এখানে,  
চাও আজি, দেব, তাহারের পানে,  
তোমা বই, বল এক আছে আর ?  
বদিও ইংহারা মানসে পীড়িত,  
তবুও সকলে আজি হরষিত  
প্রিয় সম্মিলনে ; কর অপ্যারিত  
বরষি' সরস করুণা-ধার ।

ভাই ভাই যদি রহে ঠাঁই ঠাঁই,  
তা'র চেয়ে হুখ কি আছে তবে ?  
ভাই ভাই যদি রহে, এক ঠাঁই,  
তা'র চেয়ে হুখ কি আর হ'বে ?  
আজি এ উদ্যানে বঙ্গ-সুতগণ,  
একত্রে মিলিত ; কি আছে আর  
এর চেয়ে হুখ ? বিবাদিত মন  
প্রিয়-সম্মিলনে হুখী সবার ।

এ হেন সুযোগে যেন এইখানে,  
হে বিধাত, তব দয়ার বিধানে  
ভাবী কুশলের হৃতপাত হয় ;  
কলঙ্কের কালি যেন হু'য়ে যায় ;  
যেন সবে হয় হৃবশোভাভা ;  
একতা-বন্ধন, জাতীয় উন্নতি,  
মনের মিলন, শুভ কার্যো মতি,  
পঙ্করে পঙ্করে স্বদেশের ছায়া,  
থাকে যেন, বধা শরীরের ছায়া,  
হৌক সবে স্বীয় ভাবানুরাগী !

আকারে যেমতি হীরকাদি মণি  
জনমে তোমার মহিমা-বলে ;  
সাগর যেমতি মুক্ততার খনি ;  
পাদপ যেমতি ভূমিত ফলে ;  
এই 'বিদ্যালয়-পুনঃ-সম্মিলনে'  
তেমতি তোমার করুণা-বলে  
সুভাগ্য-হীরক, সুখ্যাতি-মুক্ততা,  
একতা-সুখল যেন হে ফলে ।

নির্ব্বরের জল বিন্দু বিন্দু হ'য়ে  
শ্রোতের আকারে বধা যায় ব'য়ে ;  
বাঙ্গালির তথা হৃদয়-নির্ব্বরে  
যে সব হুচিভা-জল-বিন্দু ররে,  
তব শুণে যেন প্রবল বেগে  
'বাধা-কূল ভাতি', শ্রোতের আকারে  
ব'য়ে তার এই ভূতল মাঝারে ;

## কুব্জ-সরোজিনী ।

সেই শ্রোত-জলে অলীক কলহ,  
সেই শ্রোত-জলে অলব্ধ-পলহ  
ধুঁরে যায় যেন, থাকে না লোহে ।

১৪

বাঙ্গালি-জুহুয়ে বেঁ ছুখ-অনল  
জলে দিবানিশি প্রবল হ'রে ;  
নিবাবে তাহারে সেই শ্রোত-জল  
প্রতি-লোম-রূপে বাহিত হ'রে ।  
নিবিবে আশুন, জুড়া'বে লবন ;  
শীতল হইবে তাপিত মন ;  
মুত্তিমতী শান্তি হইবে উত্তর,  
সেই শ্রোত-জলে ধুঁরে চরণ ।

১৫

দেখিব সে দিন বাঙ্গালির বন  
গাহিবে সকলে পুরি' গিগদগ ;  
দেখিব সে দিন বঙ্গের ভাস  
হইবে বিলীন ; হুখ-তামরস  
ফুটিবে সে দিন এ বঙ্গ-সরে ;  
সেই দিন, বিধি, আমরা তোমারে  
'আমাদের বিধি' ক'ব বারে বারে ;  
সেই দিন সব মানসে জানিব  
'বিধি লয়ামর' ; অবশ্য মানিব  
'বিধাতার লয়া বাঙ্গালি' পরে ।

## প্রতিধ্বনি ।

১

কে লো অগ্নি বিজ্ঞনবাসিনি ?  
যে কথাটি কহি আমি, সে কথাটি কেন তুমি,  
জড়িত ভাষায় কও, জড়িতভাষিনি ?  
কে লো অগ্নি বিজ্ঞনবাসিনি ?

বিশেষ বিনতি করি, সন্নীরণ-সহচরি,  
কহ তুমি, শৃঙ্গমরি, কহ লো আমায়,  
ভুগু কর কুতূহল, তাজি' জন-কোলাহল,  
বিরলে বিহঙ্গ-ভুমি, কিসের আশায় ?  
যেখানে কেহই নাই, সেখানে তোমার পাই,  
বিশীল খিলান-গর্ভে, ভুবর-গুহার  
সদাই তোমার, বসি, ধনি শোনা যায় ।

৩

সরল বাঁশরী করে, সরল সরল ধরে,  
সরল কুব্জ-মুখা সরল অন্তরে  
অই যে বিটপি-মূলে, কি গাহি'ছে মন মূলে,  
তুমি সে মধুর ধনি ধনি'ছ সারসে ।

বিহঙ্গী বিহঙ্গ মনে, কুব্জ-মুখা মনে,  
গাহি'ছে প্রেমের ধান ধান  
ধনি'ছ সে ধনি, তুমি হরিষ

৪

বল, লো পবন-প্রাণা, বল বল, মুখচনা,  
যদিও বদন তব দেখিনি নয়নে,  
কিন্তু যে নিয়ত শুনি যে কথাটি কও তুমি,  
পরের কথায় কথা তোমার বদনে ।  
পরের প্রত্যাশী হ'রে, পর-কথা ক'রে ক'রে,  
কেন লো, অলক্ষ্যে ভ্রম ? তেবে দেখ মনে,  
কোথার পৌরব পর-প্রত্যাশি-জীবনে ?

পরের উপরে ভর, করে লো সামান্য নর,  
অমর-কামিনী তুমি, তুমিও তেমন ?  
না না, তা' কি কত হয় ? তোমার রসনা' কর  
যে ভাবে পরের কথা—নিঃস্বার্থ বচন ।  
অহুদয় নীচমনা এ জগতে যত জনা,  
বিক্রপকারিণী তোমা' কহে অনুজ্ঞা,  
আমি তা' নারিব মুখে আনিতে কখন ।

পরের চুখেতে হুখী, পরের মুখেতে হুখী  
তুমি লো অমর-বালা, এ বিজ্ঞন মূলে ।  
কাঁদি যদি, কাঁদ তুমি, হাসি যদি, হাস তুমি,  
গাই যদি, গাও তুমি মজি' কুতূহলে ।  
নাহিক তোমার কারা, নাহিক তোমার ছায়া,  
কেবল বচন-মুখা বচন-কমলে ;  
বচন-রূপিণী তুমি এ মহীমণ্ডলে ।

৬

আকাশ-বাণীর মত, শূন্য হ'তে কত মত  
ভাঙা ভাঙা কথা কও, গভীর-নাড়িনি !  
বড় আশা মনে মনে, কহ কহ, হুবদনে,  
কে তুমি আকাশে ফির, আকাশ-নাড়িনি ?  
কত বার কত লোকে, পড়ি' নানা হুখ শোকে,  
বিজ্ঞনে আসিয়া পড়ি' তাসার মেদিনী,  
আশাস' তাহারে তুমি, আশাস-বাড়িনি !

৮

জানিহু তোমার আমি, 'প্রতিধ্বনি' নামে তুমি  
একাকিনী, কিন্তু হ'রে কব্জ-সঙ্গিনী,  
মনোমত যেই হান, কর কথা অবস্থান  
অলক্ষ্যে, অখণ্ড হ'রে পবন-বাহিনী ।  
ভাল, আজি ভাল হ'ল, যন যন বল বল,  
যেই কথা বলি আমি, হুখের কাছিনী,  
মোর মনে সেই কথা কহ, দুনাড়িনি !

কি কথা কহিব আর, কিবা আছে কহিবার ?  
 আনন্দের কথা মোর কিছুই ত নাই !  
 কান্দিবার কথা আছে, তাহাই তোমার কাছে  
 অজ্ঞপাত সহকারে আজি ক'রে যাই ।  
 এমন দারুণ কথা, কহিতে দারুণ ব্যথা  
 হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যদিও লো পাই,  
 তবুও তোমার কাছে আজি ক'রে যাই ।—

১০

মহাপাণী সাবুদ্দিন রাহগ্রাসে বেই দিন  
 ভারতের হৃৎ-শশী, অন্যায় সমরে,  
 গরাসিল চির তরে ; ভারত সে দিন ধ'রে  
 স্বর্গচ্যুত হ'য়ে মম নরক তিতরে ।  
 যদিও তাহার পর, ক্ষণে নকি' আশাস্বর,  
 একটি নক্ষত্র ছিল দূরদূরান্তরে,  
 পলাশীতে তা'ও মম চিরকাল তরে !

১১

প্রতিজনি অমনি তখনি,  
 আমার হৃদয়-ব্যথা মিলিত হৃৎকের কথা  
 (নর-জীবনের, হায়, বিবাদের ধনি !)  
 কহিলেক জড়িতভাবিণী ;—

১২

মহাপাণী সাবুদ্দিন রাহগ্রাসে বেই দিন  
 ভারতের হৃৎ-শশী, অন্যায় সমরে,  
 গরাসিল চির তরে ; ভারত সে দিন ধ'রে  
 স্বর্গচ্যুত হ'য়ে মম নরক তিতরে ।  
 যদিও তাহার পর, ক্ষণে নকি' আশাস্বর  
 একটি নক্ষত্র ছিল দূরদূরান্তরে,  
 পলাশীতে তা'ও মম চিরকাল তরে !

### নিয়তি ।

হায় রে !  
 নিয়তির বল কার্যে অবিচল ;  
 আজ, নর কাল কলিবেই কল ।  
 কে তা'রে নিবारे ? কাহার কনতি  
 কিরাইতে পারে নিয়তির গতি ?  
 হন্য রে নিয়তি ! নকতি তোমার ;  
 তুমি বিশ্ব মাঠের শক্তি-কুলাধার !  
 ওই যে প্রচণ্ড কীট দ্বিধাকর,  
 —অধিমরী মূর্তি, জেজ্ঞ ভয়কর ।—  
 রাহগ্রাসে তা'রে কণে কর গ্রাস ;  
 কণে পুন হাড়ি' এবল দিখাস,

নিরীকৃত ভগতে সিংহদাঁড় হাড়ি'  
 সাগরে আছাড় পাশপ উপাড়ি' ;  
 নিমিষে অনা'মে কত কি বিলাশ,  
 অট্ট অট্ট হাসি—বিভ্রম বিলাশ !—  
 বাজা'য়ে বগল দাও রসাতলে  
 স্বরগ মেদিনী ; করাল কবলে  
 ধ'রে ধ'রে গিল বিশ্ব কোটি কোটি ;  
 কত বিশ্ব ভাঙ উলটি' পালটি' !

গোল-রসনা, করালবদনা ;  
 অশনি-গঠিত-অট্ট-রসনা,  
 ঘোর উম্মাদিনি, গম্ভীর-নাট্যিনি,  
 ভয়ঙ্করী রূপা সর্ক-উৎসাহিনি,  
 রুধিরপায়িনি, সমররঞ্জিনি,  
 সর্কসংহারিনি, চির-উলঙ্গিনি,  
 রণ-রঙ্গ-ভূমে প্রবেশ বধন,  
 যটাও তখন কি যে কুহটন,—  
 এক এক বার বিকট হাসিয়া,  
 ধমকে ঠমকে দমকে নাচিয়া,  
 বিনাশ অবৃত্ত অযুত মানবে ;  
 পিয়ি' রক্তধারা, গর্জ্জ ভীম রবে !  
 কি-যে বিভীষণ সে দৃশ্য তখন,  
 অনন্তও নায়ে করিতে বর্ণন ।  
 কত পদাতিক, কত সেনাপতি,  
 কত হাতী ঘোড়া, কত নরপতি  
 তিরপিতে তব রুধির-পিণাসা,  
 অস্ত্রে অস্ত্রে ছাড়ে জীবনের আশা !  
 অগ্নি রে নিয়তি ! বল বল বল,  
 জীবনের ব্রত এই কি কেবল ?

না না না, তা' নয়, ব্রত উদ্ধাখল  
 কর শেষে নাশি' অমংঘা জীবন ।  
 প্রবেশ করিয়া শান্তিময় স্থানে,  
 বিকট বদনে, আরক্ত নয়ানে,  
 'মহামারি' রূপে বলি 'মার মার'  
 কোটি কোটি জীবের কর রে সংহার !  
 দ্বারারে তৈগিয়া বাম-পদাঘাতে,  
 নিষ্ঠুরতা সহ খণ্ড ল'য়ে হাতে,  
 হিম্ম ভিন্ন কর জনপদ গ্রাম,  
 নষ্ট কর কত মূর্তি মূর্তাস !  
 হৃদয়কারে তব উঠে হাছাকার,  
 তরকিত হয় শান্ত পারাবার ;  
 'পালা রে—পালা রে' শব্দ চারি দ্বারে,  
 'গেল রে নকশি, গেল হারধারে !'  
 কক্ষপিতা বাত, মেহের আঘা,  
 প্রাণাহতি দেব করলে তোমার ।



কেউ কি এমনো কোনখানে নাই ?  
 তোর মুখ্য বিধি কেন লিখে নাই ?  
 অনাথ্য-পদে আর্থ-নিভেতন  
 তোরি তবে ক'ল নরকে পতন ।

সীতচন্দ্র ।

(প্রথম গীত ।)

[সেহনামে উক্তি ।]

বাহাজ—চৌতাল ।

(বাহারী)

কনক-ভূষণ-ভূষিত হুল্লর  
 লঙ্কাপুর হুর-মনোহর ;  
 হার রে, তা'রে হীনবল নর  
 মরুতু করি'ছে বানর-সঙ্গে ।

(মুদ্রা)

এখনি যাইরে সমরে পশিব,  
 অচিরে বানর নর নাশিব ;  
 কেশরী হ'য়ে কি শৃগালে ডরিব ?  
 রাক্ষস-বল নাহি কি অধে ?

(সংগীত)

রক-হুল-কর রমণীর তরে,  
 ছি'ছি, তবে আমি এখনো কি ক'রে,  
 ভ্রমি উপবনে বামা-কর ধ'রে,  
 মজিয়ে মাতিয়ে প্রথম-রঙ্গে ।

(সংগীত)

এক নারী হ'তে শত শত নারী  
 পতি-মৃত-শোকে ফেলে অ'খি-বারি ;  
 হায়! আমি তা'র কিছু না বিচারি',  
 রমণীর সনে পুঞ্জি অনঙ্গে !

(সংগীত)

এখনি ত্যজিবে রমণী-সক,  
 এখনি ভুলিয়ে প্রথম-রঙ্গ,  
 এখনি ঢাকিয়ে কবচে অঙ্গ,  
 পশিব লবরে চড়ি' তুরঙ্গে ?

(সংগীত)

জিহ্বান-কাণে স্বক্যারে বা'র,  
 মানব কি ছার নিকটে তার ;  
 নিষিধে কাটিয়ে শিব-সুগন্ধ,  
 ভাসাব জলদি-কীল-ভরঙ্গে ।

(দ্বিতীয় গীত ।)

[কন্যেশের প্রতি সুখণ্ডী ।]

হুরঠ-বাহাজ—মুদ্রাভাস ।

(সংগীত)

কেন রতিপতি, এত মীমসতি, হাড় অকোরতি  
 কুহু-ম-ম-ম ।  
 কর মোরে প্রীত, কর হুর-বিত, ত'ডি কুল-শরে  
 শিবের ধাম ।

(সংগীত)

যোগেশের যোগ ভাতি' একবার,  
 ভ্রমীভূত বটে হ'য়েছিলে, মার !  
 এবে আমি আছি, সে ভরে তোমার  
 ব্যাকুল করিতে হ'বে না প্রাণ ।

(সংগীত)

যেই পঞ্চবাণে ভুবন কাঁপাও,  
 সেই পঞ্চবাণ চাপেতে চাপাও,  
 পঞ্চদশ অ'খি পঞ্চমুখ হরে  
 জাগাও, অভয় করি রে দান ;—

(সংগীত)

আদেশে আমার স্বত্বরাজ হাসে ;  
 মলয়-সমীর বহে চারি পাশে ;  
 কোকিল কোকিলা কুহ কুহ তাবে ;  
 এই বেলা বাও ধমুকে টান ।

(তৃতীয় গীত ।)

[সরবার কোড়ে সীতা মুক্তি'তা ।]

(কবি-উক্তি)

হুরঠ—আড়াঠেকা ।

(বাহারী)

রক-পূর-পঙ্ক-সরে মলিনী হেম-মলিনী ।  
 রাহ-প্রসন্ন শশী সীতা সরমা কোল-শায়িনী ।

(সংগীত)

হারাইরে পতিধন,  
 আজি সতী অচেতন ;  
 হৃদিরে হৃগল অ'খি,  
 নীরব বীণা-মালিনী ।

(সংগীত)

লগ্নায়ে গিরেছে কায়,  
 চিহ্নর লুটি'ছে শায়,

\* বিকীর-সাম্প্রতিক 'কনক-ভূষণ-ভূষিত' উপন্যাসে 'চাঁদ-মিষ্ট-ভবি' বর্ণনায় সীতায় প্রদত্ত 'কনক-ভূষণ-ভূষিত' বর্ণনায় বর্ণিত ।



পোড়া বিধি রে !

সুখিতা বাধিনী কথা, বিষমাথা যা'র কথা,  
অনায়াসে তুমি তথা অরপিলে আমারে ।  
না'না ক'রে কথা কর, শুনে প্রাণে লাগে ভয়,  
সরলা হরিণী আমি বাধিনীর ছায়ায় ।  
উঠিতে বসিতে মোরে, কতই পীড়ন করে,  
নিজে দোষ করি' মোরে বিনা দোষে প্রহারে ।  
কে আছে ? কহিব কা'রে ? প্রাণনাথ দেশান্তরে,  
অভাগীর দুখ-কথা কে কহিবে তাঁহারে ?  
পতি বই 'নিজ' বলি' কে ভাবিবে আমারে ?  
ওরে নিরদয় বিধি, হৃদয়েষে যে অবধি  
প্রবাসে গেছেন চলি', সে অবধি কাহায়ে  
আমারে সদয় হ'তে দেখি নাই এ জগতে,  
তুমিও বিষম শত্রু মহীতল মাঝারে ।  
তা'ই বলি অবিরত, শত্রু হ'য়ে শত্রু মত,  
দেখা'য়ে ব্যভার, বধ এ দুখিনী বালায় ;  
সরলা হরিণী আমি বাধিনীর ছায়ায় !

৪

পোড়া বিধি রে !

তোরি হুবিচারে, হায়, এবে আমি অসহায়,  
একা কাঁদি ঘোর বনে কাদালিনী মতন ।  
এমনি বিচার তোরে, ধনপতি পতি মোর,  
আমি কিন্তু তিথারিণী, সার মাত্র রোদন ।  
মল্লভূতকে পতি যা'র দান করে ধনভার,  
আজি রে রমণী তাঁর নাহি পায় অশন ;  
রে নির্দয়, দেখে চেয়ে, কত দিন নাহি খেয়ে,  
শরীর অবশ, হায়, নাহি চলে চরণ ।  
বাঁচি রে এখনি, যদি দেখা দেয় মরণ ।  
বেদে না কি আছে লেখা ;—'বিধাতাই অমরতা,  
বিধাতার অয়জলে বাঁচে এই ভুবন ?'  
এ যদি রে সত্য হয়, তবে সে ত বেদ নয়,  
অবিলম্বে ছিঁড়ে তা'রে জলে কর ক্ষেপণ ।  
হিন্দু বটি, কিন্তু তবু, সে বেদ না মানি কভু,  
কসাই বিধির গুণ সে বেদের জীবন ।  
এখনি অনল-মুখে কর তা'রে অর্পণ ।

৫

পোড়া বিধি রে !

তুই বড় পরপাতী, কা'রে তুব বিবাহপতি,  
হিরকাল কা'রে কর হৃদয়বেজলন ;  
কা'রে লাগে সিংহাসন, কা'রে ভাঙে নিরুদয়ন,  
কেন্দ্রে শোয় বধ-পাতি, কখন কা'রে পায়ন ।  
কিন্তু জানা কা'রো পাতে, কেন্দ্রে যাবে শুক পাতে,  
কেন্দ্রে কা'রো কপোত চাত, কেন্দ্রে কা'রে পায়ন ।

কেহ কথা কয় মুখে, কেহ রে বিষয় মুখে  
দিবানিশি অশ্রুজলে ভূমে করে সূঁধন ।  
তুমিই বেদের বিধি হুঃখশোক-ভঞ্জন ?  
তুমিই বেদের বিধি সর্ববাদী মতে বদি,  
আমারে নির্দয় কেন ? 'আছে কিছু কারণ ?  
কি কারণ ?—কিছু নাই, দিবানিশি তাবি তা'ই,  
হায়, পোড়া বিধি, তোরে এ বিচার কেমন ?  
অবলা সরলা আমি, না জানি ব্যতীত স্বামী,  
পতির চরণযুগ সদা করি চিন্তন ।  
এই কি আমার দোষ—কপালের লিখন ?

৬

এ যদি রে দোষ হয়, নারী-ধর্ম কা'রে কয় ?  
পুণ্য কর্ম কা'রে বলে, বল দেখি আমারে ?  
নৃতন বিবাহ হ'ল, দিনেক না হুখে গেল ;  
প্রবাসী হ'লেন পতি ; আমি ভাসি পাথারে !  
সতিনী বিষম অরি, তা'র অত্যাচারে মরি ;  
এই কি আমার দোষ, বিধি তব বিচারে ?  
বিধাত, কর না রোষ, এই বদি মম দোষ,  
কে, বল, কহিবে তবে দোষশূন্য তোমারে ?  
দোষের আকর তুমি এ বিশ্বের মাঝারে ।  
তুই রে পরম দোষী, তুই ত আঁতুড়ে পশি'  
কপালে লিখিলি হুঃখ, কি জানি—কি বিচারে !  
তা'ই বলি, মোর মতে, সুবিশাল ব্রিজগতে  
কে বল, কহিবে তবে দোষশূন্য তোমারে ?  
য'দিন বাঁচিয়ে র'ব, যা'রে পা'ব তা'রে ক'ব,—  
'পরম নির্দয় বিধি তাঁহারই সংসারে !'  
যে যা' বলে এ কথায়—বলুক সে আমারে ।

৭

[অধঃমুখে সজলনয়নে]

হায়, লো লহনা সত্য, তুই লো বিষের লতা,  
বিষের অন্তর তোরে, বিষময় হৃদয় ;  
নাহি মোর অপরাধ, তবু লো দাধিস বাদ,  
অভাগীরে দুখিনীরে কেন হ'লি নিদয় ?  
সোদরা ভগিনী মত ভাবি তোরে অমিরত,  
অভেলায় বলি' তোরে সদা ভাবি মানসে ;  
কিন্তু, হায়, তা' বিফল, ভাগ্যবেশে অশ্রুজল  
পড়াইছে এবে, হায়, অভাগীর উরুয়ে ।  
হিরক-মতিও কোরে অভাগীর ভাগ্য-বোঝে  
র রেছে শাবিত অসি, কাটাবারে আমারে ;  
আগে জানিভাম বরি, ব্যক্তিভাম নিরবধি  
অনুভা হুমারী হ'রে অনবদ্য আবারে ।  
তা'র মতে এ দুখ-ভার, তা'র মতে এ অসহায়,  
তা'র মতে এ বা-হুজব কিংবা এ পায়িত ;

সত্য সহ স্বর করা—স্বকরে সাপিনী ধরা—  
আজন্ম জীবন্তে মরা—কিছুই না বাচিল।

কোটি কোটি জন্মান্তরে বেরমণী পাশ করে,  
মুখের প্রধরা সত্য ভাগ্যে তার হটে লো;  
সতিনী বাহার সাধী, গঞ্জনা-জলন্ত-বাতি  
দহে তা'রে দিবারাতি, হুখ-শেল কোটে লো!  
সতিনী বাহার আছে, ক'হু কি তাহার কাছে—  
এ বিশাল ধরা-ধাম আরামেব হয় লো?

দিবসেতে অন্ধকার; অন্ধকারে যমাগার;  
মুখের জিনিষ মাত্র চিবহুখময় লো!  
যে'সময় পুণ্যবতী, বিধি যা'রে দ্বৈহী অতি,  
মতিনী-বিহীনা সতী এ জগতে সেই লো;  
ভূমে তা'র স্বর্গবাস নির্ঝিবাৎ বার মাস,  
জীবন্তে নরকবাস ভাগ্যে তা'র নেই লো।  
এ হেন বমণী যদি কপালে মিলায় বিধি,  
প্রসিদ্ধ ক'রে তা'রে বোড়করে ক'ব লো,—  
কি হেন পুণ্যের ফলে জনমিল ধরাতলে,  
সে পুণ্য অরজি' আমি, তা'ব সম হ'ব লো।  
যে মস্ত্রে সে সভা'হীনা, সেই মস্ত্র ল'ব লো।

৯

(অঙ্গল হটেতে পত্র বুলিখা) —

স্বী-শিক্ষায় বিষ বই, সুখ লাভ হ'ব কই।  
তুই লো লহনা তা'র নিদর্শন দেখা'লি।  
এত লেখা পড়া শিখে, শেষে জাল-চিঠি লিখে,  
অকুল-সাগর জলে হুখিনীবে ভাসা'লি।  
এখনো আমার কাছে তোর সেই পত্র আছে,  
লীলাবতী সনে, হায়, এ ঘটনা ঘটালি,  
স্বামীর স্বাক্ষর মত লেখনীতে নিরপত  
কবিরে তাঁহার নাম, অভাগীয়ে মজা'লি।  
এই পত্র অনুসারে, অজ্ঞাতুল চবা বারে,  
নিরাহারে ভ্রমি আমি স্থনিবিড় কাননে,  
এই পত্র অনুসারে, সখী ভাসি অশ্রুধারে  
নিরাহারে মরি, কেহ ঢাকি' ছিন্ন বসনে!  
সহসা স্বরপ হ'তে নরক-বিষের স্রোতে  
একেবারে প'ড়েছি লো, এ পত্রের কারণে!  
তোর এই পত্রে দিহু, জেদর দিহু ভক্তোবিক,  
দ্রিকু তোর দেখানীরে, দিহু জোর জীবনে!

কুহি লো দারুণ বিধি তোরে ক'রে প্রভিবিদি,  
আমার অশ্রু-কল-এই পত্রে দেখা'লি?  
দহিবারে অভাগীরে তোরে নিরে দেখানীরে,  
খুশনার স্বরসার বিধি তোরে দেখা'লি?

যদিও বিশেষ আমি জানি যে আমার স্বামী  
এই বিষয় পত্রে করে' নাই স্বাক্ষর,  
কিন্তু, হায়, ভাগ্য-দোষে, লহনা পে'তোর দোষে,  
অনিচ্ছায় স্বীকারিহু স্বামীর এ স্বাক্ষর!  
কিছু দোষ নাহি মম তবে পতি নিরমম  
কেন লো হইবে মোরে? পতিগত খুশনা;  
তা'বে পতি কি কারণে এ দারুণ কু-লিখনে  
বনবাসে পাঠা'বেন ভুজিবারে স্বরগা?  
এ সকল ভোরি ছল, স্বী-শিক্ষার বিষফল  
ফলিল মনসে তোর; লাভে হ'তে হুখিনী  
বনবাস-দুখে প'ড়ে, হতাশ-আতনে পোড়ে;  
খুশনার সর্বনাশ! — লহনাই হুখিনী।

১১

(হৃদয়াখণ্ড কোকিলের প্রতি) —

রে কোকিল, কেন আর কুহ-রবে বারম্বার  
বিবহিণী খুশনার দহিতেছ অন্তর?  
কে তোবে পাঠা'ল হেথা, খেতে অভাগীর মাথা,  
কে শিখা'ল এ কুবব করিবারে জর্জর?  
একে আমি কাঙ্ক্ষালিনী, বহু দিন বিরহিণী,  
সত্য তাহে ভুজিহিনী বর্ধে সদা গরল;  
তুইও পুন অহনিশ কুহ-বিষ উপারিস,  
যরে বনে সমভাব—ভুতাগের কুকল!  
বিষম বসন্তোদয়, নিরর্থি' পরাণ নয়;  
বিষম মলরজ সমীরণ বহি'ছে;  
এ সময়ে, ওরে পিহু, (ধিকু তোরে শত ধিকু)  
গবলের ধ্বনি তোর পাগলে কবি'ছে।  
কালাকাল নাহি জ্ঞান, সশাই জালা'ল প্রাণ,  
বিহঙ্গকুলেব কালি তুই, ওরে কোকিল।  
বাহিবে ভিতরে তোর চিরকালি কালি ঘোর,  
কালের সমান ক'রে কে রে তোরে গঠিল?

১২

যদিও বায়স কাঁল, তবুও তো হ'তে ভাল,  
চিরকাল রব জা'র একভাবে থাকে রে;  
তো'র স্বত স্বাক্ষর নহে রে বায়সদর,  
অরি মিত্র কিছু নয়; ভাল বসি জা'কে রে।  
তুই বড় নিদারুণ, বিরহাসি পতঙ্গল  
আলা'য়ে করিস খুন বিরহিনী স্বামীরে;  
তো'র স্বত স্বাক্ষর কলরিত করে স্বামী;  
সকলি যে'মত পানি, এ তো'র নাহি পানিরে।  
কালাকাল কালি কান, পত্রেব জালা'ল প্রাণ,  
কিন্তু বিহু-বসন্ত কোকিলসদর বনে রে;  
বিষম কলকলর, বিহু কলকলর বনে,  
সে অকল-একটি পানি, সে'নি কলকল রে।















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































